উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিরাট-রোহিতরাই ঠিক করবে ভবিষ্যৎ » ১১

বার্ড ফ্লু-তে প্রাণ গেল বাঘ, চিতার

বার্ড ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩টি বাঘের। একটি মৃত চিতার দেহেও মিলেছে বার্ড ফ্লু'র ভাইরাস। মহারাষ্ট্রে জারি লাল সতর্কতা। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৩°	২৭°	১২°	২৭°	১৩°	২৭°	১৩°

এখনই রাজ্যে ফসল বিমা যোজনা নয় » ৫

শিলিগুড়ি ২১ পৌষ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 6 January 2025 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 228

যন্ত্রণার আবহে আরও উপেক্ষা

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি অজি অধিনায়ক কামিন্সের হাতে তুলে দিচ্ছেন অ্যালান বর্ডার। সিডনিতে, রবিবার। সুনীল গাভাসকারও তো ছিলেন সিডনির মাঠে। কমেন্ট্রি বক্সে নয়, একেবারে বাউন্ডারি লাইনের ধারে। তিনি কেন তাঁর নামাঙ্কিত ট্রফি দেওয়ার জন্য ডাক পেলেন না? ভারতের জঘন্য সিরিজ হারের মধ্যে এ নিয়েই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। ক্ষুব্ধ গাভাসকারের মন্তব্য, 'আমি ভারতীয় বলেই আমায় ডাকা হয়নি।' ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার যুক্তি, 'অজিরা সিরিজ জিতেছে বলে ট্রফি দিয়েছেন বর্ডার। সিরিজ ড্র রাখতে পারলে ভারত অধিনায়ক বুমরাহকে ট্রফি দিতেন সানি।' বিতর্ক তাতে থামেনি।

পদ্মাপারে যেন উসকে উঠল যুদ্ধ-জিগির

বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি। হিলি সীমান্তে সক্রিয়তা বাড়ছে বাংলাদেশ সেনার। সেনাবাহিনীর শীতকালীন মহড়ায় পাল্লা দিয়ে উদ্বেগও বাড়ছে সংশ্লিষ্ট মহলে।

সেনাকে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ ইউনূসের

ঢাকা, ৫ জানুয়ারি : শান্তিতে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের মুখে যেন যুদ্ধের নির্ঘোষ। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সর্বদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এর আগে মুজিব থেকে শেখ হাসিনা- গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশে যিনিই ক্ষমতায় আসুন না কেনও, কেউ যুদ্ধজিগির তোলার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি।

ইউনূস ভাবলেন। শুধু ভাবলেন না, বললেনও। তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতির অহংকার এবং বিশ্বাসের জায়গা। আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বদা যুদ্ধের জন্য সেনাসদস্যদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

উপলক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ সেনার একটি পদাতিক গ্রুপের মহড়া। রাজবাড়ি সামরিক প্রশিক্ষণ এলাকায় সেনার ৫৫ ডিভিশন ওই মহড়ার আয়োজন করেছিল।

অস্থির বাংলাদেশ

সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান ছাড়াও নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান ছিলেন সেখানে। তাঁদের উপস্থিতিতে ইউনূস বলেন, 'যে খেলোয়াড় যত পরিশ্রম করে বা প্রস্তুতি নেয়, খেলায় বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা তার তত বেশি। যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তাই।'

সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার এই বার্তা আদতে ভারতকে লক্ষ্য করেই বলে মনে করা হচ্ছে। পাঁচ মাস আগে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতের সঙ্গে ইউনূস সরকারের অম্লমধুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। সেনাকে তাঁর প্রস্তুত থাকতে বলার দিনই তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশের বিচারকদের ভারতে প্রশিক্ষণের কর্মসূচি স্থগিত করে দিয়েছে ইউনূস সরকার।

সে দেশের ৫০ জন বিচারকের ১০ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমি ও স্টেট জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা ছিল। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের ওই কর্মসূচিতে আগে ছাড়পত্র দিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকারের আইনমন্ত্রক। কিন্তু রবিবার সেই মন্ত্রকেরই উপসচিব আবুল হাসানাত এক বিবৃতিতে অনুমতি বাতিলের খবর জানান।

এই প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ইদানীংকালে বাংলাদেশের কিছু প্রাক্তন সেনা আধিকারিক কলকাতা দখলের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। প্রধান উপদেষ্টা এতদিন সেই বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। কিন্তু রবিবার বাংলাদেশের সেনাকে তাঁর ভোকাল টনিক দেওয়ার পিছনে যেন যুদ্ধ জিগিরের ইঙ্গিত। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের পাকিস্তানপ্রীতি বেড়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

ওপারে সামরিক মহড়া, উদ্বেগ সীমান্তে

নিউজ ব্যুরো

৫ জানুয়ারি : রাত বাড়লেই বাড়ছে গোলাগুলি, শেল ফাটার, বিস্ফোরণের শব্দ। এমন আওয়াজ কখনও শোনেননি সীমান্তবর্তী দুই দিনাজপুরের বাসিন্দারা।

হিলি সীমান্ত থেকে রাজবাড়ি ৫০ কিলোমিটার। সেখানেই এসেছিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস। আগের দিন ডুগডুগিতে ছিলেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকর উজ জামান। ডুগডুগি হিলি থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তৎপরতা ওইজন্য। কী কারণে এঁরা ভারত সীমান্তের এত কাছে এলেন, তা নিয়ে জোর চর্চা দুই দিনাজপুরে।

বালুরঘাটের শিয়ালা সীমান্তে প্রতিদিনই যান কৃষক সুরজিৎ বর্মন। তাঁর নিজের জমি রয়েছে জিরো পয়েন্টে। চাষের পাশাপাশি তিনি কথাও বলেন বাংলাদেশি কৃষকদের সঙ্গে। রবিবার দুপুরে ওদিক থেকে ফিরে তিনি অকপট, 'ক'দিন ধরে বাংলাদেশের দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে। আজ দুপুরে কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে কৃষিজমিতে জল দিতে গিয়েছিলাম। তখন বাংলাদেশি কৃষকদের সঙ্গে কথা হলে বুঝতে পারি, ওপারের জয়পুরহাটের চাঁদমারি সেনাক্যাম্পে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে মানুষদের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওপারের কৃষকরাও যুদ্ধ আতঙ্কে ভুগছেন।'

হিলি সীমান্তের বাসিন্দা অমিত সাহা বলেন, 'প্রতি বছর শীতে বাংলাদেশ থেকে সেনা মহড়ার শব্দ শোনা যেত। কিন্তু চলতি বছরের শব্দ অনেক বেশি জোরালো। এবছরের মহড়া সীমান্তের অনেক কাছে করা হচ্ছে।'

বাংলাদেশে দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের সীমান্তগুলিতে বিজিবি-কে সঙ্গে নিয়ে অস্থায়ী ক্যাম্পের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে সেনাবাহিনী। আর সেইসব ক্যাম্প থেকে সকাল হলেই ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ। শব্দের চোটে চিন্তায় ভারতীয় ভূখণ্ডের বাসিন্দারা। গত কয়েকদিন থেকে উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের মাকড়হাট, চৈনগর, মালন, কৈলাডাঙ্গি, সনগাঁও, মালদোখণ্ড বিওপি এলাকার সীমান্তবর্তী এলাকার থেকে শুরু করে হিলি সীমান্তের হাঁড়িপুকুর, হিন্দু মিশন ও আপ্তেড় গ্রাম বা বালুরঘাটের সীমান্ত গ্রামে মানুষের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের উত্তেজনা সীমান্তবাসীর মধ্যে আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী হিলি এলাকায় বাড়তি সুবিধা পেয়েছিল। সেই যুদ্ধের মডেলকে অনুসরণ করে ভারতের ওপর পালটা চাপ তৈরি করতে চিকেন নেক ও হিলি সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর মহড়ার কৌশল নিয়েছে বাংলাদেশ বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। তাঁরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মহড়াকে তাই সন্দেহের বাইরে রাখতে চাইছেন না।

পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদের সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্ধ্যা নামতেই বিজিবি-র গুলির আওয়াজ পাচ্ছেন এপারের বাসিন্দারা। চৈনগরের বাসিন্দা জয়প্রসাদ বর্মনে কথায়, 'মাঝেমধ্যেই বিজিবি-র গুলির আওয়াজে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। আতঙ্কে থাকতে হয় আমাদের। সারাদিন জমিতে কাজ করার পর বিজিবি-র গুলির আওয়াজে রাতে ঘুম ঠিকঠাক হয় না।'

মালন বর্ডারের বাসিন্দা অর্পিতা রায় বলেন, 'এই জেলায় বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী যে ক'টি গ্রাম রয়েছে প্রত্যেকটি গ্রামের সীমান্তবর্তী বাসিন্দারা গুলির আওয়াজ পাচ্ছেন।' *এরপর দশের পাতায়*

জীবন যেমন। হিলি সীমান্তে তোলা ছবি।

জোর চর্চা

- উত্তরবঙ্গের সীমান্তগুলিতে বিজিবি-কে সঙ্গে নিয়ে অস্থায়ী ক্যাম্পের সংখ্যা বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ সেনা
- হিলি সীমান্তে সম্প্রতি হাজির মুহাম্মদ ইউনূস ও বাংলাদেশের সেনাপ্রধান
- কী কারণে তাঁরা সীমান্তের এতটা কাছে তা নিয়ে জোর চর্চা

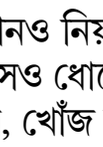

রঙের কোনও নিয়মেই বাঁধা গেল না শিলিগুড়ির টোটোচালকদের। কয়েক মাসও ধোপে টিকল না মেট্রোপলিটান পুলিশের নানা রঙের স্টিকার পরিকল্পনা, খোঁজ নিয়ে দেখা গেল পুলিশেরই আর গরজ নেই।

টোটোবিধি বেরং

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : শুধু উদ্যোগই নেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে কয়েক মাসও ধোপে টিকল না শহর শিলিগুড়ির টোটো পরিকল্পনা। রঙের বাঁধনে বাঁধা গেল না টোটোচালকদের। রুট তৈরি করে দেওয়ার পরেও শহরের সব প্রধান সড়কেই এখন নীল, হলুদ, সবুজ স্টিকারের টোটোর অবাধ যাতায়াত।

যানজট বাগে আনতেই কয়েকমাস আগে শহরের রাস্তায় টোটো চলাচলের রুট ভাগ করে দেওয়া হয়। তৈরি হয় চার রঙের স্টিকার। সেই স্টিকার লাগিয়ে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ঠিক করে দেওয়া হয় টোটো চলাচলের রুট। এখন আবার পুরোনো অবস্থাতেই যানজট নিয়ে টোটো ফিরে এসেছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের নির্দেশিকা মতো নীল রং-এর স্টিকারের টোটোচালকদের রুট ঠিক হয় সেবক রোড ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা, বিধান রোড ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা, ঘোগোমালি ও কাছারি রোড। হলুদ রং-এর স্টিকার লাগানো টোটোর রুট ঠিক হয় হিলকার্ট রোড এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। সবুজ রং-এর স্টিকারের টোটোর রুট বর্ধমান রোড ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। বেগুনি রং-এর স্টিকারের টোটোচালকদের রুট মাটিগাড়া, বাগডোগরা, দাগাপুর রোড এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলি।

হিলকার্ট রোডে নানা রংয়ের স্টিকার সাঁটা টোটো চলাচল করছে।

এসব নিয়ম এখন রয়েছে কাগজে-কলমে। বাস্তবে শহরজুড়ে দেখা গেল বিধান রোড দিয়ে চলছে সবুজ, হলুদ স্টিকারওয়ালা টোটো। হিলকার্ট রোডে অবাধে চলছে নীল টোটো, বর্ধমান রোড ও তার আশপাশের এলাকায় অবাধে চলছে হলুদ, নীল রং-এর টোটো। চালকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, পুলিশ আটকাচ্ছে না তাই তাঁরাও চলছেন।

হিলকার্ট রোডে টোটোচালক শংকর দাস বলেন, 'নীল স্টিকারওয়ালারা এই রুটে চলে আসছে, আমরা বললে কী হবে, পুলিশ তো কিছু বলছে না'। বর্ধমান রোডে টোটোচালক আশিস সরকার চলে এসেছিলেন হলুদ স্টিকারের টোটো নিয়ে। তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন 'পুলিশ আটকায়নি, অনেকেই তো আসছে।'

শুধু তাই নয়, এঁদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রধান সড়কে চলছে স্টিকারবিহীন টোটোগুলিও। তবে ডিসিপি ট্রাফিক বিশ্বচাঁদ ঠাকুর স্পষ্ট বলেছিলেন, 'স্টিকারবিহীন টোটোগুলি চলবে শহরের ভেতর দিয়ে, প্রধান সড়কে তাদের চলার কোনও অনুমতিই নেই।'

ট্রাফিক পুলিশের এই সমস্ত নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তাদের চোখের সামনেই অবাধে চলাচল করছেন টোটোচালকরা। নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ট্রাফিক পুলিশ।

একই অবস্থা দেখা গেল শহরের সমস্ত প্রধান সড়কেই। টোটোচালকদের এই মর্জিমতো চলাচলের জেরে আজও শহরের যানজট একই থেকে গেল। এখন টোটো চলাচল নিয়ে এত নিয়ম প্রবর্তন একেবারেই অর্থহীন বলে মনে করছেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

টোটোর রুট

- **নীল স্টিকার**: সেবক রোড, বিধান রোড ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা, ঘোগোমালি ও কাছারি রোড
- **হলুদ স্টিকার**: হিলকার্ট রোড এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা
- **সবুজ স্টিকার**: বর্ধমান রোড ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা
- **বেগুনি স্টিকার**: মাটিগাড়া, বাগডোগরা, দাগাপুর সহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা

এই বিষয়ে ট্রাফিক ডিসিপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলা হলে তিনি বলেন, 'আমরা আগেও বলেছিলাম স্টিকার লাগানো টোটোচালকরা যদি রুট মেনে না চলেন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখনও সেটাই বলছি। এছাড়াও স্টিকার ছাড়া টোটো প্রধান সড়কে চলতে দেখা গেলে আটক করার নির্দেশ রয়েছে।'

তবে প্রশ্ন উঠছে এত নিয়ম, এত আইন থাকলেও তা কার্যকর কেন হচ্ছে না। ঠিক কোথায় গলদ?

মাতাল তরুণীদের নিয়ে পুলিশ হিমসিম

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : রাতে টহল দেওয়ার সময় ভক্তিনগর থানার পুলিশকর্মীদের হঠাৎই চোখ পড়ে এক তরুণীর দিকে। মাথা ফাটিয়ে তিনি বসে রয়েছেন রাস্তার ধারে। কথা বলতে গিয়েই পুলিশকর্মীরা বুঝতে পারেন, ওই তরুণী মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন। ভ্যানে থাকা মহিলা পুলিশকর্মী এরপর বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওই তরুণীকে নিয়ে যান হাসপাতালে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর এবার এই তরুণী যাবেন কোথায়? তাঁর সঙ্গে কথা বলে ঠিকানা জেনে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেয় পুলিশ।

এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্যই সামনে আসছে। রাতে এলাকায় টহল দিতে গিয়ে, বিভিন্ন থানার পুলিশকর্মীদের এখন রাতে মাতাল তরুণীদের বাড়িও পৌঁছে দিতে হচ্ছে। তাঁদের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বোঝাতে গিয়েও নাজেহাল হচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'এটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ছে। তাই যখনই এরকম কোনও বিষয় দেখছি ওই মহিলা বা তরুণীকে আমরা বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

এখানেও সমস্যা রয়েছে। মাঝেমধ্যে ওই তরুণীরা এমনই পরিস্থিতিতে থাকছেন যে, কথা বলার মতো পরিস্থিতিও থাকছে না। এই অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা ছাড়াও কোনও উপায় থাকছে না। তবে সেখানেও হচ্ছে বিপত্তি। নেশা কাটতেই ওই তরুণীরা হাসপাতাল থেকে বের হতে চাইছেন, তখন পুলিশকর্মীদের ছুটে গিয়ে আবার ছাড়িয়েও আনতে হচ্ছে।

শুক্রবার এ ব্যাপারেই কথা হচ্ছিল এক পুলিশকর্তার সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, 'শনিবার রাতেই শালুগাড়ায় মদ্যপ অবস্থায় এক তরুণী পড়ে গিয়ে মাথা ফাটান। বাড়ির ঠিকানাও বলতে পারছিলেন না। সুরক্ষার স্বার্থে আমরা হাসপাতালে ভর্তি করাই। কিন্তু এখন হাসপাতাল থেকে ফোন করছে। আমাদের পুলিশকর্মীরা গিয়ে এখন ওকে ছাড়াবেন।' *এরপর দশের পাতায়*

পূর্ণাঙ্গ জেলা হবে, আশায় ইসলামপুর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৫ জানুয়ারি : আশায় বাঁচে চাষা। আপাতত এই প্রবাদে ভরসা রাখছেন ইসলামপুরবাসী। নেতাদের 'ইগো', রাজ্য সরকারের অনীহা নিয়ে হতাশা থাকলেও মহকুমার আমজনতা জেলার দাবি জিইয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। তাঁরা একসুরে বলছেন, 'পুলিশ জেলা যখন হয়েছে, তখন একদিন না একদিন পূর্ণাঙ্গ জেলার মর্যাদা পাবে ইসলামপুর।'

দাবি একটাই, 'জেলা চাই'।

পুলিশ জেলা হতে পারলে প্রশাসনিক জেলা কেন নয়, আছে এমন যুক্তিও। জেলার দাবিতে একসময় পদযাত্রায় পায়ের নখ উঠে গিয়েছিল আন্দোলনকারীদের। আবারও সেই দাবি উঠছে সমস্বরে। আছে রাজনীতির অঙ্কও।

আজ দ্বিতীয় কিস্তি

তবে, আমজনতা চাইলেই তো আর সবটা হয়ে যায় না। চাই জোরদার আন্দোলন। প্রয়োজন সকলকে একসূত্রে গাঁথার। তাই অনেকে চাইছে, জেলার দাবিতে যে সংগঠনগুলো আন্দোলন করে আসছে, তারা এক ছাতার তলায় আসুক। এদিকে, প্রকাশ্যে ঢাক না পেটালেও অনেকের হাবভাবে এটা স্পষ্ট, ইসলামপুর জেলা হোক এটা সকলেরই চাওয়া। তবে কি শাসকদলের 'চক্ষুশূল' হওয়ার ভয়ে তাঁরা এখনও রাস্তায় নামছেন না? প্রশ্নটা দিন-দিন জোরালো হচ্ছে।

ইসলামপুর শহরের ব্যবসায়ী সুজিত দে বলছিলেন, 'আমরা বরাবরই বঞ্চিতের তালিকায়। জেলা হওয়া অত্যন্ত জরুরি। শুধু সরকারকে দোষ দিয়েই বা কী লাভ? নাগরিক সমাজও তো মাঠে নামতে উদাসীন। *এরপর দশের পাতায়*

'সুগার ফ্রি' ধানে আশা জাগাচ্ছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ জানুয়ারি : ডায়াবিটিস হলে চিকিৎসকরা ভাত থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। কিন্তু বাঙালির কি আর ভাত ছাড়া চলে? ডায়াবিটিস যতই 'সাইলেন্ট কিলার' হোক না কেন, ভাত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা কষ্টকর বটে। কিন্তু যদি এমনটা হয় যে ডায়াবিটিস রোগীদের পাতেও নিয়মিত ভাত পড়ছে? কেমন হত যদি বিস্কুটের মতো ভাতও হয় সুগার ফ্রি? অসম্ভব ঠেকছে কি? পুণ্ডিবাড়িতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এমনই 'সুগার ফ্রি ধান' নিয়ে গবেষণা করছে। কৃষিবিজ্ঞানী এবং পড়ুয়ারা ইতিমধ্যেই নিজেদের ক্যাম্পাসে সফলভাবে এক বিঘা জমিতে সুগার ফ্রি ধান চাষ করে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, শুধু গবেষণা নয়, পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকজন চাষিকে বীজ দেওয়া হয়েছে। ঠিক কীভাবে হচ্ছে এই সুগার ফ্রি ধান চাষ? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অশোক সাহা বললেন, 'প্রথমে আমরা কয়েকজন চাষিকে এই ধানের বীজ দিচ্ছি। তাঁরা চাষ করছেন। ধীরে ধীরে এটা বাণিজ্যিকভাবে চাষের দিকে এগোলে চাষিরা যেমন লাভবান হবেন, তেমনই ডায়াবিটিস রোগীরা চিন্তামুক্ত হয়ে ভাত খাওয়ার সুযোগ পাবেন।' সুগার ফ্রি ধানের ফলন কেমন? তিনি জানালেন, অন্য ধানের তুলনায় কম। তবে তাঁরা ফলন বাড়ানোর জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কবে থেকে চলছে গবেষণা? বিজ্ঞানীরা জানান, তেলেঙ্গানার একটি সংস্থার সহযোগিতায় ২০২১ সাল থেকে গবেষণা চলছে। 'তেলেঙ্গানা সোনা' প্রজাতির এই ধান বর্ষাকালে সবচেয়ে ভালো হয়। গবেষকরা জানাচ্ছেন, কোনও খাবারে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৫৫-র কম থাকলে সেটি সুগার ফ্রি বলা যায়। খোলাবাজারে যে চাল বিক্রি হয় তার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৭০-এর ওপর। তবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধানে সেই ইনডেক্স ৫২.৫। ফলে এই ধান থেকে উৎপন্ন চালের ভাত খেলে ডায়াবিটিস রোগীদের কোনও সমস্যা হবে না বলেই দাবি গবেষকদের।

খাওয়ার পর সেখানে থাকা কার্বোহাইড্রেট গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে রক্তে মিশে যাওয়া ক্ষতিকারক। যে খাবারে গ্লুকোজ তৈরির প্রবণতা যত বেশি, সেই খাবার থেকে ডায়াবিটিস রোগীদের তত বেশি দূরে থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। বর্তমানে খোলাবাজারে যে চাল বিক্রি হয়, সেগুলি বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত, পালিশ করা। তাই চালের ওপরের দিকে থাকা ফাইবার ও ভিটামিনের পরিমাণ কমে গেলেও মাঝখানের অংশে থাকা কার্বোহাইড্রেট একই পরিমাণে থাকে। সেই কার্বোহাইড্রেট থেকে গ্লুকোজ তৈরির প্রবণতা বেড়ে যায়।

কোচবিহারের প্রবীণ বাসিন্দা বিমল ভট্টাচার্য বহু বছর ধরে ডায়াবিটিসের রোগী। তিনি বলেন, 'চিকিৎসক ভাত খেতে বারণ করেছেন। খেলেও একেবারেই কম।' যদি সুগার ফ্রি চাল পাওয়া যায়? তাঁর কথায়, 'তাহলে তো বেশ ভালো হবে। আবার ভাত খেতে পারব।'

সাধারণত এক বিঘা জমিতে সাড়ে ছয় থেকে আট কুইন্টাল ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সুগার ফ্রি ধানের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় চার-পাঁচ কুইন্টাল। সুগার ফ্রি ধান চাষে প্রয়োজন জৈব সার। ফলে খোলাবাজারে এই চাল বেশি দামে বিক্রি করতে হবে চাষিদের। দাম যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেজন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা আপাতত ফলন বাড়ানোর বিষয়টিতেই মনোনিবেশ করেছেন।

আশার আলো।। *সফল পরীক্ষামূলক চাষ উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছবি : জয়দেব দাস*

বিনামূল্যে পোশাক বেছে নেন দুঃস্থরা

মন ভালো করা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : রাস্তার ওপর রাখা একটি টেবিল। তাতে রয়েছে অনেকগুলো পুরোনো জামাকাপড়। একটি ব্যানারে লেখা রয়েছে 'প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে যে কেউ এই জামাকাপড় বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারবেন।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ার পালপাড়া মোড়ের সামনে জগদীশচন্দ্র বসু রোড এলাকায় নজরে আসবে জামাকাপড় রাখা এই টেবিলটি। টেবিলের আশপাশে কেউ না থাকায় অনেকেই স্বচ্ছন্দে পছন্দমতো জামাকাপড় তুলে নিচ্ছেন। কেউ ছেলের জন্য, কেউ বা নাতনির জন্য আবার কেউ নিজের জন্যই। সপ্তাহে একদিন, শুধু রবিবারেই দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত এই পরিষেবা জারি থাকে।

এই মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে শিলিগুড়ি শহরের প্রবীণ নাগরিকদের একটি সংগঠন 'মানবিক মুখ'। এভাবেই প্রায় দু'মাস ধরে এই কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন সংগঠনের সদস্যরা।

সংগঠনের তরফে রথীন পাল বলেন, 'আমাদের সংগঠনে ৫৫ থেকে ৮৫ বয়সের নাগরিকরা রয়েছেন। আমাদের সংগঠনের সদস্য বা তাঁদের পরিচিত মানুষদের কাছ থেকে পুরোনো কিন্তু ব্যবহারের যোগ্য জামাকাপড় সংগ্রহ করি। এরপর সেগুলো রবিবার করে এই জায়গায় টেবিলে রেখে দিই।' তাঁর আরও সংযোজন, সেখানে তাঁরা নিজেরা কেউ উপস্থিত থাকেন না। কারণ এতে মানুষ বিব্রত বোধ করতে পারেন। দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক তাঁরা গড়তে চান না। মানুষের একটু উপকার হোক শুধু সেটুকুই তাঁরা চান বলে জানিয়েছেন।

আদপেই তাঁদের এই কাজ তাঁরা আড়ালেই সারছেন এটা বোঝা গেল তখন যখন ওই জামাকাপড়ের টেবিল দেখে আশপাশের দোকানে খোঁজ নেওয়া হলেও এই টেবিল কারা রেখে গেল বলতে পারছিলেন না তাঁরাও।

জামাকাপড়ের টেবিল থেকে জামা তুলে নিচ্ছিলেন এক বৃদ্ধা। তাঁর কথায়, 'খুব ভালো কাজ। একটা জ্যাকেট নিলাম। ভাবতে পারিনি এভাবে রাস্তায় একটা জ্যাকেট পেয়ে যাব। এই শীতে খুব কাজে লাগবে আমার ছেলের।'

এই কাজের পাশাপাশি আরও নানা সমাজসেবামূলক কাজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সৃজনশীল কাজ করে থাকেন এই সংগঠনের বিজন ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিল বিশ্বাস, শ্রীপদ দাস সহ অন্যরা।

সংগঠনের আরেক সদস্য রথীন পালের কথায়, 'আমাদের একটি ছোট ক্লাব আছে যেখানে আমরা সকলে আড্ডা দিই। সংগঠনের সদস্যরা ছাড়াও শহরের আরও অনেক প্রবীণও আসেন আমাদের ক্লাবে আড্ডা দিতে। আমরা আমাদের সাধ্যমতো মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।'

দাতারা কেউ থাকেন না। টেবিলে থাকে পোশাক। শিলিগুড়ির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে।

ফের খুলছে মাধ্যমিকে রেজিস্ট্রেশনের পোর্টাল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ জানুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার জন্য অনলাইনে ফর্ম পূরণের সময়সীমা ৩ জানুয়ারি শেষ হয়েছে। কিন্তু অনেকের অভিযোগ, বিভিন্ন কারণে তারা ফর্ম পূরণ করতে পারেনি। সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই পড়ুয়াদের সমস্যার কথা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদে জানায়। তারপরেই ফর্ম পূরণের পোর্টাল শেষ দফার জন্য সিঙ্গল উইন্ডো পদ্ধতিতে খুলতে চলেছে। পর্ষদ জানিয়েছে ৬ জানুয়ারি সকাল ১১টা থেকে ৭ জানুয়ারি সকাল ১১টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের পোর্টাল খোলা থাকবে।

পর্ষদের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওই ২৪ ঘণ্টা ছাড়া আর নতুন করে এই সুযোগ দেওয়া হবে না। স্কুলগুলিকে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিশেষ দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি অঞ্জন দাস বলেন, 'মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্ষদ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক একজনও যাতে বঞ্চিত না হয় সেটাই নিশ্চিত করা হচ্ছে।'

প্রাথমিকভাবে এবারের মাধ্যমিকের ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ ছিল ১৮ ডিসেম্বর। পরে দ্বিতীয় দফায় বাড়িয়ে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত করা হয়। অধিকাংশ পড়ুয়া ফর্ম পূরণ করে ফেললেও কিছু পড়ুয়া করতে পারেনি বলে পর্ষদের কাছে রিপোর্ট যায়। শেষ দফার জন্য ওই পোর্টাল খোলা হল। এবারের মাধ্যমিক শুরু হচ্ছে ১০ ফেব্রুয়ারি। ৩০ জানুয়ারি পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড দেওয়ার কথা। শেষ দফায় স্কুলগুলি যাদের ফর্ম পূরণ করবে তাদের এনরোলমেন্ট রিপোর্ট ও নথিপত্রের হার্ড কপি পর্ষদের আঞ্চলিক অফিসগুলিতে দ্রুত জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

আজ টিভিতে

ফুলকি সন্ধে ৭.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ পরিবার, দুপুর ১.০০ কর্তব্য, বিকেল ৪.০০ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.৩০ তুলকালাম, রাত ১০.৩০ কুরুক্ষেত্র

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বিরোধ, দুপুর ২.৩০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, বিকেল ৫.৩০ বর কনে, রাত ৯.৩০ পুত্রবধূ, ১২.০০ বিসর্জন

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.২৫ গুরু, সন্ধে ৭.৪৫ অন্ধ বিচার, রাত ১০.৫০ বিধাতার লেখা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রেম আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সমাধান

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৩২ ক্রু, ২.৪৯ রোডসাইড রাউডি, বিকেল ৫.৩০ রাবণাসুরা, রাত ৮.০০ স্কন্দ, ১১.২২ রাক্ষসী

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩১ ওরু পেরু ভৈরাভাকোনা, দুপুর ২.১৩ বিম্বিসারা, বিকেল ৫.০১ ঘোস্ট, সন্ধে ৭.৩০ পুলিশগিরি, রাত ১০.০৯ কুগল কুটাপ্পা

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.২৯ বেটা, বিকেল ৩.১৮ না স্বামী রঙ্গা, ৫.৩৫ মর মিটেঙ্গে-টু, সন্ধে ৭.৫৯ হারম হারা : দ্য রিভোল্ট, রাত ১০.১৯ দিলওয়ালে

স্টার মুভিজ : বেলা ১১.১৫ দ্য লায়ন কিং, দুপুর ১.১০ আলাদিন, বিকেল ৩.১৫ দ্য ইনক্রেডিবলস, ৫.০০ ব্ল্যাক প্যান্থার, সন্ধে ৭.১৫ গডজিলা ভার্সাস কং : দ্য নিউ এম্পায়ার, রাত ৯.০০ জাঙ্গল ক্রুজ, ১১.০০ বেওউলফ

প্রেম আমার বিকেল ৪.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

বেটা দুপুর ১২.২৯ **কালার্স সিনেপ্লেক্স**

আলাদিন দুপুর ১.১০ **স্টার মুভিজ**

শুভবিবাহ রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় অর্থাগম হলেও অন্য কারণে ব্যয় হবে প্রচুর। সন্তানের মেধার বিকাশ লক্ষ করে তৃপ্তি। বৃষ : সামান্য কথার জেরে বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মিথুন : অহেতুক কাউকে উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। সংগীতে সাফল্য মিলবে। বাবার সঙ্গে মতানৈক্য। কর্কট : কারও সুপরামর্শে আইনি সুবিধা পাবেন। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। সিংহ : মানসিক চাপ থাকবে। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। দাম্পত্যের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। কন্যা : হৃদরোগীরা আজ সামান্যতম সমস্যাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে খ্যাতি বৃদ্ধি হবে। তুলা : অহেতুক অর্থব্যয়। অতি আবেগ ত্যাগ করুন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান হবে। বৃশ্চিক : শত্রুকে পরাস্ত করে তৃপ্তি। স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে কথা কাটাকাটি। ধনু : বাবার পরামর্শ নিয়ে ব্যবসার জটিলতা কাটাতে পারবেন। কন্যার প্রতিভার স্বীকৃতি মেলায় তৃপ্তি। মকর : আজ মেজাজ হারাবেন না। কোনও স্বপ্নপূরণ। কুম্ভ : পুরোনো কোনও সম্পদ ক্রয় করে লাভবান হবেন। বাড়ি সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। মীন : ক্রীড়া ও অভিনয় জগতের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পেতে পারেন। দাঁতের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২১ পৌষ, ১৪৩১, ভাঃ ১৬ পৌষ, ৬ জানুয়ারি, ২০২৫, ২১ পুহ, সংবৎ ৭ পৌষ সুদি, ৫ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৪, অঃ ৫।৩। সোমবার, সপ্তমী রাত্রি ৬।৪৩। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৭।৫৬। পরিঘযোগ রাত্রি ৩।১০। গরকরণ দিবা ৭।৫০ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৬।৪৩ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৫।৩৩ গতে ববকরণ। জন্মে-মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৭।৫৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৬।৪৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী-বায়ুকোণে, রাত্রি ৬।৪৩ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।৪৪ গতে ৯।৪ মধ্যে ও ২।২৩ গতে ৩।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৩ গতে ১১।৪৪ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ৩।৭ গতে যাত্রা নাই, দিবা ৩।৪৩ গতে পুনঃযাত্রা শুভ পূর্বে বায়ুকোণে ও নৈর্ঋতে নিষেধ, রাত্রি ৬।৪৩ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৭।৫৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৬।৪৩ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের জন্মদিন ও জাদু সম্রাট পিসি সরকারের প্রয়াণ দিবস। গুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্মতিথি। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১০।৪৩ গতে ১২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩ গতে ৮।৪২ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ২।৫২ মধ্যে।

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, বয়স=25-40 পুরুষ বা মহিলা অতি সত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M : 8016140555. (C/114407)

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : M-9647610774. (C/114312)

●

একজন কর্মদক্ষ, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য মহিলা কর্মী চাই, বয়স ২৫-৩৫ এর মধ্যে হতে হবে, একজন মাত্র বিশিষ্ট সুস্থ ব্যক্তির, সর্বসময়ের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য (রান্না বাদে), মাসিক বেতন- ১৫ হাজার, সত্বর যোগাযোগ- 9002004418- এই মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ফোটো এবং বায়োডাটা পাঠাতে হবে, কর্মস্থান শিলিগুড়ি, সেভক রোড।

অ্যাফিডেভিট

By affidavit at Alipurduar E.M Court on 28.11.2024, my name has been rectified from Shipra Sarkar Majumdar & Shipra Sarkar to Sipra Sarkar Majumdar. Shipra Sarkar Majumdar, Shipra Sarkar & Sipra Sarkar Majumdar is one and same identical person. (C/113740)

অ্যাফিডেভিট

I Md Irbaz Ahmad, son of Masroor Alam, resident of D3, Mainak 2 Rashmani Road, Champasari, Siliguri, P.O. and P.S. Pradhan Nagar, District- Darjeeling, Pin-734003, West Bengal declare that my name is 'Md Irbaz' that must be considered as given name in passport and surname is 'Ahmad' vide affidavit 99AB 463515 dated 03.01.2025 sworn before Notary Kanchan Bhadra, Siliguri and from now and onwards I shall be called as Md Irbaz Ahmad. (C/114313)

●

আমি Md Irbaz Ahmad, Masroor Alam-এর পুত্র, D3 মৈনাক 2 রাসমণি রোড, চম্পাসারি, শিলিগুড়ি, পোস্ট এবং থানা - প্রধাননগর, জেলা- দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪০০৩, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ঘোষণা করছি যে, আমার নাম 'Md Irbaz' যেটি পাসপোর্টে নামের স্থানে গণ্য করা হবে এবং পদবি 'Ahmad' যেটি দ্রষ্টব্য অ্যাফিডেভিট 99 AB 463515 তারিখ 03.01.2025-এ নোটারি কাঞ্চন ভদ্র শিলিগুড়ির কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা এখন থেকে আমি 'Md Irbaz Ahmad' নামে অভিহিত হব। (C/114313)

e-Tender Notice

DDP/N-35/2024-25

e-Tenders for 11(Eleven) no. of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-35/2024-25 is 21.01.2025 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur
Zilla Parishad

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

SINCE 1963 ORIENT GROUP

ওরিয়েন্ট জুয়েলার্সের আন্তরিক ধন্যবাদ

ORIENT JEWELLERS Trust of Hallmark

আমাদের বড়ো দিনের বড়ো উপহার অফার-এ অংশগ্রহণ করে এই উদ্যোগকে বিপুল সফলতা দেওয়ার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। সমস্ত বিজয়ীদের অভিনন্দন, বিশেষত মেগা প্রাইজ বিজয়ীকে, যাঁর আনন্দের মুহূর্ত আমরা সকলের সঙ্গে ভাগ করতে পেরে গর্বিত। আপনাদের ভালোবাসা আমাদের পথচলার প্রেরণা। আরও চমকপ্রদ অফারের জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন।

ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স, সোনায় থাকুক সংসার

রঘুনাথগঞ্জ

MEGA PRIZE

Customer Care: +91 83730 99950 Corporate Enquiry: +91 83730 99833 www.orientjewellers.in

MURSHIDABAD - BELDANGA College Para Road, Near Panchraha More 8373099944 - RAGHUNATHGANJ Makenjee Park Maidan Road, 83730 99927 - DHULIYAN Kanchantala, Hospital More, Beside Bazar Kolkata 83730 99992 | MALDA - KALIACHAK Thana Road, Opposite Of Kaliachak High School 83730 99912 - SUJAPUR Sujapur Bazar, Beside Of Cosmo Bazar 83730 99916 - GAZOLE Thana Road, Opposite Of Shyam Sukhi Balika Sikhsha Niketan 8373099915 | DAKSHIN DINAJPUR - BALURGHAT Mangalpur, Hili More, Opposite Of Reliance Trends 83730 99953 | UTTAR DINAJPUR - KALIYAGANJ Vivekananda Complex, Ground Floor, Vivekananda More 83730 99903 - RAIGANJ Thana Road, Ukilpara 83730 99964 - RAIGANJ (GRAND) PRM City Mall, N.S Road,Opposite Of HDFC Bank, 83730 99906 - ISLAMPUR N.S Road, Bandhan Bank Building 83730 99965 | DARJEELING - SILIGURI Shelcon Plaza Building, Sevoke Road, Siliguri 83730 99952 JALPAIGURI - MALBAZAR Ramkrishna Colony, Opposite Of Reliance Trends 83730 99904 - JALPAIGURI Rupasree Golden Complex, Ground Floor, D.B.C Road 83730 99922 DHUPGURI Ghosh Para More, Near Hero Showroom 83730 99960 | ALIPURDUAR - FALAKATA Subhas Pally More, Kunjanagar Road 83730 99985 - ALIPURDUAR New Town, Near Madhab More 83730 99943

কাওয়াখালিতে নতুন খ্রিস্টান সমাধিস্থল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : রাজ্যের তরফে জমি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিকাঠামো উন্নয়নের সময় একাধিকবার স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বাধা দেওয়ায় কাজ আটকে গিয়েছিল। অবশেষে প্রশাসনের সহযোগিতায় সমস্ত বাধা কাটিয়ে কাওয়াখালিতে রবিবার উদ্বোধন হল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সমাধিস্থল।

বছর সাতেক আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমি চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন খ্রিস্টানরা। এরপর রাজ্যের তরফে মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাওয়াখালিতে বিধানপল্লির গাইসাল শ্মশানের পাশে সমাধিস্থল তৈরির জন্য সাড়ে তিন একর জায়গা দেওয়া হয়। সেখানে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। এদিন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সমাধিস্থল উদ্বোধন করেছেন।

শিলিগুড়ি পুরনিগম ও মহকুমা এলাকায় কিছু সমাধিস্থল রয়েছে। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জায়গা সংকুলান হচ্ছিল না। শিলিগুড়ি ইনাইটেড খ্রিস্টান ফোরামের সহ সভাপতি কৌস্তব দত্তের কথায়, 'পুরনিগম ও মহকুমা এলাকা মিলিয়ে বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। কয়েকটি সমাধিস্থল অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সেখানে আর জায়গা নেই। মাটি খুঁড়তে গেলেই দেহ বেরিয়ে আসে। এই জায়গাটা হওয়াতে সকলের সুবিধা হবে।'

জমি দেওয়ার পাশাপাশি সেসময় মুখ্যমন্ত্রীকে পরিকাঠামো উন্নয়নের আর্জি জানানো হয়েছিল। এরপর রাজ্যের তরফে মহকুমা পরিষদের মাধ্যমে ওই জায়গায় প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে সীমানা প্রাচীর, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। পাকা হয় রাস্তা। ইতিমধ্যে সেখানে বিদ্যুতের জন্য আবেদন জানানোর পাশাপাশি নজরদারির জন্য কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে। আগামীতে সিসিটিভি বসানো হবে। এদিন উদ্বোধনে এসে অরুণ জানিয়েছেন, 'সমাধিস্থলের চারপাশে গাছ লাগানো হবে। সভাধিপতি বলেন, 'পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যে আমাদের আধিকারিকরা বারবার এখানে এসেছেন। গোটা জায়গাটি রং করা হয়েছে। আগামীতে পরিকাঠামো উন্নয়নে আমরা সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করব।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবন যেমন।। ইসলামপুরের ধনতলায় ছবিটি তুলেছেন কৌশিক পাল।

নেপথ্যে সাহুডাঙ্গির ব্যবসায়ীরা

দখলদারির জেরে যানজট

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : শহর শিলিগুড়ির মূল অংশগুলির মতো সাহুডাঙ্গিতেও একই অবস্থা। বিগত কয়েক বছরে এখানে জনবসতি অনেকটাই বেড়েছে। শিলিগুড়ি-আমবাড়ি যাওয়ার এই রাস্তায় যানবাহন চলাচলও কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। পাল্লা দিয়ে যানজটও। এর পিছনে রাস্তা দখল ও একশ্রেণির ব্যবসায়ীর ফুটপাথ দখলকেই দায়ী করা হচ্ছে। বিষয়টি আঁচ করে প্রশাসন কয়েক মাস আগে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিল। সেই সময় ব্যবসায়ীরা রাস্তার ওপর থাকা বেশ কয়েকটি দোকান সরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু ফের নতুন করে সাহুডাঙ্গি বাজার এলাকায় দখলদারি শুরু হওয়ায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

গোরা মোড়ের দিক থেকে সাহুডাঙ্গির রামকৃষ্ণ মিশনের গেটের দিকে বাঁক নিতেই এক জায়গায় রাস্তার জায়গা দখল করে দোকান তৈরি করছেন। পাঘালুপাড়ার একজনের দিকে অভিযোগের তির। সাহুডাঙ্গি বাজারের বেশ কিছু ব্যবসায়ী রাস্তার জায়গা ও ফুটপাথ দখল করেছেন বলে অভিযোগ। গোরা মোড়ের দিক থেকে সাহুডাঙ্গি পৌঁছালে এক জায়গায় একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় দেখা যায়। প্রতীক্ষালয়ের সামনে যাত্রীদের দেখা না মিললেও অস্থায়ী বহু ব্যবসায়ী রয়েছেন। আশ্রমের একটি রাস্তা সাহুডাঙ্গি হাট পিকে রায় হাইস্কুলের দিকে চলে গিয়েছে। ওই রাস্তায় মিশনের দেওয়াল ঘেঁষে রাস্তা দখল করে অনেকগুলি দোকান তৈরি হয়েছে। কিছুদিন আগে সেই এলাকায় প্রশাসন কয়েকটি দোকান ভেঙে দেয়। যদিও এখনও ১২-১৫টি দোকান বহালতবিয়তে রয়ে গিয়েছে।

উদাসীন নেতা

- শিলিগুড়ি-আমবাড়ি যাওয়ার এই রাস্তায় যানবাহন চলাচল কয়েকগুণ বেড়েছে
- পাল্লা দিয়ে বেড়েছে যানজটও, একশ্রেণির ব্যবসায়ীর ফুটপাথ দখলদারিই দায়ী
- এই দখলদারি মেটানো গেলে যানজট সমস্যা মিটবে বলে দাবি বাসিন্দাদের
- সমস্যা মেটানোর বিষয়ে জনপ্রতিনিধিরা উদাসীন বলে অভিযোগ

অবৈধ এই দখলদারি সরানো গেলে রাস্তায় যানজট কমবে বলেই স্থানীয় বাসিন্দা রতন বর্মনের মতো অনেকের ধারণা। রতনের কথায়, 'ইদানীং এলাকায় মাঝেমধ্যেই যানজট হচ্ছে। সপ্তাহের শনিবার এবং মঙ্গলবার সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। কারণ সেদিন বাজারে হাট বসে। অবৈধ দখলদারি সরালে রাস্তা অনেকটাই চওড়া হবে।'

তবে এনিয়ে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগে ফুলবাড়ি-১ এবং বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেকে সরব। তাঁরা সময়মতো ব্যবস্থা নিলে কোনও সমস্যাই হত না বলে অনেকের দাবি। ঘটনার বিষয় জানতে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির আরতি রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ প্রসঙ্গে কার্যত কিছুই করার নেই বলে স্বীকার করেছেন। পাশাপাশি, সমস্যা মেটাতে প্রশাসনের কোনও স্তরে জানিয়ে ব্যবস্থা নিতেও বলেননি বলে তিনি জানিয়েছেন। ঘটনাস্থল দেখে এসে ব্যবস্থা নেবেন বলে তাঁর স্বামী জগদীশ রায় অবশ্য আশ্বাস দেন। ঘটনা প্রসঙ্গে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়তের প্রধান সমিজুদ্দিন আহমেদের প্রতিক্রিয়া, 'এমন ঘটনা ঘটছে বলে কয়েকদিন আগেই অভিযোগ পেয়েছি। এ বিষয়ে পূর্ত দপ্তরকে জানানো হয়েছে। সোমবার দপ্তরের কর্মীদের সহযোগিতায় অবৈধ নির্মাণ সরানোর কাজে নামা হবে।'

২১ থেকে সৃষ্টিশ্রীমেলা

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : প্রথমবার স্থানীয় স্তরে সৃষ্টিশ্রীমেলা আয়োজন করতে চলেছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। এতদিন জেলা স্তরে সরসমেলা হয়েছে। এবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী যাতে আরও মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেজন্য স্থানীয় স্তরে এই মেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ২১ থেকে ২৭ জানুয়ারি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে এই মেলা হবে। ২৩টি জেলার ৬৫টি স্টলে হস্তশিল্পের সামগ্রী মিলবে এখানে। এছাড়াও সেখানে ১৪টি খাবারের স্টল থাকবে। মেলার মার্কেটিং অধিকর্তা রত্নেশ সিনহা জানিয়েছেন, দুপুর ১২টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত মেলা চলবে।

বাইসনের মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : মিরিক পুরসভা এলাকায় একটি বাইসনের মৃত্যু হল। কিছুদিন যাবৎ মিরিকের বিভিন্ন এলাকায় বাইসনটি ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছিল। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে কোনওভাবে বাইসনটি পাথরের ওপর পড়ে গিয়ে আঘাত পায়। পরে বনকর্মীরা খবর পেয়ে রবিবার সেটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা সফল হননি। সেখানেই বাইসনটির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ জানতে বন দপ্তরের তরফে সোমবার ময়নাতদন্ত করা হবে।

সম্মেলন

নকশালবাড়ি, ৫ জানুয়ারি : হাতিঘিসায় সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। রবিবার সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে এই সম্মেলন বসে। হাতিঘিসায় মোট ১৫ জনকে নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। হাতিঘিসা এরিয়া কমিটির নতুন সম্পাদক তুফান মল্লিক। এর আগে মাধব সরকার ছিলেন। মাধব সরকারকে এরিয়া কমিটি থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। এদিনের এই সম্মেলনে সিটুর দার্জিলিং জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ ও সারা ভারত কৃষকসভার দার্জিলিং জেলার সম্পাদক ঝরেন রায় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আটক ট্র্যাক্টর

খড়িবাড়ি, ৫ জানুয়ারি : খড়িবাড়ি ব্লকের ডুমুরিয়া নদীর লিজবিহীন ঘাটে বালি চুরি ঠেকাতে রবিবার সকালে অভিযান চালাল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। অভিযান চলাকালীন ফুলবাড়ি চা বাগানের আম্বা লাইন এলাকায় একটি বালিবোঝাই নম্বরবিহীন ট্র্যাক্টর আটক করা হয়। পুলিশকে আসতে দেখে চম্পট দেয় চালক, শ্রমিকরা। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানালেন, বেআইনিভাবে বালি তোলার অভিযোগে ট্র্যাক্টরটি আটক করা হয়েছে। ট্র্যাক্টর মালিকের খোঁজ চলছে।

দলের থেকে পদ প্রাধান্য পেয়েছে

কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে, তারপর বিজেপি ঘুরে আবার ঘাসফুল শিবিরে। শিলিগুড়ির গ্রামীণ এলাকায় এতবার দলবদল করেছেন খুব কম নেতাই। প্রণবেশ মণ্ডল 'মানুষের জন্য কাজ' করতে এতবার দল বদলালেও ঠিক কী কী কাজ করেছেন, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। লিখলেন সৌরভ রায়।

দলবদলু নেতা

ফাঁসিদেওয়া, ৫ জানুয়ারি : রাজনৈতিক দলের চেয়েও পদই সবচেয়ে প্রিয় তাঁর কাছে। পদ পেতে এযাবৎ রাজনৈতিক কেরিয়ারে চারবার দলবদল করে ফেলেছেন প্রণবেশ মণ্ডল ওরফে আপলু। শিলিগুড়ির গ্রামীণ এলাকায় এতবার দলবদল করে রীতিমতো 'রেকর্ড' গড়ে ফেলেছেন তিনি। প্রণবেশ এখন তৃণমূলের টিকিটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ। যদিও বর্তমানে জনপ্রিয়তা হারিয়ে এখন দলের মধ্যেই কার্যত একঘরে হয়ে গিয়েছেন প্রণবেশ।

২০০৯ সালে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়ে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হন প্রণবেশ। সভাপতি থাকাকালীন ২০১৩ সালে বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব আনে। এরপর সে বছরই কাজল ঘোষের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন প্রণবেশ।

২০১৫ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহকুমা পরিষদ থেকে ভোটে লড়ার জন্য টিকিট পেতে ফের অন্য দলে যোগাযোগ করেছিলেন তিনি। কিন্তু লাভ না হওয়ায় শেষে তৃণমূলের টিকিটে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে লড়াই করে হেরে যান।

তারপর চার বছর শাসকদলেই ছিলেন প্রণবেশ। ২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দেন। প্রণবেশের কথায়, 'দলে থেকে মানুষের কাজ করতে পারছিলাম না। দলের কয়েকজনের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। তাই আমি নয় মাসের জন্য বিজেপিতে যাই। পরে আমায় কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৃণমূলে ফেরানো হয়।'

প্রণবেশ মণ্ডল

তিনি নয় মাস বিজেপিতে ছিলেন বলে দাবি করলেও বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, প্রণবেশ ফের শাসকদলে ফিরেছিলেন ২০২২ সালে। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত শাসকদলের সঙ্গেই রয়েছেন তিনি। তবে ইদানীং দলীয় কর্মসূচিতে তাঁকে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'এখনও আমি কাজ করতে পারছি না। দলের নেতারা আমাকে কাজ করার সুযোগ দিচ্ছেন না।'

কাজ করার সুযোগ না দেওয়ার অভিযোগ তুলে প্রণবেশ এখনও অবধি চারবার ঘুরে ফেলেছেন তিন দলে। এতদিন এত দলে ঘুরে কী কী উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তিনি? প্রণবেশের দাবি, 'অনেক বড় বড় কাজ করেছি। কতগুলো আর বলব।' ঘোষপুকুর কলেজ, ফাঁসিদেওয়া মডেল স্কুল, মিলনপল্লি ও ডাঙ্গাপাড়ায় দুটি পাকা রাস্তা নির্মাণ সহ আরও অনেক কাজ করেছেন বলে দাবি করেন প্রণবেশ।

২০২৪ সালে মার্চ মাস নাগাদ প্রণবেশ ঘাসফুল ছেড়ে পদ্ম শিবিরে নাম লেখাতে পারেন বলে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। কিন্তু পরে কোনও অজানা কারণে সেই গুঞ্জন ঠান্ডাঘরে চলে যায়।

এদিকে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, 'আমার কাছে মানুষ সমস্যা নিয়ে আসেন। কাজ করার ক্ষমতা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে আনা হলেও এখন আমাকে আর ডাকা হয় না। আমি আপাতত বসে গিয়েছি।' তবে, পঞ্চমবারের জন্য দল পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বলেই দাবি করেছেন আপলু।

২০২৩ সালে অক্টোবরে বিধাননগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে হেরে যান প্রণবেশ। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নিজের এলাকায় জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। যদিও এ নিয়ে তাঁর সাফাই ছিল, মানুষকে প্রভাবিত করে তাঁকে হারানো হয়েছে। ওই নির্বাচনে তৃণমূলের প্যানেলের বিরুদ্ধে গিয়ে ভোটে লড়েন প্রণবেশ। ফলে এলাকায় 'বিক্ষুব্ধ তৃণমূল' হিসেবেও তিনি পরিচিতি পেয়েছিলেন। আপাতত এখন পদে থাকাকালীন তিনি এলাকার জন্য কী করেন সেটাই দেখার।

পড়ুয়াদের জন্য শিবির

ফাঁসিদেওয়া, ৫ জানুয়ারি : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা শাখার উদ্যোগে রবিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি সহায়তা শিবির আয়োজিত হয়েছিল। এদিন নজরুল শতবার্ষিকী বিদ্যালয়ে শিবিরটি বসে। ফাঁসিদেওয়ার বিভিন্ন স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা অংশ নেয় তাতে। একাধিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিবিরে নানা বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেন। প্রায় দুশোর বেশি পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেছিল বলে দাবি সংগঠনের। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলার সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সহ সভাপতি কাজল দাস সহ অন্যরা।

থানায় নালিশ

ফাঁসিদেওয়া, ৫ জানুয়ারি : মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে মারধর এবং ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনায় রবিবার ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন স্ত্রী। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ঝমকলালজোতে মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীকে মারধরের পর ঘরে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে স্বামী প্রসেনজিৎ ভৌমিকের বিরুদ্ধে। সন্তানকে নিয়ে কোনওমতে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচেন অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। ঘটনার পর থেকে পলাতক স্বামী। তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

রকমজোতে কালভার্ট দখল করে প্রাচীর নির্মাণ।

রাস্তার পর এবার কালভার্ট দখল

নকশালবাড়ি, ৫ জানুয়ারি : রাস্তা দখল হচ্ছিলই। এবার একই জায়গায় কালভার্ট দখলের অভিযোগ উঠল নকশালবাড়ির মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের রকমজোত এলাকায়। সব জেনেও চুপ প্রশাসন। জানা যাচ্ছে, হাড়িয়া মোড় থেকে রকমজোত যাওয়ার রাস্তায় কালভার্ট দখলের অভিযোগ উঠেছে।

রাস্তার ধারে থাকা কালভার্টে প্রাচীর গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে ওই এলাকার হাতির অস্থায়ী করিডর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যদিও এই নির্মাণকাজে যুক্ত জমির মালিক তারা লামা বলেন, 'ওই জমিটি আমার। রাস্তাটাও করা হয়েছে আমার ব্যক্তিগত জমির ওপর। রাস্তা তৈরির সময় আমার থেকে কেউ এনওসি নেয়নি। তাই আমি আমার ব্যক্তিগত জমিতে কাজ করেছি।'

এদিকে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ বলেছেন, 'বহু আবেদনের পর ওই রাস্তাটি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে করা হয়েছে কয়েক মাস আগে। এখন সেখানে কালভার্ট ও রাস্তার উপর নির্মাণকাজ চলছে। এ নিয়ে আমরা শীঘ্রই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে চিঠি দেব।' এদিকে, এ নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারাও। তাঁদের মধ্যে একজন বিনোদ তামাং বলছিলেন, 'আমরা বহুবার রাস্তা, কালভার্ট ছেড়ে প্রাচীর নির্মাণ করতে বলেছিলাম। কিন্তু জমির মালিক শোনেননি। এটা

> বহু আবেদনের পর ওই রাস্তাটি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে করা হয়েছে কয়েক মাস আগে। এখন সেখানে কালভার্ট ও রাস্তার উপর নির্মাণকাজ চলছে। এ নিয়ে আমরা শীঘ্রই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে চিঠি দেব।
>
> **গৌতম ঘোষ**
> *প্রধান, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত*

সম্পূর্ণ অবৈধভাবে করা হয়েছে। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতকে মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।' এই এলাকায় বাড়ি নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বার। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'কারা কীভাবে জমি দখল করে প্লটিং করছে আমার জানা নেই। কেউ সরকারি জমিতে নির্মাণকাজ করলে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।'

নৌকাঘাট এলাকায় ডোঙায় করে চুরি হয়ে যাচ্ছে বালি।

বালি চুরির নতুন কৌশল

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : বালি চুরি ঠেকাতে প্রায়ই প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। সক্রিয় করা হয় পুলিশকে। কিন্তু তার পরও বালি চুরিতে রাশ টানা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, প্রশাসন সক্রিয় হতেই বদলে যাচ্ছে বালি চুরির কৌশল। আগে বালি ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হত। এখন বালি তুলতে ব্যবহার করা হচ্ছে ডোঙা। পুলিশি অভিযান হলে বা তেমন বেগতিক কিছু দেখলে ডোঙা থেকে বালি পুনরায় জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বালি চুরি হচ্ছে কি না, বোঝার উপায় থাকছে না। বালি চুরি ঠেকাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে প্রশাসনকে।

এই বিষয়ে শিলিগুড়ির এসডিও অওধ সিংহল বলেন, 'যে জায়গা থেকে বালি চুরি হচ্ছে সেটি আমার এক্তিয়ারে পড়ছে কি না সেটা খতিয়ে দেখা হবে। যদি পড়ে তাহলে যারা বালি চুরি করছে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

নৌকাঘাট এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, থার্মোকল দিয়ে বানানো বড় বড় ডোঙায় করে নদী এবং নদীর পাড় থেকে বালি তোলা হচ্ছে। এরপর বালি চলে যাচ্ছে নৌকাঘাটের ব্রীজের নীচে। সেই বালি বিক্রি হচ্ছে এক গাড়ি ১২০০ টাকা দরে। এদিকে, নৌকাঘাটের এই এলাকাটি একটু ভেতরের দিকে হওয়ায় সেখানে কী হচ্ছে সেটা চট করে ধরাও যায় না।

বিক্রি করা হচ্ছে কার কাছে? অনেক চেষ্টা করেও সেব্যাপারে কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নদী থেকে বালি তুলে ঘাটে জমা করেন স্থানীয়রা। এরপর সন্ধ্যা নামলেই কোনও এক ঘাটবাবু হাজির হন বালি কিনতে। এক-একজন প্রতিদিন প্রায় ৫ থেকে ৬ ডোঙা বালি বিক্রি করেন।

স্থানীয় সুমি সাহার বক্তব্য, 'এখানে এভাবেই প্রতিনিয়ত বালি চুরি হয়। কিছু বলার মতো কেউ নেই। এভাবে নদীর পাড় থেকে বালি তোলার জন্য বর্ষায় আমাদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়।' স্থানীয় অঙ্কিতা বর্মন, শ্যামলাল রায়ের বক্তব্যও একই।

যাঁরা বালি তোলার কাজ করেন তাঁদের প্রতিক্রিয়াটা আবার মারমুখী। জিজ্ঞেস করতেই রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তাঁরা। বললেন, বালি তুলব না তো কী করব? কাজ কে দেবে? আমাদের এটাই কাজ, তাই করি। এবিষয়ে রাজগঞ্জ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সৌরভ মণ্ডল এবং রাজগঞ্জ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুখেন রায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে তাঁদের কারও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

নেত্রীর জন্মদিনে চকোলেট বিলি

বাগডোগরা ও চাকুলিয়া, ৫ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি করল তৃণমূল। দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র তরফে রবিবার বাগডোগরা বিহার মোড়ে ট্রাফিক পার্কে ছোটদের দিয়ে কেক কাটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করা হয়। তারপর ছোটদের মধ্যে কেক, চকোলেট, জুস বিলি করা হয়। ছিলেন সংগঠনের কনভেনার টিটু দেব, সুব্রত সরকার, তৃণমূলের লোয়ার বাগডোগরা অঞ্চল সভাপতি প্রশান্ত দত্ত, শিক্ষক সংগঠনের নেতা বিভাস চক্রবর্তী প্রমুখ।

অন্যদিকে, মমতার জন্মদিনে রক্তদান শিবির করল চাকুলিয়া তৃণমূল। এদিন চাকুলিয়ায় দলীয় কার্যালয়ে ৫১ জন কর্মী-সমর্থক রক্তদান করেন। বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদও রক্তদান করেছেন। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রিতে ধৃত আরও এক

ধৃত গোপী বর্মন।

খড়িবাড়ি, ৫ জানুয়ারি : নেপাল সীমান্তে দেশি পিস্তল উদ্ধারের ঘটনায় শনিবার আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রির চক্রের আরও এক পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি পুলিশ। এনিয়ে পিস্তল উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে হল তিন। এদিনের ধৃতের নাম গোপী বর্মন। সে পানিট্যাঙ্কি গৌড়সিংজোতের বাসিন্দা।

গত ৪ ডিসেম্বর পানিট্যাঙ্কিতে এসএসবির হাতে দেশি পিস্তল সহ ধরা পড়ে মহম্মদ মিরাজ। মিরাজকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে তদন্তে নামে খড়িবাড়ি পুলিশ। মিরাজকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, তাকে পিস্তলটি বিক্রির জন্য দিয়েছিল পানিট্যাঙ্কি এলাকার দুই ব্যক্তি। এরপর ১৯ ডিসেম্বর পানিট্যাঙ্কি গৌড়সিংজোত থেকে স্বপন বর্মনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। স্বপনকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। অবশেষে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি চক্রের অন্যতম পান্ডা গোপীকে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'পানিট্যাঙ্কি এলাকায় মাদকের ব্যবসা বিস্তারে গোপীর বড় ভূমিকা রয়েছে। মাদকের পর এলাকায় দেশি পিস্তল বিক্রি চক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে সে।' রবিবার গোপীকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ফুলবাড়ি ছেড়ে মহানন্দায় পাখিরা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : খাবারের আস্তানা এখন নৌকাঘাটের মহানন্দা। তাই ফুলবাড়ির ঠিকানা ছেড়ে রুডি শেলডাকদের একটা বড় দল এখানে ভিড় জমিয়েছে। পরিযায়ী পাখিদের দেখতে প্রতিদিন নৌকাঘাটে ভিড় বাড়ছে। ইতিমধ্যে রুডি শেলডাকদের বাঁচাতে স্থানীয় বাসিন্দারা নজরদারি শুরু করেছেন। পরিবেশপ্রেমী ও হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'নৌকাঘাট এলাকায় যখন রুডি শেলডাক রয়েছে, তখন ধরে নিতে হবে মহানন্দায় পর্যাপ্ত জলজ উদ্ভিদ আছে। সময়ের সঙ্গে অন্য প্রজাতির পাখিদের আনাগোনা ঘটতে পারে। এটা ভালো দিক।'

গজলডোবায় তিস্তায় এবছর পরিযায়ীদের ভিড় নেই। তিস্তায় এখনও চর থাকার কারণে শীতের পাখিরা আসছে না বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু যেহেতু এখন 'মিড উইন্টার' নয়, তাই পাখি বিশারদরা আশাহত হতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, উত্তরবঙ্গে মূলত জাঁকিয়ে শীত পড়লে পরিযায়ীদের ভিড় বাড়ে। ফলে পরিযায়ী পাখিরা আর আসবে না, এখনই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। কিন্তু হঠাৎ ফুলবাড়ি ছেড়ে নৌকাঘাট এলাকায় কেন রুডি শেলডাকের দল ভিড় জমাল? পাখি বিশারদরা জানিয়েছেন, বিশেষত খাবারের খোঁজে। পাখিদের মধ্যে রুডি শেলডাক মূলত নিরামিষাশী। নৌকাঘাট এলাকায় প্রচুর পরিমাণ শ্যাওলা বা জলজ উদ্ভিদ রয়েছে বলে তাঁদের অনুমান। একসময় পাখি শিকার করা অনেকের নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সমাজ পরিবর্তন এবং বিভিন্ন সংগঠন পথে নামায় শিকারের সংখ্যা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার অচিন্ত্য গুপ্তর কথায়, 'মানুষ অনেক বেশি সচেতন হওয়ায় নতুন কয়েকটি জায়গায় পরিযায়ীদের দেখা মিলছে। তাই নৌকাঘাট এলাকাতেও এদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে।'

সচেতনার ছবি নৌকাঘাটে ধরা পড়েছে। নদীতে থাকা রুডি শেলডাকদের যাতে কেউ পাথর পর্যন্ত না ছোড়ে, সেজন্য স্থানীয়রা নজর রাখছেন। পোড়াঝাড় এলাকার বাসিন্দা সন্দীপ সরকারের বক্তব্য, 'পাখি আসার পর তা দেখতে অনেকে ভিড় জমাচ্ছেন। ছবি তোলার ক্ষেত্রে আমরা না করছি না। কিন্তু পাখিরা নদীর যে জায়গায় আছে সেখানে যাতে কেউ না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখছি। সকলে মিলে এই কাজ করা হচ্ছে।'

পরিযায়ী পাখিদের নতুন আস্তানা নৌকাঘাট। -ফাইল চিত্র

চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ। জানা গিয়েছে, গত ডিসেম্বরে পরিবার সমেত সিকিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন উত্তর পলাশের বাসিন্দা অনিলকুমার গুরুং। ৩০ ডিসেম্বর তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন দরজা ভাঙা। চুরি হয়ে গিয়েছে বহু সামগ্রী। এরপর সেইদিন প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অনিল।

তদন্তে নেমে ৩১ ডিসেম্বর কুবের রায় নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পাঁচদিনের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি যাওয়া যাবতীয় সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে রবিবার।

চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে টিভি, সিলিন্ডারও। সেই সমস্ত জিনিস কীভাবে নিয়ে গিয়েছিল কুবের? পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত প্রতিদিন অল্প অল্প সামগ্রী নিয়ে যেত। ধৃতকে এদিন ফের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

টাকা পেলে তৈরি হবে নিকাশিনালা

খড়িবাড়ি ব্লকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খড়িবাড়ি-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত, এমনটা বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যর্থতায় এখানকার বাসিন্দারা বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন। কী জবাব দিচ্ছেন প্রধান পরিমল সিংহ? তুলে ধরলেন আমাদের প্রতিনিধি কার্তিক দাস।

জনতার চার্জশিট

খড়িবাড়ি-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত

পরিমল সিংহ
প্রধান, খড়িবাড়ি-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : 'সলিড অ্যান্ড লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট' প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। চালুর এক বছরের মধ্যে প্রকল্প বন্ধ। আবর্জনায় ভরেছে খড়িবাড়ি বাজার। কেন এই ব্যর্থতা? ফের কবে চালু হবে প্রকল্পের কাজ?

প্রধান : বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সঠিক পরিকল্পনামাফিক প্রকল্পটি চালু হয়নি। মানুষের সচেতনতার অভাব রয়েছে। আবর্জনা ফেলার গাড়ির (হাইড্রলিক টোটো) চালক অমিল। বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি (এনজিও) এখন কাজ করছে না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহ সর্বত্র জানানো হয়েছে। দ্রুত চালু করা যাবে।

জনতা : ২০২৪ সাল শেষ। কিন্তু খড়িবাড়িতে 'হর ঘর জল' প্রকল্পের কাজ এখনও ৫০ শতাংশ হয়নি কেন?

প্রধান : ৭০ শতাংশ এলাকায় পাইপলাইনের কাজ হয়েছে। সভা করে বহুবার বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সিকে সতর্ক করা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

জনতা : এখনও বহু এলাকায় মাটির রাস্তা। পাহারিভিটা গ্রামে ৭০ বছরের পুরোনো একটি রাস্তা আজও কাঁচা কেন?

প্রধান : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বন্ধ হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। খড়িবাড়ি ও রানিগঞ্জ-পানিশালি দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝে থাকায় পাহাড়িভিটার রাস্তাটি করা সম্ভব হয়নি। এলাকার ৮০ শতাংশ গ্রামীণ রাস্তা ঢালাই কিংবা পিচের করা হয়েছে।

জনতা : অধিকাংশ গ্রামে রাস্তার পাশে ড্রেন নেই। নিকাশি সমস্যা জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিকাশি ব্যবস্থার সমাধান কবে হবে?

প্রধান : এখন সব রাস্তার পাশে ড্রেন তৈরি হচ্ছে। তবে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে টাকা পেলে পুরোনো রাস্তার পাশে ড্রেনের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জনতা : খড়িবাড়ি হাটের মাছ বাজারের সব নোংরা, থার্মোকলের বাক্স খেঁচগাঁজা খালে ফেলে জল দূষিত করা হচ্ছে, নাব্যতা কমে গিয়েছে। পঞ্চায়েত কবে নজর দেবে?

প্রধান : হাটবাবুর নজরদারিতে গাফিলতি রয়েছে। মাছমাংস ব্যবসায়ীদের বহুবার সতর্ক করা হয়েছে। সম্প্রতি পঞ্চায়েত থেকে খেঁচগাঁজা খালের কিছু অংশ পরিষ্কার করা হয়েছে। সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় খালের পাশে নেটিংয়ের প্রকল্প ধরা হয়েছে।

জনতা : আপনার দলেরই কিছু তরুণ পঞ্চায়েত অফিসের সামনে টেবিল পেতে পঞ্চায়েতে আসা লোকজনের প্রয়োজনীয় দরখাস্ত লিখে বা ফর্ম ফিলআপ করে ১০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত নিচ্ছে। এসব কি আপনার মদতে হচ্ছে?

প্রধান : পঞ্চায়েত অফিসের বাইরে কে কী করছে আমার জানা নেই। আর এমন কাজে আমার কোনও ভূমিকা নেই। তবুও এমন হলে খোঁজ নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।

জনতা : সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট কিছু ঠিকাদারি সংস্থাকে দেওয়া হচ্ছে। তুলনামূলক নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। বহু জায়গায় পানীয় জলের প্রকল্পগুলি বন্ধ। কবে চালু হবে?

প্রধান : টেন্ডার প্রক্রিয়ার প্রকল্পের কাজ ঠিকাদার পায়। যার দর কম থাকে সেই কাজ পায়। বহু জায়গায় প্রকল্পের যন্ত্রাংশ চুরি হয়েছে। কিছুক্ষেত্রে সোলার প্যানেলের সমস্যা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে ঠিক করে দিতে বলা হয়েছে।

জনতা : অধিকাংশ জনবহুল রাস্তায় পথবাতি নেই। মহিলা ও টিউশন ফেরত ছাত্রীদের সন্ধ্যার পর আতঙ্কে বাড়ি ফিরতে হয়। নারী সুরক্ষায় কবে পথবাতি বসবে?

প্রধান : পথবাতির জন্য প্রতি মাসে বিদ্যুৎ বিল মেটাতে হয়। টাকার অভাবে এখন বহু রাস্তায় সৌর পথবাতি লাগানো শুরু হয়েছে। টাকা পেলে আরও পথবাতি বসানো হবে।

জনতা : খড়িবাড়ি বাজারে খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি মূল সড়কে কোনও ফুটপাথ নেই। রাস্তা ঘেঁষে নানা দোকান। রোজ মানুষকে যানজটে নাকাল হতে হয়। এ থেকে কবে মুক্তি মিলবে?

প্রধান : এই রুটে ক্রমশ দূরপাল্লার পণ্যবাহী ট্রাকের যাতায়াত বেড়েছে। ব্যবসায়ীদের বহুবার সতর্ক করা হয়েছে। পুলিশকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

একনজরে

ব্লক : খড়িবাড়ি
জনসংখ্যা : ২১,৩৭০ জন
আয়তন : ১৫.০৫ বর্গ কিলোমিটার
মোট সংসদ : ১৭টি

জীবনযুদ্ধ।। সুকনায় সূত্রধরের তোলা ছবি। রবিবার।

প্রায় ১৩ লক্ষ হাতিয়ে গ্রেপ্তার মহিলা

বিদেশে চাকরির নামে প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : ফের একবার বিদেশে চাকরির নামে প্রতারণার ঘটনা সামনে এল। এবার ইজরায়েলে চাকরি দেওয়ার নামে বারো লক্ষ সত্তর হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বিজয়েতা মুখিয়া। শনিবার রাতে রংলি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রায় দুই বছর আগে ওই মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। এতদিন সে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। এমনকি মাঝে একবার তার সোনাদার বাড়িতে পুলিশের তরফে অভিযান চালানো হলেও ঘর তালাবন্ধ পাওয়া যায়। শেষমেশ বিজয়েতাকে রংলি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, ওই মহিলার প্রথম পক্ষের স্বামী ছিলেন এক সেনা জওয়ান। পরে অবশ্য সে দ্বিতীয় বিয়ে করে রংলিতে থাকতে শুরু করে। মোবাইল নম্বর থেকে শুরু করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট- সবকিছু পরিবর্তন করেছিল বিজয়েতা। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছেন তদন্তকারীরা।

> ইজরায়েলে চাকরি দেওয়ার নাম করে বিজয়েতা আমার থেকে ১২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা নেয়। যদিও এরপর নির্দিষ্ট সময় কেটে গেলেও বিজয়েতা আমায় কোনও চাকরি দেয়নি। এমনকি একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও সে ফোন তোলেনি।
>
> **অনিল লামা** *প্রতারিত*

এদিকে, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজয়েতা বেশকিছু বছর ধরে মাটিগাড়া এলাকায় একটি কনসালটেন্সি সেন্টার চালাচ্ছিল। ২০২৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রধাননগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। অনিল লামা নামে সিংমারির এক বাসিন্দা অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, 'ইজরায়েলে চাকরি দেওয়ার নাম করে বিজয়েতা আমার থেকে ১২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা নেয়। যদিও এরপর নির্দিষ্ট সময় কেটে গেলেও বিজয়েতা আমায় কোনও চাকরি দেয়নি। এমনকি একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও সে ফোন তোলেনি।' এদিকে, এরমধ্যেই বিজয়তা মাটিগাড়ার অফিস বন্ধ করে দেয়। অনিলের সংযোজন, 'প্রধাননগরের একটি অ্যাপার্টমেন্টে ওর খোঁজ পাই। তখন আমাকে জানায়, টাকা ফেরত দেবে। কিন্তু আমাকে শুধু ঘোরানো হয়। ২০২৩-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি ওই মহিলা একটি চেক দেয়। যদিও দেখি, সেই চেক বাউন্স করে গিয়েছে।' পরে প্রধাননগরের সেই অ্যাপার্টমেন্ট থেকেও উধাও হয়ে যায় অভিযুক্ত। এতদিন পালিয়ে থাকলেও শেষপর্যন্ত পুলিশের জালে ধরা পড়েছে ওই মহিলা।

দখলদারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ দাবি

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের চিঠি পৌঁছাল নবান্নে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : পানিট্যাঙ্কির সরকারি জমি দখলমুক্ত করার দাবি জানিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠি নবান্নে পৌঁছেছে। সেখান থেকে কী পদক্ষেপ হয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে মহকুমা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড। অন্যদিকে, দু'দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী ফের সরকারি জমি দখল রুখতে কড়া পদক্ষেপের কথা বলেছেন। এতে পানিট্যাঙ্কির জমি দখলমুক্ত করা এবং দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশায় রয়েছে মহকুমা পরিষদ। ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'এখানে বছরের পর বছর ধরে একটি মাফিয়াচক্র সরকারি জমি দখল করে বিক্রি করে দিয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে প্রশাসনের একটা অংশ এই বিষয়ে নীরব। তাই আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি। আমরা আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই কোনও পদক্ষেপ করবেন।' মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির অন্যতম কর্তা হান্ডু ওরাওঁ এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

পানিট্যাঙ্কিতে সতীশচন্দ্র চা বাগানের চা গাছ উপড়ে ফেলে একরের পর একর জমি প্লটিং করে বাজার তৈরির জন্য বিক্রি করেছে একটি জমি মাফিয়া সিন্ডিকেট। ২০০৩, ২০১০ এবং ২০১৫- এই তিন দফায় প্রচুর সরকারি জমি বিক্রি করে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার বেআইনি কারবার করা হয়েছে। অভিযোগ, এখানে বেশিরভাগ নেপালের বাসিন্দারাই জমি কিনে দোকান তৈরি করেছেন। ২০১৫ সালে দখল করা প্রায় আট একর জমি ২০২০ সালে রাজ্য সরকার মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে লিজ দেওয়া হয়। জমি লিজের সেই ভাড়াও নিয়মিত জমা করছে না মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এরই মধ্যে ওই এলাকায় চা বাগানের লিজে থাকা আরও প্রায় ১২ বিঘা সরকারি জমি অতিরিক্ত দখল করে বাজার তৈরির জন্য বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরপর দু'বার সরকারি তরফে ওই জমি মাপজোখ করা হয়। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সেই রিপোর্টেও অতিরিক্ত ১২ বিঘা জমি দখলের প্রমাণ লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই রিপোর্ট আসার পরেও এক বছর কেটে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার সরকারি জমি দখলমুক্ত করা এবং দখলদারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ দিলেও পানিট্যাঙ্কির জমি দখলদারদের

পানিট্যাঙ্কির দখল হওয়া জমি।

বিরুদ্ধে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর কোনও পদক্ষেপ করেনি। বরং দখলদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওই জমি লিজ দেওয়ার জন্য প্রশাসনের একটা বড় অংশ তৎপর হয়ে উঠেছে। খোদ দার্জিলিংয়ের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এর আগে বলেছিলেন, 'মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ওই জমি লিজ চেয়ে আবেদন করেছে। আমরা সেই মতো প্রক্রিয়া শুরু করেছি।' প্রশ্ন উঠেছে, দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে কেন তাঁদের আবেদনকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির বৈঠকে পানিট্যাঙ্কির জমি প্রসঙ্গ উঠতেই মুখে কুলুপ আঁটে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। তার পরেই সভাধিপতি অরুণ ঘোষের নির্দেশে জমি দখলমুক্ত করা এবং দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেইমতো ভূমি কর্মাধ্যক্ষর লেখা চিঠি নবান্নে পৌঁছেছে। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন বলে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানিয়েছেন।

সংগঠন মজবুত করতে পাহাড়ে

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : দায়িত্ব পাওয়ার পর এই প্রথমবার পাহাড়ে এসে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। রবিবার দার্জিলিংয়ে তিনি দলের পার্বত্য শাখার মহিলা এবং যুব সংগঠনের নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেন।

সেখানে প্রাক্তন সাংসদ দাওয়া নরবুলা থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে পাহাড়ের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আগামী নির্বাচন সহ সংগঠনকে মজবুত করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'পাহাড়ের উন্নয়নে কংগ্রেস যে কাজ করেছিল তারপরে আর কিছুই হয়নি। দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি), গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) গড়ে পাহাড়ের মানুষের উন্নয়নের পরিকল্পনা কংগ্রেস আমলেই হয়েছিল।

কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাহাড়ের ভোট নিয়ে চলে গিয়েছে। এখানকার কোনও উন্নয়ন করেনি।'

শুভঙ্কর আরও বলেন, 'পাহাড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, পানীয় জলের অভাব, রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য। এখানকার পর্যটনশিল্পকে আরও আকর্ষণীয় করতে কোনও পদক্ষেপ করেনি কেন্দ্রের বিজেপি এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকার।

তাই পাহাড়ের মানুষ এখনও কংগ্রেসের প্রতি আস্থা রেখেছেন। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সংগঠনকে মজবুত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

ক্ষতিপূরণ

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : কালিম্পংয়ের ১১ মাইলে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে রবিবার দেখা করলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। এদিন প্রত্যেক পরিবারকে জিটিএ'র পক্ষ থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন অনীত। প্রথম কিস্তির এক লক্ষ ২২ হাজার টাকার চেক এদিনই তুলে দেওয়া হয়। বাকি টাকা দ্রুত দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন অনীত।

জেল হেপাজত

খড়িবাড়ি, ৫ জানুয়ারি : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে শনিবার দুপুরে ব্রাউন সুগার এবং নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। ঘটনায় ধৃত দুই মহিলা মাদক কারবারিকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয় রবিবার। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এদিন বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

নেত্রীর আশ্বাসে অনশন প্রত্যাহার

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : এক সপ্তাহ টানা রিলে অনশন চলার পর অবশেষে তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রীর আবেদনে অনশন প্রত্যাহার করে নিল ফুলবাড়ির ট্রাক মালিক ও চালকদের তিনটি সংগঠন।

ভুটানের ট্রাকগুলিকে সুবিধা পোর্টালের আওতায় আনার দাবিতে গত ২৯ ডিসেম্বর থেকে অনশন শুরু হয়। এক সপ্তাহ পর রবিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ অনশন মঞ্চে যান। ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ও। আন্দোলনকারীদের দাবিগুলি পরিবহণমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরার আশ্বাস দেন মহুয়া। তারপরেই অনশন প্রত্যাহার করে সংগঠনগুলি।

মহুয়া বলেন, 'পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামী ৭ জানুয়ারি আন্দোলনকারীদের মধ্যে থেকে চারজনকে সঙ্গে নিয়ে পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করব যাতে সীমান্তে ট্রাক চলাচল নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়।'

ভুটানের ট্রাকগুলিকে সুবিধা পোর্টালের আওতায় আনার পাশাপাশি সেগুলিতে ওভারলোডিং ও মডিফিকেশন বন্ধের দাবিতে ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ফুলবাড়ি এক্সপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং ফুলবাড়ি ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন রিলে অনশন চালাচ্ছিল।

ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মহম্মদ শাহজাহান বলেন, 'জেলা সভানেত্রীর আবেদনের কারণে অনশন তুলে নিয়েছি। কলকাতায় গিয়ে আমরা পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কথা বলব। সমস্যা সমাধানে আলোচনায় বসতে আমরা প্রথম থেকেই তৈরি।'

পাহাড়ে ২ পর্যটকের মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : দার্জিলিং বেড়াতে এসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক পর্যটকের। হুগলির ভদ্রেশ্বরের বাসিন্দা ৫৮ বছর বয়সি ওই ব্যক্তির নাম দীপাঞ্জন সাহা। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে সপরিবারে শুক্রবার লামাহাটা বেড়াতে আসেন তিনি। শনিবার সেখান থেকে দার্জিলিং গিয়েছিলেন। রবিবার দুপুরে আবার দার্জিলিং থেকে পেশক রোড হয়ে লামাহাটায় ফিরছিলেন তাঁরা। ওইসময় গাড়িতে আচমকা গুরুতর অসুস্থ বোধ করেন দীপাঞ্জন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে তাঁকে দার্জিলিং সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দীপাঞ্জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। পুলিশ জানিয়েছে, সম্ভবত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় দেহটি।

অপর একটি ঘটনা ঘটে জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার থানার ওয়াশাবাড়ির পাহাড়ি পথে। সেলফি তুলতে গিয়ে পা পিছলে মৃত্যু হয়েছে এক পর্যটকের। মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণের নাম আলাহীন শেখ (১৮)। তিনি শিলিগুড়িতে নির্মাণকর্মী হিসাবে কাজ করতেন। কয়েকজন বন্ধু মিলে বাগ্রাকোট হয়ে শনিবার কালিম্পংয়ের দিকে ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজস্বী তুলছিলেন। সেসময় আলাহীন পা পিছলে খাদে পড়ে যান। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ওদলাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। মেডিকেলে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকরা আলাহীনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার দেহটি ময়নাতদন্তের পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মাশরুম চাষে স্বনির্ভরতা

মনজুর আলম

চোপড়া, ৫ জানুয়ারি : মাশরুম চাষ করে সংসারের হাল ফিরেছে। আদিবাসী মহল্লার সুশীলা টুডু দিনমজুরের কাজ ছেড়ে এলাকার অনেককে এখন স্বনির্ভরতার দিশা দেখাচ্ছেন। চোপড়া ব্লকের গোলামিগছ গ্রামের বাসিন্দা সুশীলা টুডু এক সময় স্থানীয় চা বাগানে কাজ করতেন। দিনমজুরের কাজ করে সংসারের হাল ফেরানো সম্ভব নয় সেটা তিনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে এক দশক আগে

উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি মাশরুম চাষে মনোনিবেশ করেন। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ অঞ্জলি শর্মার বক্তব্য, 'সুশীলাকে শুধু মাশরুমচাষি বলা যাবে না। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। মাশরুম চাষের সাফল্যের নিরিখে ২০১৮ সালে সুশীলা মহিলা চাষি হিসাবে জাতীয় স্তরের পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁকে দেখে অনেকে উৎসাহিত হয়ে মাশরুম চাষে ঝুঁকেছেন।'

নিজস্ব জমি নেই। বাড়ির উঠোনে সারাবছর মাশরুম চাষ করে চলেছেন। ঘরে মাশরুমজাত বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী তৈরি করেন। বছরের বিভিন্ন সময় বাড়িতে বাটন, ঝিনুক ও মিলকি মাশরুম চাষ করেন। এ কাজে প্রতিমাসে অন্তত ২০ হাজার টাকা রোজগার করেন। বাড়িতে পাকা ঘরের কাজ শুরু করেছেন। দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে ছেলে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মেয়েকে শিলিগুড়িতে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াচ্ছেন। উৎসাহিত হয়ে অনেকে সুশীলার কাছে প্রশিক্ষণ নিতে আসছেন।

মাশরুম চাষে সফল সুশীলা টুডু

প্রতিদিন তিনি এলাকার হাট ও বাজারে গিয়ে মাশরুম বিক্রি করেন। সুশীলা বলেন, 'আগে এলাকার অনেকে মাশরুমের ব্যাপারে জানতেন না। এখন মাশরুম চাষের ব্যাপারে আগ্রহীরা বাড়িতে পরামর্শ নিতে আসেন। এলাকার হাটবাজারেও ভালো বিক্রি হচ্ছে। মাশরুমের চাহিদা বেড়েছে। চাষিও বেড়েছে। ১২০ টাকা কেজি দরে মাশরুম বিক্রি করি।' ফলন বেশি হলে শিলিগুড়িতে পাঠান। তাছাড়া বাড়িতে মাশরুমের আচার, পাঁপড়, জেলি তৈরি করেন। সুশীলার স্বামী গঙ্গা হাঁসদার কথায়, 'আমি অন্যের গাড়ি চালাই। তাও নিয়মিত নয়। সংসারে অভাব অনটন লেগে থাকত। কয়েক বছর আগে প্রশিক্ষণ নিয়ে সুশীলা বাড়িতে মাশরুম চাষ শুরু করে। তারপর সংসারের হাল ফিরেছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ছে।' সুশীলা জানান, আগে অন্যের চা বাগানে পাতা তোলার কাজ করতেন। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়িতে মাশরুম চাষ শুরু করেন। তারপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি। এখন স্কুটি কিনেছেন। স্কুটিতে করে এলাকায় মাশরুম ফেরি করেন।

দলঞ্চার বুক চিরে মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য

আমাদের ছোট নদী

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৫ জানুয়ারি : এই নদী অনেককে অনেক কিছু দিয়েছে, আবার দেয়ওনি। নদী সংস্কার অথবা নদীর জলকে কাজে লাগিয়ে এলাকার কৃষিকাজের মান উন্নয়ন নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ। যে নদীর কথা বলা হল সেটি হল দলঞ্চা। মূলত ইসলামপুর ব্লকের কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওপর দিয়ে এই নদী প্রবাহিত হয়েছে। দলঞ্চা নদীটি কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলঝাড়ি এলাকা থেকে শুরু হয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সোনামতি এলাকার ওপর দিয়ে গিয়ে নাগর নদীতে মিশেছে।

সাপনিকলা এবং কালকাপুর এলাকার মতো উঁচু জমির বৃষ্টির জল বেলঝাড়ি এলাকার নীচু জমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সেই জল নদীর আকার নিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে যায়। নদীর উৎপত্তিস্থলে উঁচু জমির বৃষ্টির জল নীচু জমিতে আসার সময় আশপাশের গ্রামগুলি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই কারণে ট্যাংরাবার এলাকায় সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে সিমেন্টের ঢালাই করে বাঁধ সহ ক্রস ড্রেনেজ তৈরি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উৎপত্তিস্থল থেকে নদীটি যতদূর এগিয়েছে নদীর আয়তন ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনিভিটা এলাকায় এই নদী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পুনরায় সোনামতিতে এক হয়ে নাগর নদীতে মিশেছে।

বর্ষার সময় এই নদী জলে পরিপূর্ণ থাকে। তবে শীতকাল আসতেই জল এবং নদীর প্রস্থ অনেকটাই কমে যায়। এই সুযোগে যেমন অনেকে নদীর তীরে পিকনিকের আয়োজন করেন তেমনি দৌরাত্ম্য বাড়ে বালি মাফিয়াদের। ডাঙ্গাপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় নদীর পাড় কেটে বালি

ইসলামপুরের দলঞ্চা নদী।

পাচার করার মতো বেআইনি কাজ চলে। কিন্তু কারও কোনও পদক্ষেপ নজরে আসে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

ট্যাংরাবার এলাকার বাসিন্দা হেমন্তকুমার সিংহ বলেন, 'বহু বছর আগে আমাদের এলাকার আশপাশের উঁচু জমির জল নীচু জমি দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে এই নদীর উৎপত্তি হয়েছে। বর্ষার সময় নদীতে অনেক জল থাকে। এতে কৃষিকাজে অনেকটাই সুবিধা হয়। তবে আজকাল নতুন নতুন অনেক প্রযুক্তি বাজারে এসেছে। সেইসব কাজে লাগিয়ে যদি এই নদীর জল কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য সাহায্য করা হত তাহলে এলাকার কৃষকরা অনেকটাই লাভবান হতেন।' জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য হরসুন্দর সিংহ বললেন, 'মাটিকুণ্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজবাড়ি এলাকায় কৃষি দপ্তর থেকে পাম্পসেট বসিয়ে দলঞ্চা নদীর জল কৃষিকাজে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেটিও এখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। নদীর জমির পাড় কেটে বালি পাচার করা হচ্ছে। যা কোনওভাবেই কাম্য নয়।'

ছড়িয়েছে আক্ষেপ

- বর্ষার সময় নদীতে অনেক জল থাকে। তখন কৃষিকাজে অনেকটাই সুবিধা হয়
- বিজবাড়ি এলাকায় কৃষি দপ্তর থেকে পাম্পসেট বসিয়ে কৃষিকাজ এখন ইতিহাস
- নদীর জমির পাড় কেটে বালি পাচার করা হলেও প্রশাসন উদাসীন

২ হাজার কোটি

চলতি আর্থিক বছরের শেষ তিন মাসে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের হাতে থাকা ২ হাজার কোটি টাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা করল নবান্ন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

শুক্রবার থেকে ডায়মন্ড হারবারে স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছে সেবাশ্রয় অভিযান। তিনদিনে সেখানে ২৪ হাজার রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়।

ধৃত আরও ২

জাল পাসপোর্ট চক্রে তদন্তে নেমে পুলিশ রবিবার হুগলি থেকে গণেশ চক্রবর্তী ও অনির্বাণ সামন্ত নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

ঘন কুয়াশা

রবিবার কলকাতা বিমানবন্দরে ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা ১০০ মিটারেরও কম ছিল। তার ফলে বিমান ওঠা-নামায় চরম সমস্যা হয়। নাজেহাল হন যাত্রীরা।

পদ্মের ভাঙনে তৃণমূলেরও ঘর ভাঙার ইঙ্গিত সুকান্তর

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : নন্দীগ্রামে বিজেপির ঘর ভাঙার বদলা নিতে এবার তৃণমূলের ঘর ভাঙবেন শুভেন্দু, নাকি দলত্যাগীদের ঘরওয়াপসি করাতে চায় বিজেপি? শনিবার রাত থেকে এটাই রাজনৈতিক মহলের আলোচ্য। সম্প্রতি বিরোধী দলনেতার বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামের শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বিজেপি নেতা দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। তারপরই শনিবার গভীর রাতে দলত্যাগী নেতা অশোক করণের বাড়িতে যান শুভেন্দু। এই ঘটনা সম্পর্কে এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ভোট যত এগোবে দলবদল ততই বাড়বে। এটা এরাজ্যের ট্র্যাডিশন। ওপার থেকেও এপারে আসবে। অপেক্ষা করুন, তার জন্য তোড়জোড় চলছে।'

গত ২৯ ডিসেম্বর রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপি ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন নন্দীগ্রামের দেবাশিস দাস ও অশোক করণ। এরপর শনিবার গভীর রাতে সেই অশোক করণের বাড়িতে গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক কাটান শুভেন্দু। বেরিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'ওঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। আমি যে কোনও সময়ই এখানে আসতে পারি। কিন্তু দল ছাড়া ও তৃণমূলে যোগ দেওয়া নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি।'

দল ছাড়ার পর তাঁর বাড়িতে আসার উদ্দেশ্য নিয়েও খোলসা করতে চাননি শুভেন্দু। '২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেই দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন অশোক। মুখে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও তমলুকের পর খোদ শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস দাস ও অশোক করণের মতো নেতাদের দল ছাড়ার ঘটনায় উদ্বিগ্ন বিজেপি। ভাঙন ঠেকাতে তৃণমূলের ঘর ভেঙে পালটা ধাক্কা দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন সুকান্ত। রবিবার তিনি বলেন, 'নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র নন্দীগ্রামে দলের ভাঙনের বিষয়টি বিরোধী দলনেতা নিজেই দেখছেন। আমরাও বিষয়টির দিকে নজর রাখছি।'

মমতাকে শুভেচ্ছা মোদির

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : রবিবার জন্মদিন পালন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সকালেই মুখ্যমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দলের পক্ষ থেকেও নেতারা মুখ্যমন্ত্রীকে ফোনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ১৯৫৫ সালে ৫ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন। তবে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর লেখা বইয়ে জানিয়েছেন, সরকারিভাবে ৫ জানুয়ারি জন্মদিন পালন হলেও তাঁর মায়ের কাছে তিনি শুনেছিলেন, দুর্গাপুজোয় সন্ধিপুজোর সময় তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর জন্মের দু'দিন আগে থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। তাঁর জন্মের পরই নাকি সেই বৃষ্টি থেমে যায়।

অভিনব ভাবনা ঃ বাবা-মাকে নিয়ে গাড়িতে করে শীতের কলকাতায় শহরে ঘোরার ইচ্ছে কার না হয়! কিন্তু সমিত দত্তর সেই ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। কারণ, বাবা-মা গত হয়েছেন। কিন্তু তিনি ছাড়ার পাত্র নন। তাই বাবা-মায়ের সিলিকনের মূর্তি ভিনটেজ কারে বসিয়ে ভিক্টোরিয়া, কুমোরটুলি ঘুরলেন রবিবার। পাশাপাশি বাবার পছন্দের কাজও করলেন। যেমন, অনাথ আশ্রমের ছোটদের সঙ্গে সময় কাটানো কিংবা ফুটবল পাগল বাবার সঙ্গে অতীতের নামকরা খেলোয়াড়দের দেখা-সাক্ষাৎ করানো প্রভৃতি। তথ্য ও ছবি ঃ আবির চৌধুরী

প্রদীপের মন্তব্যে হইচই, দ্বিমত অধীর

'হাতে'র বিতর্কে মমতা

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : কংগ্রেস থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কারের প্রায়শ্চিত্ত এখনও করতে হচ্ছে শতাব্দীপ্রাচীন এই দলকে। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। তবে প্রদীপবাবুর এই মন্তব্যের সঙ্গে একেবারেই সহমত নন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। বরং প্রদীপবাবুকে কটাক্ষের সুরে বলেছেন, 'পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। ওঁর ব্যাপারে আলাদা করে কিছু বলতে পারব না। উনি প্রবীণ নেতা। উনি যখন প্রদেশ কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছিলেন, তখনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আমরা তখন কংগ্রেসে সেই জায়গায় ছিলাম না।'

তবে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পিছনে সোনিয়া গান্ধির অবদান যথেষ্ট বলেও দাবি করেছেন অধীর। তাঁর বক্তব্য, '২০১১ সালে যখন জোটের কথা চলছিল, তখন সোনিয়া গান্ধি আমাদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। আমরা জোটের পক্ষে বলেছিলাম। সোনিয়া গান্ধির নির্দেশেই সর্বস্তরে জোট করা হয়েছিল। মমতার প্রচারের জন্য কংগ্রেস থেকে অর্থ ও হেলিকপ্টার বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু মর্যাদা না দিলেও সাধারণ মানুষ দিয়েছে। তিনি নতুন দল খুলে সফল হয়েছেন। যদি কংগ্রেস রাজনীতিতেও দেখেন, অপ্রিয় হলেও সত্যি যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও আলাদা দল করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'ঔদ্ধত্য এবং রাজনৈতিক অশিক্ষা কোন স্তরে পৌঁছালে কোনও ব্যক্তি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যর্থতা সম্পর্কে এমন বিশ্লেষণ করার দুঃসাহস দেখাতে পারেন।'

> পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। উনি যখন প্রদেশ কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছিলেন, তখনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আমরা তখন কংগ্রেসে সেই জায়গায় ছিলাম না।
>
> **অধীররঞ্জন চৌধুরী**

> আমি কারও কথার প্রতিক্রিয়া দিচ্ছি না। তবে এইটুকু মনে করিয়ে দিতে চাই, আমি কোনওদিন কংগ্রেস ত্যাগ করিনি। দল আমাকে যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে আমি তা পালন করার চেষ্টা করেছি।
>
> **প্রদীপ ভট্টাচার্য**

তবে প্রকাশ্যে না বললেও প্রদীপবাবুর এই মন্তব্যের পিছনে কোনও স্বার্থ থাকতে পারে বলেও পরোক্ষে বুঝিয়ে দিয়েছেন অধীরবাবু। তিনি বলেন, 'সামনে রাজ্যসভার ভোট আছে। আজ অনেকের আফসোস হতে পারে। কিন্তু আগামীদিনে ইতিহাস প্রমাণ করবে মমতা শুধু কংগ্রেস নয়, গোটা বাংলার শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির নিধনযজ্ঞে নেমে বর্বরদের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন।'

তবে অধীররঞ্জন চৌধুরীর এই মন্তব্যকে উড়িয়ে দিয়েছেন প্রদীপবাবু। তিনি বলেন, 'আমি কারও কথার প্রতিক্রিয়া দিচ্ছি না। তবে এইটুকু মনে করিয়ে দিতে চাই, আমি কোনওদিন কংগ্রেস ত্যাগ করিনি। দল আমাকে যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে আমি তা পালন করার চেষ্টা করেছি।'

শীতের সকালে গন্তব্যের উদ্দেশে। রবিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

আম্বেদকর শরণ বিজেপির

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : রাজ্যে রাজ্যে তপশিলি জাতি ও উপজাতি ভোট ফেরাতে আম্বেদকরকে সামনে রেখে সংবিধান গৌরব অভিযানে নামছে বিজেপি।

১১ থেকে ২৫ জানুয়ারি এই কর্মসূচিতে রাজ্যের রাজধানী সহ তপশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে সভা ও জনসংযোগে আসবেন কেন্দ্রীয় নেতা ও মন্ত্রীরা। এই লক্ষ্যে কলকাতা সহ অন্যান্য জায়গায় ৫০টি ছোট-বড় মাপের সভা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব বাড়াতে জেলা ও মণ্ডল স্তরে তপশিলি জাতি ও সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনদের তালিকা তৈরি করে প্রচারে তাঁদের যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে দল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও তপশিলি জাতির ছাত্রাবাসগুলিতেও জনসংযোগে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রচারে তপশিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রচারকে গুরুত্ব দিতে হবে।

রাজ্যে কেন্দ্রের ফসল বিমা যোজনা নয়

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজের প্রকল্প সহ একাধিক প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের বিরোধ চলছিল। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা এই রাজ্যে কার্যকর না করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। শনিবার শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন, এই রাজ্যে কৃষকবন্ধু প্রকল্পই চলবে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প এই রাজ্যে কার্যকর করার কোনও দরকার নেই।

একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যকে সার না দিয়ে বঞ্চনা করছে বলেও অভিযোগ করেন শোভনদেববাবু। তিনি বলেন, '২০২১ সালে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের জন্য ৫.৪ লক্ষ মেট্রিক টন সার বরাদ্দ করেছিল, সেখানে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত মাত্র ১.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন সার বরাদ্দ করেছে। এর ফলে এরাজ্যের কৃষকরা সমস্যায় পড়েছেন।'

শোভনদেববাবু বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজ্যের কৃষকদের বঞ্চনা করছে, সেই কথা আমরা বারবার কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীকে বুঝিয়ে দিয়েছি। এই রাজ্য কৃষিতে ১ নম্বর হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই চাল ও পাটে আমরা ১ নম্বরে রয়েছি। আলুতে ২ নম্বর ও ভুট্টা উৎপাদনে আমরা ৫ নম্বরে রয়েছি। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের কৃষকদের জন্য সার বরাদ্দ করছে না। তারা প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা কার্যকর করার জন্য বলেছিল। আমরা তা চালু করব না। কারণ, কৃষকবন্ধু প্রকল্পে অনেক বেশি সুবিধা রয়েছে।'

রাজ্য সরকারের অভিযোগ, রাজ্য বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে যেখানে ৯৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার তার বিভিন্ন প্রকল্পে যে টাকা দেয়, সেই পরিমাণ রাজ্য বাজেটের ৫ শতাংশেরও কম। শোভনদেববাবুর দাবি, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতায় গোটা দেশের গড় যেখানে ১৪৩ শতাংশ, সেখানে এই রাজ্যের গড় ১৯২ শতাংশ। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, কৃষিক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংঘাতের রাস্তায় যাচ্ছে রাজ্য সরকার। এই রাজ্যে

> কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের কৃষকদের জন্য সার বরাদ্দ করছে না। তারা প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা কার্যকর করার জন্য বলেছিল। আমরা তা চালু করব না। কারণ, কৃষকবন্ধু প্রকল্পে অনেক বেশি সুবিধা রয়েছে।
>
> **শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়**

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা চালু না করার পিছনে রাজ্য সরকারের যুক্তি, এই প্রকল্প থেকে রাজ্যের কৃষকবন্ধু প্রকল্প অনেক ভালো।

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় চাষিকে প্রিমিয়াম দিতে হয়, কিন্তু কৃষকবন্ধু প্রকল্পে চাষিকে কোনও প্রিমিয়াম দিতে হয় না। প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার সুবিধা ভাগচাষিরা পান না। কিন্তু কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সুবিধা ভাগচাষিরাও পেয়ে থাকেন। যদিও কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শোভনদেববাবুকে জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের জন্য প্রতি মুহূর্তেই পাশে রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের পাশে কেন্দ্রীয় সরকার দাঁড়ায়।

পুণ্যস্নানে যাওয়ার আগে। রবিবার বাবুঘাটে। ছবি : আবির চৌধুরী

ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের হিসাব তলব

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ফের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর প্রস্তুতি নিল বিকাশ ভবন। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত কোন স্কুলে কত পড়ুয়া রয়েছে, কোথায় কতজন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী রয়েছেন, কোন স্কুলে কত শূন্যপদ রয়েছে, সেইসব বিষয়ে তথ্য চেয়ে পাঠাল শিক্ষা দপ্তর। প্রত্যেক স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা এই বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে রিপোর্ট জমা দেবেন। তারপর সেই রিপোর্ট বিকাশ ভবনে জমা পড়বে। সম্প্রতি বেশকিছু স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। তুলনামূলকভাবে সেখানে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। আবার অনেক স্কুলে পড়ুয়া বেশি থাকলেও শিক্ষক তুলনামূলকভাবে কম। তাই প্রতিটি স্কুলের পরিস্থিতি কী রয়েছে, তা জেনে নিতে চাইছে শিক্ষা দপ্তর। এজন্য স্কুলগুলিতে একটি নির্দিষ্ট ফর্মও পাঠানো হচ্ছে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে কত পড়ুয়া রয়েছে, তাও জানাতে বলা হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, কোন স্কুলে কত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অনুমোদিত পদ রয়েছে ও সেখানে কতজন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী রয়েছেন, কতগুলি শূন্যপদ রয়েছে, তা জানতে চেয়েছে বিকাশ ভবন। কোন স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কী সেই নিয়ে বিকাশ ভবনের কাছে আগেই একটা সমীক্ষা রিপোর্ট জমা পড়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছিল, রাজ্যে প্রায় ২৫০টি স্কুলে ছাত্র ভর্তির হার প্রায় শূন্য। অথচ সেখানে ৫-৬ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। পড়ুয়া সংখ্যার হিসাবে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে প্রায় ১২০০-এর বেশি শিক্ষক রয়েছেন। যে স্কুলগুলিতে অতিরিক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী রয়েছেন, তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে অন্যত্র বদলির ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। সাধারণত স্কুল প্রতি ৪০ জন পড়ুয়া পিছু একজন শিক্ষক থাকলে সেটি আদর্শ অনুপাত বলা হয়। এই অবস্থায় কোথায় কী পরিস্থিতি, তা জানতে চাইছে শিক্ষা দপ্তর।

অভিজিৎকে ফের আক্রমণ বাবুলের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : শুক্রবার রাতে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ও তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বাবুলের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে দাবি করেছিলেন অভিজিৎ। অভিজিতের বক্তব্যের কিছুক্ষণ পরই সমাজমাধ্যমে বাবুল লেখেন, 'গ্রেপ্তার করতে কোথায় নিয়ে যায় দেখি, বিমানের টিকিট দেয় কি না দেখি তারপর। নিমন্ত্রণের অপেক্ষা শুরু।'

বাবুল তাঁর পোস্টে অভিজিৎকে ফ্রাস্ট্রেটেড, অপদার্থ, ধর্মান্ধ বলে কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'ফ্রাস্ট্রেটেড গঙ্গোপাধ্যায়কে জানিয়ে রাখি শুক্র ও শনিবার উনি যে আইনি ও সাংবিধানিকভাবে নিজেকে অপদার্থ হিসাবে প্রমাণ করেছেন, আমাকে ভারতের কোনও এক রাজ্যে গ্রেপ্তার করাবেন বলে। আমি বাঙালির প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে ভালো কাজের স্বীকৃতি না দেওয়ার রাগে শুধু বিজেপি নয়, সাংসদ পদও ছেড়েছিলাম। আর উনি বিচারকের পদ থেকে সোজা বিজেপিতে।' মন্ত্রী আরও লিখেছেন, 'মোদিজির কড়া নির্দেশে দেশ-বিদেশে আমার গান গাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি টিভির কোনও অনুষ্ঠানে গান গাইলে রুষ্ট হতেন। আর এখানে মাননীয়া দিদি মন খুলে গান গাওয়ার উৎসাহ দেন। তাই এবার থেকে আমার যত শো হবে, তাঁকে নিমন্ত্রণ জানাব ভাবছি।'

হাওয়া বুঝতে জেলা সফরে বিশ্বস্ত 'বক্সীদা'

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : পুরোনো তৃণমূল ফেরানোই এখন লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বছর ঘুরলেই ২০২৬-এ বিধানসভা ভোট। এমনিতেই দুর্নীতি, আরজি কর সহ নানা ঘটনায় ঘেঁটে রয়েছে দল ও সরকার। এই অবস্থায় দলে অভিষেকের সুপারিশমতো সাংগঠনিক রদবদল করে তৃণমূলের অন্দর আরও ঘেঁটে দিতে আদৌ রাজি নন দলনেত্রী। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে সংগত কারণ থাকলে সংগঠনে রদবদল কোথাও হতেই পারে। তবে ঢালাওভাবে কিছুতেই নয়। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী মারফত সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দলনেত্রী।

'২৬-এর ভোটের আগে রাজ্যজুড়ে পুরোনো দল তৃণমূলকেই এখন আগের মতো দেখতে চান তিনি। এই লক্ষ্যে পৌঁছোতে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে তাঁর নির্দেশে দলের দূত হিসেবে রাজ্য সভাপতি 'বক্সীদা'কে সামগ্রিক হাওয়া বুঝতে সর্বত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী বলে রবিবার দলীয় সূত্রে খবর।

সেই সূত্রেই আলিপুরদুয়ারে যান সুব্রত বক্সী 'ডুয়ার্স' উৎসব উপলক্ষ্যে। দলীয় সূত্রে খবর, তিনি শনিবার আলিপুরদুয়ারে স্থানীয়

তৃণমূল নেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন। দলের লক্ষ্য নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নেত্রী এখন পুরোনো তৃণমূলকেই দেখতে চাইছেন বলে দলে বাতাও দেন তিনি। সেইসঙ্গে দলের জনসংযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন বক্সী। স্থানীয় চা বাগানগুলিতে দলের শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে কথা হয় তাঁর। আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে রবিবার যোগাযোগ করা হলে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানান, বক্সীদার সঙ্গে কোনও বৈঠক তাঁদের হয়নি ঠিকই, তবে কথা হয়েছে দলের অনেকের সঙ্গে। তৃণমূলের শুরু থেকে লড়াই, ক্ষমতায় আসা এবং মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা নিয়েই কথা বলেন তিনি। আরও জনসংযোগ বাড়িয়ে দল ও সরকারকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে দলের নেতা ও কর্মীদের আরও বেশি দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

এই মুহূর্তে দলে সাংগঠনিক রদবদলের থেকে পুরোনো ঐক্যবদ্ধ তৃণমূলই সব থেকে বেশি অগ্রাধিকার দলনেত্রীর কাছে। এই বাতাই এখন নেত্রী পৌঁছে দিতে চাইছেন রাজ্যজুড়ে তৃণমূল নেতাদের কাছে বলে এদিন জানালেন দলের জনৈক শীর্ষনেতা।

গঙ্গাসাগরে আজ মুখ্যমন্ত্রী

নির্মল ঘোষ

গঙ্গাসাগর, ৫ জানুয়ারি : ১৪ জানুয়ারি সকালে এবারের গঙ্গাসাগরের মূল স্নান। লাখো মানুষের ভিড় উপচে পড়বে মেলা প্রাঙ্গণে। ভিড় এড়াতে অনেকেই আগেভাগে থেকে স্নান করতে এসে গিয়েছেন গঙ্গাসাগরে। এরই মধ্যে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় হঠাৎ করে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় রীতিমতো গরম লাগছে। সোমবার দুপুরে মেলা প্রাঙ্গণে প্রস্তুতি দেখতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক স্তরে প্রস্তুতি তাই তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী এসে সদ্য বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার হওয়া ৯৫ জন মৎস্যজীবীকে সংবর্ধনা দেবেন। এরপর ভারত সেবাশ্রমে যাবেন এবং কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দেবেন।

রবিবার সন্ধ্যাতেও দেখা গেল কপিল মুনির আশ্রম আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে। গোটা এলাকায় অবশ্য আলোর ব্যবস্থা আগেই করা হয়েছে। ইলেক্ট্রিক আলোয় ঝলমল করছে আশ্রম চত্বর। মন্দিরের দু'পাশে অস্থায়ী ঘর করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা সাধুদের জন্য। নাগা সন্ন্যাসীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই এলাকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আছে। তবে এখনও নাগা সন্ন্যাসীরা আসেননি। দু'একদিনের মধ্যে তাঁরা চলে আসবেন।

নির্বিঘ্নে মৎস্যজীবী বিনিময়

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : ভারত ও বাংলাদেশে জেলবন্দি মৎস্যজীবীদের ঘরে ফেরানোর কৃতিত্ব কাড়তে উদ্যোগী তৃণমূল ও বিজেপি। আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের দায়ে বাংলাদেশে বন্দি ভারতের ৯৫ জন মৎস্যজীবীকে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে বাংলাদেশ।

একই সময়ে এদেশের জেলে আটক ৯০ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে সেদেশের হাতে তুলে দিয়েছে ভারত। ভারত-বাংলাদেশের সাম্প্রতিক তিক্ততার আবহে দিল্লির এই উদ্যোগকে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রকের সফল দৌত্য হিসাবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। যদিও মৎস্যজীবী প্রত্যর্পণের কৃতিত্ব নিয়ে রাজ্যের তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তর্জা।

তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, কেন্দ্রের উদ্যোগে তা সম্ভব হলেও রাজ্যের মৎস্যজীবীদের ঘরে ফেরানোর কৃতিত্বের রাজনৈতিক ফায়দা তুলবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। মাছ ধরতে গিয়ে দু'দফায় ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়ার দায়ে পাথরপ্রতিমা থেকে ১২ জন ও ওড়িশার পারাদ্বীপের কাছে ৭৮ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী গ্রেপ্তার হয়ে ভারতে বন্দি ছিলেন। অন্যদিকে, বাংলাদেশের পটুয়াখালি, বাগেরহাট এলাকায় দু'দফায় ৮৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী সহ মোট ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী বাংলাদেশে বন্দি ছিলেন। এঁদের সিংহভাগই ছিল এই রাজ্যের। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বাংলাদেশের হাতে কয়েক দফায় আটক এরাজ্যের

মোট ৯৫ মৎস্যজীবীকে ফেরত পেতে উদ্যোগী হয়েছিল দিল্লি। সেই সূত্রেই সম্প্রতি পাথরপ্রতিমা থেকে আটক ১২ বাংলাদেশিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিল্লি।

কাকদ্বীপ থেকে গ্রেপ্তার হওয়া ১২ ও ওড়িশার পারাদ্বীপ থেকে গ্রেপ্তার হওয়া ৭৮ জন বাংলাদেশিকে ইতিমধ্যেই ভারত-বাংলাদেশ জলসীমায় বাংলাদেশের উপকূলরক্ষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ৯৫ জন মৎস্যজীবীদের ঘরে ফেরার মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে ইতিমধ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে রাজ্য ও তৃণমূলের তরফে। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'রাজ্যের মৎস্যজীবীরা তাঁদের ঘরে ফিরতে পারার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকরকে আমি ধন্যবাদ জানাব।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২২৮ সংখ্যা, সোমবার, ২১ পৌষ ১৪৩১

জাল ওষুধে জেরবার

মুখ্যমন্ত্রীর পাড়া তথা বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে জাল ওষুধের ফলাও কারবার। সম্প্রতি এলাকার একটি পাইকারি ওষুধের দোকান ও গোডাউন থেকে ৬.৬ কোটি টাকার জাল ওষুধ বাজেয়াপ্তের খবরে উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শুধু কলকাতায় নয়, উৎকণ্ঠা ছড়িয়েছে সারারাজ্যে। কেননা, মূলত কলকাতা থেকে যাবতীয় ওষুধ সরবরাহ হয় জেলায় জেলায়।

সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন ও ড্রাগ কন্ট্রোল ডিরেক্টরেট যৌথভাবে তল্লাশি চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ জাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে। দোকানের মালকিনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্তের তালিকায় রয়েছে ক্যানসার, ডায়াবিটিসের মতো বিভিন্ন রোগের ওষুধ। বহু ওষুধের মোড়কে উৎপাদনকারী হিসেবে আছে বাংলাদেশ, তুরস্ক, আয়ারল্যান্ড, আমেরিকার নাম।

তল্লাশির সময় আধিকারিকরা আমদানি সংক্রান্ত নথি দেখতে চাইলে দোকান ও গোডাউনকর্মীরা কিছু দেখাতে পারেননি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক পুরো বিষয়টির ওপর নজর রাখছে। ওষুধের নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। জাল ওষুধের চক্র ফাঁসের ঘটনা অবশ্য কলকাতায় এটা প্রথম নয়। কিছুদিন আগে গড়িয়ার বোড়ালে জাল ওষুধের একটি সংস্থার সন্ধান মিলেছিল। সংস্থাটি ছিল আসলে প্রসাধন সামগ্রী নির্মাতা। কিন্তু বেআইনিভাবে ওষুধের কারবার চালাত।

ওই সংস্থার কারবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরও মাসখানেক আগে কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালে এক রোগীকে জাল ওষুধ দেওয়া নিয়ে তুমুল শোরগোল হয়েছিল। আবার আরজি কর মেডিকেল কলেজে আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে নিম্নমানের ওষুধ সরবরাহের ঘটনা সামনে এসেছিল। আরও আগে থেকেই ওই মেডিকেল কলেজে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলতেন বলেই নির্যাতিতাকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে গুঞ্জনও কম নয়।

ভেজালের কারবার দেশে আরও অনেক আছে। মাঝে মাঝে সেসব প্রকাশ্যে আসে। তা বলে ওষুধেও ভেজালের খবর অত্যন্ত উদ্বেগজনক! ওষুধ ব্যবসার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত অভিজ্ঞরা মনে করেন, খদ্দের টানতে দোকানে-দোকানে ডিসকাউন্টের যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, সেটাই যাবতীয় দুর্নীতির উৎস। একই পাড়ায় কোনও ওষুধের দোকানে ছাড় মিলছে ১০ শতাংশ, কোথাও ২০, কোথাও বা ২৩ শতাংশ।

সর্বভারতীয় স্তরে নামী একটি ওষুধ বিক্রির সংস্থা আবার ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ের বিজ্ঞাপনে ভরিয়ে দিচ্ছে সংবাদপত্রের পুরো পাতা। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ এতে খুব বিভ্রান্ত হচ্ছে। দুটো পয়সা বাঁচাতে গিয়ে অনেকে ওষুধের মান আর খেয়ালই রাখেন না। জলের দরে পাওয়া ওষুধের পাতা ছিঁড়তে গিয়ে ট্যাবলেটই ভেঙে যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় কারও ব্লাড সুগার যেটুকু বা নিয়ন্ত্রণে এসেছিল, বেশি ডিসকাউন্ট খুঁজতে গিয়ে শারীরিক সমস্যা আবার ফিরে আসছে।

অথচ সাধারণ মানুষ লোভ সামলাতে পারছেন না। পাড়ায় ওষুধের নতুন দোকান ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ের ফেস্টুন লাগাচ্ছে। সে নিয়ে বাদবাকি দোকানের সঙ্গে ঝামেলা। জোরজবরদস্তি নতুন দোকান খুলতে বাধা, এলাকায় উত্তেজনা, থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়ানোর ঘটনাও ঘটছে। শুনতে হাস্যকর মনে হলেও ওষুধের যেন 'চৈত্র সেল' শুরু হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে সর্বভারতীয় স্তরে ওষুধের গুণমান নিয়ে এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বাজারচলতি বহু ওষুধ ওই পরীক্ষায় ডাহা ফেল করেছে। তার মধ্যে ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ থেকে শুরু করে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট ইত্যাদি সবরকম ওষুধ ছিল। ওষুধের গুণমান বজায় রাখা মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সরকারের। তার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য, দু'পক্ষেরই কঠোর হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে সতর্ক থাকতে হবে সাধারণ মানুষকেও।

পাড়ার মধ্যেই জাল ওষুধের কারবার, কেউ টের না পাওয়া বিপজ্জনক। জঙ্গি-নাশকতার চেয়েও বিপজ্জনক এই জাল ওষুধের কারবার। মানুষের জীবন নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা ঠেকাতে এখনই সর্বাত্মক অভিযান জরুরি।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

আরও ঘুরবে অজি ক্রিকেটরথের চাকা

ভারতকে টেস্ট সিরিজে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ানদের উৎসব তুঙ্গে। দুটো দেশের ক্রিকেট পরিকাঠামোর ফারাক আরও স্পষ্ট।

পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

সিডনিতে রবিবার সিরিজ শেষ হওয়ার পর পিলপিল করে মাঠে লোক ঢুকে গেল। এত বছর সিডনিতে আছি, এমনভাবে মাঠের গেট খুলে দিতে দেখিনি কোনওদিন। রবিবার মাঠে গিয়ে আরও একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। ভিআইপি বক্সে অজিদের মদ খেয়ে মাতলামো। প্রচুর দর্শক খেলা নিয়ে মাতামাতি করেননি। কে কেমন খেলল, মাথাব্যথা নেই। ছুটির দিনে খাওয়াদাওয়া করতে, আড্ডা দিতে যেন হাজির।

অস্ট্রেলিয়ানদের দেখতে দেখতে ভাবছিলাম। ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের ফারাকটা এখন ঠিক কোথায়? পরিকাঠামোর দিক দিয়ে। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে। অর্থের বিচারে।

মনে পড়ে গেল, প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগে সিডনিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হোটেলের ঘরের এক দৃশ্য। সৌরভের সঙ্গে একই ঘরে রয়েছেন ভারতের বোলার দেবাশিস মোহান্তি। বিধ্বংসী সিরিজ। একদিকে গ্লেন ম্যাকগ্রা, অন্য প্রান্ত থেকে ব্রেট লি। সাঁড়াশি আক্রমণে বিধ্বস্ত ভারতের ব্যাটিং। ভারতের বোলাররা নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার সে আমলের বিশ্বত্রাস ব্যাটিংয়ের সামনে। ফেলুদার তোপসের মতো না হলেও প্রশ্নটা ছিল লালমোহন গাঙ্গুলির মানের। কাকে সামলানো কঠিন, ব্রেট লি নাকি ম্যাকগ্রা?

এমনই এক প্রশ্ন যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে সিডনির গ্যালারিতে। বোলান্ড না স্টার্ক-- কে বেশি বিধ্বংসী? দেখলাম, বোলান্ডের জনপ্রিয়তা সিডনিতে গগনচুম্বী। বোলান্ড সিডনিতে মাঠের সীমানার ধারে বল কুড়োতে এলেই অভিবাদনের ঝড় উথলে পড়ছে। আর সীমানার ধারে ফিল্ডিং করতে এসে দাঁড়িয়ে থাকলে তো কথাই নেই- গ্যালারিজুড়ে সমস্বরে গান হচ্ছে, স্কটি, ইউ আর এ লেজেন্ড। স্কট বল হাতে নিলেই আওয়াজ উঠছে ছন্দ মিলিয়ে- স্কট্টি ইজ ইওর ড্যাডি।

এই স্লোগানটা নতুন। পরশু দিনেও ছিল না। আর এখানেই সৌরভের বহু বছর আগে উত্তরটা এখনও কানে বাজল- 'ব্রেট লি-কে তবু খেলা যায়, গ্লেন ম্যাকগ্রা শ্বাস নেওয়ার জায়গা দেয় না।'

৮০-র দশকে ভারতের মাঠে এরকম ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন ম্যালকম মার্শাল। সিডনির গ্যালারির স্কটি ইজ ইওর ড্যাডির মতো একটা স্লোগান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল- 'সানি তেরে পিছে মার্শাল আ রহা হ্যায়'।

ভারতের বিভিন্ন ক্রিকেট মাঠে এই একটা ব্যাপারে ভীষণ মিল। নিজেদের দেশের খেলোয়াড়দের টিকাটিপ্পনী কেটে হেয় করা, উত্ত্যক্ত করা যেন একটা রেওয়াজ। আশির দশকেই দেখেছি নিজের দেশের খেলোয়াড়দের উদ্দেশেই জলের বোতল ছোড়া। মাঠের সীমারেখা বরাবর ফিল্ডিং করতে এলে টিকাটিপ্পনী আর চোখা চোখা গালাগালে বিধ্বস্ত করে নির্লজ্জ হাসি মশকরায় মেতে ওঠা। এদেশে কি হয় না? অবশ্যই হয়। ২০০৮ সালে মাঙ্কিগেট-এর সময়ে এবং তার পরেও অধিনায়ক বিরাট কোহলির নালিশ মেনে নিয়ে একদল অস্ট্রেলিয়ানকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

ভারতের ক্রিকেট মাঠে এখন কী হয় বলতে পারব না, তবে স্টেডিয়ামে স্টেডিয়ামে বিয়ার, ওয়াইন স্পিরিটের স্টল থেকে ঝরনার মতো বিয়ার গ্লাসে গ্লাসে করে এসে গ্যালারিতে ছড়িয়ে পড়ছে- এই দৃশ্য আমি ভারতে থাকতে দেখিনি।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় তিরিশ বছর কেটে গেল। দেশজ সংস্কৃতির সামান্য আন্দাজ এখন হয়েছে। ক্রিকেট মাঠে বিয়ার থাকবে না, মানে ক্রিকেটের মজাই থাকবে না। বিয়ার ছাড়া ক্রিকেট মানে সোনার পাথরবাটি। আসলে বিয়ার এবং ওয়াইন এদেশের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। তার মানে আবার এমনও নয় এদেশে সবাই সোমবার সকাল থেকে বিয়ার খেয়ে রবিবার রাত পর্যন্ত বেহেড মাতাল হয়ে পড়ে থাকে।

তবে পাড়ায় পাড়ায় একটা করে পাব থাকবেই। আমার পাড়ায় যে পাবটা আছে সেটা ১৯০২ সালে অস্ট্রেলিয়া তৈরি হওয়ার আগে তৈরি হয়েছে। এখনও প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় দেখি গমগম করছে। এদেশের আমজনতা যখন ক্রিকেট মাঠে যায়, তারা আনন্দ করতে যায়। উপভোগ করতে যায়। তার মানে তাঁরা সবাই গ্লেন ম্যাকগ্রা, শ্যেন ওয়ার্ন, রিকি পন্টিং, স্টিভ স্মিথ নন। এঁরা পাড়ার খোকাদা, বুড়োদা, ভাইদা, বাচ্চু, মানিক, মদন আরও অনেকে।

বেয়ারা, চালাও ফোয়ারা- বলার জন্যও তো একটা উপলক্ষ্য লাগে, সেটা ক্রিকেট। আর ক্রিকেটের সঙ্গে যদি বিয়ার থাকে তার সঙ্গে একটু আধটু বেলেল্লাপনা থাকবে না, তাই কখনও হয়! তবুও বলব- ভয় পেও না, ভয় পেও না, এসেছে ক্রিকেট এসেছে। ক্রিকেট এদেশের উৎসব, বিশেষ করে ভারতীয় দল এদেশে এলে। আরও একটা ব্যাপার হল দেশের গ্যালারি টক্কর দেখতে চায়। সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই হবে, জমে উঠবে আসর, ক্রিকেটের ফুলশয্যা। মেলবোর্নে নব্বই হাজার টিকিট নিমেষে শেষ। একটু দেরি করলে সিডনিতে ঝড়তি পড়তি যা পড়ে থাকে, তাই জুটবে।

নব্বই দশকে ভারতীয় দলের খেলা দেখেছি অস্ট্রেলিয়াতে। তাতে ভারতের সঙ্গে লড়াই সেয়ানে-সেয়ানে হত না। মাঠ ফাঁকা পড়ে থাকত। তারও আগে আশির দশকের মেলবোর্নে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার খেলা ইউটিউবে দেখেছি- ফাঁকা মাঠে গাভাসকার ব্যাট করছেন। মাঠে লোক ভেঙে পড়ত নব্বইয়ের দশকে অ্যাসেজ সিরিজে। ইংল্যান্ডের দাপট যখন চলে গেল, আবার ফাঁকা গ্যালারি। আরও ভালো উদাহরণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কয়েক বছর আগে এসেছিল এদেশে। কবে যে এল, আর কবে যে চলে গেল, টের পায়নি গোটা অস্ট্রেলিয়া। এবার মেলবোর্ন বা সিডনি দেখাল, ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়াই এদেশে এখন ক্রিকেটের সেরা দক্ষযজ্ঞ।

ভারতীয় সমর্থক চান, ভারত অচিরেই কচুকাটা করে ফেলবে প্রতিপক্ষকে। ব্যাটে সেরা, বোলিংয়ে সেরা, ফিল্ডিংয়ে সেরা তবে না খেলা। ইন্ডিয়া টুডে-তে সাক্ষাৎকারে গাভাসকার দ্বিতীয় দিনের শেষে বলেছেন সিডনির এই উইকেট টেস্ট ক্রিকেটের সেরা উইকেট নয়। এমন উইকেট ভারতে হলে অস্ট্রেলিয়ান মিডিয়া এবং প্রাক্তনরা তুলোধোনা করতেন। হতে পারে। তবে বহুদিন পরে আবার ক্রিকেট দেখলাম, যেখান বোলাররা বিস্মৃতপ্রায় প্রজাতি থেকে আবার আলোয়। অনিশ্চয়তার যে দোলাচল, ক্রিকেটের যে চেনা ছন্দ, সিডনি সেটা নিঃসন্দেহে ফিরিয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের।

সিডনির গ্যালারিতে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার দর্শক একইসঙ্গে পাশাপাশি বসে খেলা দেখছে। প্রথম দিন আমার সামনেই ছিল এক কিশোর। সোনালি চুল, হাতে ব্যাটের রেপ্লিকা। সই শিকারি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সই পেলে?

না।

কার সই নেবে?

স্কট বোলান্ড, স্টার্ক, কোহলি। একটু অবাকই হলাম। আমার বিস্ময়ের উত্তর এল তার পাশে বসা মায়ের কাছ থেকে।

আমরা আসলে ইংলিশ। আমরা অস্ট্রেলিয়াতে বেড়াতে এসেছি। আমরা সাপোর্ট করছি ইন্ডিয়াকে। বলে একগাল হাসি। একাধিক শ্বেতাঙ্গকে নজরে পড়েছে, যাঁরা ভারতের জার্সি গায়ে দিয়ে ঘুরছেন স্টেডিয়ামে। কেউ ভারতের পতাকা হাতে নিয়ে ওড়াচ্ছিল- এটা বললে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমার পুত্র ভারতের জার্সি গায়ে প্রায় পরপর দু'দিন ম্লানমুখে বসেছিল। আমার কন্যা অস্ট্রেলিয়ার জার্সি গায়ে প্রথম দিনে অনেক হইচই করে পরের দিনে আর মাঠেই গেল না। আমাদের সন্তানদের প্রজন্মের অনেকেই অস্ট্রেলিয়ার হয়ে গলা ফাটাচ্ছে, আবার তাদেরই বন্ধুরা ভারতের হয়েও চিৎকার করছে।

বেঙ্গালুরু থেকে সিডনিতে ক্রিকেট দেখতে এসেছেন শুভাশিস চক্রবর্তী। ভারতের প্রথম সারির একটি কুরিয়ার কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্ণধার শুভাশিস সত্তরে পা দিয়েছেন। ক্রিকেট পাগল মানুষ। পৃথিবীর সমস্ত দেশে ঘুরেছেন ক্রিকেটের টানে। খেলা দেখাই ওঁর একমাত্র নেশা। ১৯৮০ সালে মস্কো অলিম্পিকে শুরু, তারপর থেকে যত অলিম্পিক হয়েছে, এখনও পর্যন্ত প্রত্যেকটা গিয়ে দেখেছেন। ক্রিকেটেও তাই। কোনও বিশ্বকাপ বাদ যায় না। প্রথম দিনে আলাপ হল কলকাতার ভবানীপুরের তুহিনের সঙ্গে। তুহিন জানালেন ক্রিকেটের দর্শক হিসাবে এসেছেন অস্ট্রেলিয়াতে। বয়স তিরিশের কোঠায়।

মিলেমিশে ক্রিকেট দেখার মজা অস্ট্রেলিয়ায় ভালো মেলে। অস্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তারক্ষী, পুলিশ তো রয়েছেই। এবার চোখে পড়ল এসএমএস নম্বর। কোনও রকমের বাঁদরামির কড়া দাওয়াই এসএমএস করলেই হাজির। তাই উইকেট পড়লে উল্লাস আর বিরল বাউন্ডারির আনন্দ দু'পক্ষই ভাগ করে নিল নির্দ্বিধায়।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট পরিবেশের তুলনা নেই। আশা করি, এবার ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়বে রোহিতদের হারিয়ে তারা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠায়। অস্ট্রেলিয়ায় জনপ্রিয়তায় কিন্তু ক্রিকেট এখনও অনেক পিছিয়ে অন্য খেলার তুলনায়।

(লেখক সিডনির বাসিন্দা)

আজ

১৯৫৯

তারকা ক্রিকেটার কপিল দেবের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক এআর রহমান।

আলোচিত

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতির অহংকার। প্রশিক্ষণই সর্বোত্তম কল্যাণ- এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বদা যুদ্ধের জন্য সেনা সদস্যদের প্রস্তুত রাখতে হবে।

- মুহাম্মদ ইউনূস

ভাইরাল/১

বৃদ্ধের রোপ স্লাইডিংয়ের ভিডিও ভাইরাল। সিমলায় 'ভুন্ডা মহাযজ্ঞ'-র সময় ওই বৃদ্ধ একটি কাঠের পাটাতনের সাহায্যে সরু দড়ির ওপর দিয়ে এক কিলোমিটার দূরের পাহাড়ে পৌঁছোন। মাঝে ব্যালেন্স হারিয়ে ফেললেও নিজেকে সামলে নেন।

ভাইরাল/২

বিকট আওয়াজে কেনিয়ার মুকুকু গ্রামের বাসিন্দারা ছুটে আসেন। দেখেন একটি বিরাট চাকতি মাঠে পড়ে রয়েছে। প্রায় ৫০০ কেজি ওজনের ধাতব গরম বস্তুটি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। এটি কোনও রকেটের টুকরো ছিল।

জনমন

জনমত

সঙ্গে ক্যামেরা থাকলেই দোষ?

কলকাতায় থাকি। শীতের উত্তরবঙ্গ দেখব বলে দিনকয়েক আগে এখানে আসা। হোটেলে ওঠা। শহরটাকে একটু ভালোভাবে দেখব বলে দার্জিলিং যাওয়ার আগে এখানেই দুটো দিন থেকে যাওয়া। পরিবার নিয়ে একদিন চলে গেলাম শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে। জায়গাটা খারাপ না। তবে ওয়েবসাইটে যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখায় ঠিক ততটাও নয়। সবাইকে নিয়ে কম্বো সাফারি করলাম। মাথাপিছু ২০০ টাকার এই সাফারি কেন যেন ঠিক মনঃপূত হল না। মাত্র দুটো বাঘ আর গোটা কয়েক হরিণ দেখে কি আর সেভাবে মন ভরে! তবে এখানকার ফ্রি জু'র বেশ প্রশংসা করতে হয়। এনক্লোজারে বনবিড়াল, বাঁদর, ম্যাকাও সহ রকমারি পাখি, শকুন, ময়াল দেখে বেশ ভালোই লাগল। মনে হল ঠিকমতো চেষ্টা করা হলে জায়গাটি আলিপুর চিড়িয়াখানার মতো আকর্ষণীয় হয়ে উঠতেই পারে।

এবারে মন খারাপের কথায় আসি। ছবি তুলতে ভালোবাসি। সঙ্গে ক্যামেরা রাখি। পার্কে ঢোকার সময় সেই ক্যামেরার জন্য ১০০ টাকা ফি দিতে হল। একটু কিন্তু কিন্তু করে সেই টাকা দিয়েও দিলাম। আশপাশের অনেকের হাতেই দামি স্মার্টফোন। তাঁরাও ভিতরে ঢুকলেন। আর এন্তার ছবি তুলতে লাগলেন। অনেকে তো আবার রিলস বানাতে ব্যস্ত। অবাক হয়ে দেখলাম, পার্কের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের কিছু না বললেও ক্যামেরার টিকিট আছে কি না তা বারেবারেই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। খুব অপমানিত লাগল।

পার্ক কর্তৃপক্ষের কাছে আমার প্রশ্ন, স্মার্টফোন-ক্যামেরার জন্য একটি টাকাও না নেওয়া হলে আমার কাছে কেন টাকা নেওয়া হল?

অর্পণ সমাদ্দার, বেহালা, কলকাতা।

দার্জিলিং মেল এবং কিছু কথা

'দার্জিলিংয়েই ফিরতে পারে দার্জিলিং মেল' (প্রকাশিত উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ২৮/১২/'২৪) শীর্ষক খবরে শিলিগুড়িবাসীমাত্রই উৎসাহিত ও খুশি হওয়ার কথা। এই ট্রেনটিকে নীতিবহির্ভূতভাবে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কোনও জায়গার নামে কোনও ট্রেনকে সেই জায়গার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে নিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। অবশ্য রাজনৈতিক জাঁতাকলে কী না হয়! এই ট্রেনটির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তবে কবে থেকে দার্জিলিং মেল শিলিগুড়ি থেকে যাতায়াত শুরু করবে কারও পক্ষে বলা কি সম্ভব?

দেখা গিয়েছে, সামান্য একটি ট্রেন চলাচল নিয়ে উত্তরবঙ্গের রাজনীতিবিদদের কর্মতৎপরতার অভাব হয় না। রণং দেহি রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। অথচ তাঁরা ঋদ্ধিমান সাহা, স্বপ্না বর্মনের ওপর অন্যায় অবিচার দেখে মৌনব্রত পালন করেন, এমনকি এইমসের মতো মহার্ঘ প্রকল্প সরে গেলেও।

যাইহোক আমার প্রস্তাব, ট্রেনটি শিলিগুড়ি-বাগডোগরা-আলুয়াবাড়ি হয়ে যাতায়াত করুক। ফলে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের ওপর যেমন কিছুটা হলেও চাপ কমবে, তেমনই শহরের যানবাহন নিয়ন্ত্রণেও কার্যকরী হবে। প্রসঙ্গত, হিলকার্ট রোড থেকে স্টেশন পর্যন্ত সংযোগকারী রাস্তাটি চার লেনের হওয়ার প্রয়োজনীতা প্রশ্নাতীত। আশ্চর্যজনকভাবে জানা গেল, প্রকল্পটি স্থগিত রাখা হয়েছে।

চন্দন নাগ, সেবক রোড, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিয়ের বাজেটে হানা পুরোনো বাবু সংস্কৃতির

আর ক'দিন পরে ফিরছে বিয়ের মরশুম। শুধু শহর নয়, মফসসলেও এখন বাড়ছে বিয়ের বাজেটের অবিশ্বাস্য অঙ্ক।

শিমূল সরকার

মাদারিহাটের শালামন্ডার মোড়ে সকালে ধোঁয়া ওঠা চায়ের গেলাসে তর্কের তুফান। আলিপুরদুয়ারের কোনও এক ব্যবসায়ী নাকি মেয়ের বিয়েতে কোটি টাকা খরচ করেছেন। আড্ডায় আসছে গত মরশুমে চায়ের পাতার দাম থেকে বিয়েবাড়ির বাজেট।

সামনে দেশের বাজেট আসছে। শিল্পপতি সহ বিশেষজ্ঞরা মাথা ঘামাবেন। তবে আলোচনাতে অন্তিমভোক্তা আমজনতা, সাধারণ কৃষক বা শ্রমিক ডাক পেয়েছে বলে শুনিনি। অথচ এই বাজেটের উপর পরবর্তী এক বছরে নাগরিকদের সংসার নির্ভরশীল।

তাহলে নাগরিকরা এত নির্বিকার কেন! আদতেও আম নাগরিক কোনওদিন সংসার বা বিয়ের বাজেটের বাইরে না ভেবেছেন, না ভাবতে শেখানো হয়েছে!

জাতীয় বা রাজ্য বাজেট মোট কথা আমজনতা খুব একটা বোঝে না। সহজ করে বললে, মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। ১৮৬১ সাল থেকে চলে আসা বাজেট নিয়ে নাগরিকদের কোনওদিন সচেতন করা হয়নি সেইভাবে। অথচ প্রত্যেকে নাগরিক নিজের সংসারের আয় ও ব্যয়ের একটা ভারসাম্য রেখে চলেন। বহুজন ছোট খাতায় প্রতি মাসে হিসাব লিখে রাখেন। খাতা দেখে পরে টের পান বাজারদরের কেমন বিবর্তন!

শহরের নাগরিকদের বড় খরচ, চিকিৎসা। উত্তরবঙ্গের শহরে হিসেব রাখা হলেও, চা বাগানে ওই হিসেবের কেউ ধার ধারে না। বাগানের ডাক্তারের ট্যাবলেটেই মেলে স্বস্তি। না হলে

আছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। মেন্দাবাড়ি ভায়া কোচবিহার হয়ে শিলিগুড়ি যাওয়ার ক্ষমতা খুব কম জনের হয়।

এক সময় ইংরেজরা বলতেন, ভারত বড়লোকদের জন্য গরিবের দেশ, গরিব লোকদের জন্য বড়লোকের দেশ। অধিকাংশ নাগরিক তাঁদের উন্নতির মূল কারণ মনে করেন ট্যাঁকের জোর। সেই ক্ষমতা অর্জনে কোনও পাথর ওলটাতে পিছপা হন না।

সেই প্রেক্ষাপটে বাজেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নাগরিকদের টনক নড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম চড়লে। বা কর বেশি গুনতে হলে। অনেকে বলে, বাজেটের বিষয়ে আমজনতার অজ্ঞানতা নাকি অনেকের ভরসা!

চায়ের আলোচনায় তখন উঠেছে, মাসখানেক আগের আলিপুরদুয়ারে সেই কোটি টাকার বিয়ের বাজেট। এই বিয়ে দেখে অনেকের চোখ কপালে। চিন্তার কারণ, তিন মেয়ে পরপর বিবাহযোগ্য। সামান্য একটা চায়ের দোকানে সংসার টানেন। ওই স্বপ্নের বিয়েতে আয়োজন ও খরচের বহরে বিভ্রান্ত।

একদা কলকাতার বাবু সংস্কৃতি যেন নতুন রূপে ফিরে আসছে। দুশো বছর আগে ছিল বিড়াল, পায়রার বিয়ে। সেই জাঁকের কথা মুখে মুখে ফিরত। বিয়ে যবে থেকে ইভেন্ট হয়েছে, চড়েছে বাজেট। সাধারণ মধ্যবিত্ত বিয়েতেও আজ তিরিশ-চল্লিশ লাখ বাজেট। শুধু বিয়ের ভিডিও কবেই তামাদি। এখন বিয়ের আগের ফোটো, ভিডিও তোলাতেই লাখ দশেক খসতে পারে। বিয়েতে আবার ব্যাংকের ঋণ মেলে না। নেই স্পনসরের খোঁজ। সবটাই নিজের গ্যাঁট থেকে।

মাদারিহাটের মতো মফসসলে, গ্রামের সকলকে না নিমন্ত্রণ করলেও আসবেন। আপ্যায়ন না করলে সম্মান থাকে না। সকাল দশটা থেকে পাত পড়ে। রাত অবধি চলে। তাও একটা সামাজিক প্রথা রয়েছে-- সকলে কিছু সবজি, ডাল, চাল দিয়ে এগিয়ে আসেন।

সেই সাদামাঠা আন্তরিকতা ভরা বিয়ের দিন যেন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

বিয়ের বাজেট নিম্ন বা মধ্যবিত্তের কাছে ক্রমশ নাগালের বাইরে! ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে কে না চায় জাঁকজমক করতে! ভালো কথা বললেন দাসবাবু-- অত ঝামেলার কী আছে? রেজিস্ট্রি করিয়ে দাও! ল্যাটা চুকে যাবে। লাভ ম্যারেজের নাকি বাজেট কম। গ্রামবাংলায় সমাজ তিন দশক আগেও যে বিয়েতে মান্যতা দিত না।

(লেখক পুলিশ অফিসার। দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গে ছিলেন)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩২

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। বাংলা বছরের একটি মাস ৪। গোবর ৫। মক্কার বিখ্যাত মসজিদ, ঢিলা ঘের ও ঢিলা আস্তিনের লম্বা জামা ৭। কৃপণ ৮। বাবার বাবা, ঠাকুরদা ৯। কাব্য পাঠের ফলে পাঠকের মনে সঞ্চারিত আনন্দের অনুভূতি ১১। হঠাৎ জোরে ধেয়ে আসা ১৩। চাঁদ ১৪। পশ্চিমবঙ্গের নিকট প্রতিবেশী একটি রাজ্য ১৫। পুত্র, কল্পিত স্বর্গের উদ্যান।

উপর-নীচ : ১। ঐশ্বর্য, মহিমা, ধনসম্পদ ২। আকাশ, নভোমণ্ডল ৩। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য বাজানো ঢাক ৬। বলিহারি, চমৎকার ৯। শ্রীকৃষ্ণের ঘরোয়া নাম ১০। সরোজ, পদ্ম ১১। বশ করা, পীড়ন, সংযত করা, নিয়ন্ত্রণ ১২। সোনা, ফুলবিশেষ।

সমাধান ■ ৪০৩১

পাশাপাশি : ১। কুটুম্বিতা ৩। ফজলি ৫। বচ্ছরকার ৭। চেতনা ৯। আকাশি ১১। শয়নকক্ষ ১৪। কইলা ১৫। কদাচার।

উপর-নীচ : ১। কুচকুচে ২। তাজ্জব ৩। ফতুর ৪। লিটার ৬। কালিকা ৮। তনয় ১০। শিষ্টাচার ১১। শতেক ১২। নহলা ১৩। ক্ষণিক।

বিন্দুবিসর্গ

ক্যাগের রিপোর্টের ভিত্তিতে কটাক্ষ মোদির

৩ গুণের বেশি খরচ কেজরির বাসভবনে

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : অনুমান করা হয়েছিল খরচ পড়বে ৮.৬২ কোটি টাকা। কাজ শেষ হলে দেখা যায় খরচ হয়েছে ৩৩.৬৬ কোটি টাকা। প্রাথমিক হিসাবের চেয়ে যা ৩ গুণের বেশি। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকারি বাসভবনের সংস্কার ও সাজসজ্জা নিয়ে চলা বিতর্ক দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন মাত্রা পেয়েছে। প্রাক্তন কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল গিরীশচন্দ্র মুর্মুর তৈরি করা কেজরিওয়ালের বাসভবন সংস্কার সংক্রান্ত রিপোর্টটি সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর আপের সঙ্গে বিজেপির সংঘাত নতুন মাত্রা পেয়েছে।

রাজধানী এলাকার শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার তিনি বলেন, 'দিল্লির বাসিন্দারা যখন করোনা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছিলেন তখন আপ শিশমহল (মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনকে ইদানীং এই নামে ডাকছেন বিরোধী নেতারা) তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। শিশমহল হল ওদের মিথ্যাচারের উদাহরণ।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, 'আমি দিল্লির কয়েকজন পড়ুয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অরবিন্দ কেজরিওয়াল এখানকার জন্য কী করেছেন? একজন আমাকে জানিয়েছেন, কেজরিওয়াল নিজের জন্য একটি শিশমহল তৈরি করেছেন।' রবিবার এই ইস্যুতে ফের সরব হন প্রধানমন্ত্রী। আপকে 'আপদা' (বিপর্যয়) বলে খোঁচা দেন। তাঁর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে দিল্লিকে বিশ্বমানের রাজধানী শহর হিসাবে গড়ে তোলা হবে।

রোহিণীতে জাপানিজ পার্কে বিজেপির পরিবর্তন সমাবেশে মোদি বলেন, 'আমি আত্মবিশ্বাসী যে দিল্লিতেও পদ্ম ফুটতে চলেছে। একমাত্র বিজেপিই দিল্লিকে সেরা রাজধানী শহরের মর্যাদা দিতে পারে। মানুষের মন জয় করার এবং এই আপদাকে দিল্লি থেকে সরিয়ে দেওয়ার এটাই সেরা সময়। আর আপদাকে সহ্য করা যাবে না। এবার বদল হবেই।'

ক্যাগের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২০-'২২-এর মধ্যে (কেজরিওয়াল তখন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী) মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে শুধু জানলা-দরজার পর্দা বাবদ পুর্ত দপ্তর ৯৬ লক্ষ টাকা খরচ করেছিল। রান্নাঘরের সরঞ্জাম কিনতে খরচ হয়েছিল ৩৯ লক্ষ টাকা। টিভি কনসোল খাতে খরচ হয় ২০.৩৪ লক্ষ টাকা। ট্রেডমিল এবং জিম সরঞ্জাম বাবদ প্রায় সাড়ে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সিল্ক কার্পেট ও মিনিবার তৈরিতে খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬.২৭ লক্ষ টাকা এবং ৪.৮ লক্ষ টাকা। দেওয়ালে মার্বেল পাথরের জন্য ২০ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হলেও শেষপর্যন্ত এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৬.৮৯ লক্ষ টাকা। ফ্লোর টাইলসের বাজেট ধরা হয়েছিল সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা যা বেড়ে হয়েছিল ১৪ লক্ষ টাকা।

হেলিকপ্টার বিপর্যয় : গুজরাতের পোরবন্দরে রবিবার দুপুরে মহড়ার সময় ভেঙে পড়ল উপকূলরক্ষী বাহিনীর হেলিকপ্টার। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। আহত কয়েকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উপকূলরক্ষী বাহিনীর অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টারে (এএলএইচ) প্রতিদিনের মতো রবিবার আকাশপথে মহড়ার সময় আগুন লাগে। তারপর বিমানবন্দরে ভেঙে পড়ে হেলিকপ্টারটি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই দুর্ঘটনা। তবে মৃতদের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। দেহ শনাক্ত করার কাজ চলছে।

'প্রিয়াংকার গালের মতো রাস্তা বানাব'

বিজেপি নেতার মন্তব্যে নিন্দার ঝড়

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : রমেশ বিধুরি আর বিতর্ক যেন হাত ধরাধরি করে চলে। প্রথমে লোকসভার অন্দরে দাঁড়িয়ে বসপার প্রাক্তন সাংসদ দানিশ আলিকে কুকথা বলেছিলেন তিনি। আর এবার ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন বিজেপির দক্ষিণ দিল্লির প্রাক্তন সাংসদ তথা কালকাজি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। রবিবার একটি কর্মীসভায় তিনি বলেন, 'আসন্ন বিধানসভা ভোটে আমি যদি কালকাজি আসনে জিততে পারি তাহলে প্রিয়াংকা গান্ধির গালের মতো এলাকার রাস্তা বানিয়ে দেব।' স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কংগ্রেস তো বটেই, আপও নিন্দা করেছে। বিতর্কের জেরে পরে অবশ্য ক্ষমা চেয়েও নিয়েছেন বিধুরি। তিনি বলেন, 'আমি যা বলেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি এবং আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

যদিও প্রথমে বিতর্কে কান দিতে চাননি বিধুরি। বিহারের রাস্তাঘাট হেমা মালিনীর গালের মতো করে দেবেন বলে আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব যে মন্তব্য করেছিলেন সেই প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি। বিধুরি বলেন, 'কংগ্রেস যদি আমার মন্তব্যে কষ্ট পেয়ে থাকে তাহলে হেমা মালিনীর ক্ষেত্রে কী হয়েছিল? উনি একজন বিখ্যাত

অভিনেত্রী। লালুপ্রসাদ যাদবকে যদি তাঁর মন্তব্যের জন্য কোণঠাসা করা না হয়ে থাকে তাহলে আমার বেলায় প্রশ্ন উঠছে কেন? হেমা মালিনী কি মহিলা নন? জীবনে সাফল্যের নিরিখে উনি প্রিয়াংকা গান্ধির থেকে অনেক উঁচুস্থানে রয়েছেন।' কালকাজি আসনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর বিরুদ্ধে বিধুরিকে প্রার্থী করেছে বিজেপি।

তাঁর যুক্তি খণ্ডন করে কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনেত বলেন, 'এটাই হল বিজেপির আসল চেহারা। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের উচিত প্রিয়াংকা গান্ধির কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাওয়া। রমেশ বিধুরি যা বলেছেন তাতে ওঁর মানসিকতা এবং বিজেপির চরিত্রের দিকটা ফুটে উঠেছে। বিজেপি একটি মহিলা বিরোধী দল।' কালকাজি আসনের কংগ্রেস প্রার্থী অলকা লাম্বা বলেন, 'আমি এলাকার মানুষের কাছে জানতে চাই মহিলাদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেন এমন একজন জনপ্রতিনিধি কি চান তাঁরা? রমেশ বিধুরিকে নিয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে ক্ষমা চাইতে হবে।' আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, 'বিজেপির এহেন প্রার্থীর ভাষা একবার শুনুন। দিল্লির মহিলাদের সম্মান এই সমস্ত নেতার হাতে নিরাপদে থাকবে?'

নতুন লক্ষ্যে রামদেব

হরিদ্বার, ৫ জানুয়ারি : হরিদ্বারে পতঞ্জলির ৩০তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের ৫টি নতুন লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করলেন যোগপীঠের পরমাধ্যক্ষ স্বামী রামদেব। এর মধ্যে রয়েছে আগামী ৫ বছরে ৫ লক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভারতীয় শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত করা, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চরিত্র গঠন-পরিকাঠামো বিকাশে সহায়তা, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার এবং নেশামুক্তি। রামদেব বলেন, 'শিশুদের শুধু শব্দবোধের শিক্ষা যথেষ্ট নয়। শব্দবোধের পাশাপাশি বিষয়বোধ, আত্মবোধ, ভারতীয়ত্ববোধ তথা নিজেদের গৌরববোধের বিকাশ প্রয়োজন।' বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নে পতঞ্জলি ১ লক্ষ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে বলে যোগগুরু জানিয়েছেন।

খাদে গাড়ি, মৃত ৪

শ্রীনগর, ৫ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্টওয়ারে একটি গাড়ি খাদে পড়ে যাওয়ায় চারজনের মৃত্যু হল। দু'জনের কোনও খোঁজ মেলেনি। তাঁদের মধ্যে একজন গাড়িচালক। গাড়িতে ছ'জন ছিলেন। ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'দুর্ঘটনার খবর পেয়েছি। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। চালক সহ দু'জনের খোঁজ মেলেনি।' কিস্টওয়ারের ডিসিপি রাজেশ কুমার বলেছেন, 'উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে রয়েছে। আমি আপডেট নিচ্ছি।'

মায়ের খোঁজে ভারতে পা স্পেনীয় তরুণীর

ভুবনেশ্বর, ৫ জানুয়ারি : স্পেনীয় তরুণী স্নেহা খুঁজে পেতে চান তাঁর গর্ভধারিণীকে। স্নেহাকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁর স্পেনীয় মা, বাবা।

২০ বছর আগে এক বছরের বেশি স্নেহাকে ঘরে রেখে উধাও হয়েছিলেন তাঁর মা। স্নেহার ভাই তখন কয়েক মাসের। এক স্পেনীয় দম্পতি তাঁদের দত্তক নেন। স্পেনের জারাগোজায় স্পেনীয় মা, বাবার কোলে বড় হয়েছেন স্নেহা, সোমু। মায়ের স্নেহ, বাবার আদর স্নেহা, সোমুকে দিয়েছেন গেমা ভিদাল, জুয়ান জোশ। পড়াশোনা, খেলাধুলো, খুনসুটি কোনও কিছুতেই খামতি ছিল না স্পেনীয় পরিবারে।

ভাইবোন বড় হয়ে জেনেছে তাদের আসল মা বনলতা, বাবা সন্তোষ দাস ওডিশায় থাকেন। ভুবনেশ্বরের নয়াপল্লির বাড়িতে তারা থাকত। বাবা বেসরকারি সংস্থায় রাঁধুনির কাজ করতেন। মাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। সন্তান স্নেহের আগল মা-ও খুলে দেন। দুধের সন্তানদের রেখে পালান।

বাড়িওয়ালা দুই ভাইবোনকে অনাথ আশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করেন। ভাগ্য ভালো। তাই বেশিদিন অনাথ আশ্রমে থাকতে হয়নি। স্পেনীয় দম্পতি দত্তক নেন।

মায়ের খোঁজে ভারতে এসে ১৯ ডিসেম্বর থেকে ওডিশায় পড়ে রয়েছেন স্নেহা, গেমা। আর মাত্র একটি দিন। সোমবার স্নেহাকে ফিরতে হবে। স্পেনে একটি সংস্থায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন স্নেহা।

গেমা জানিয়েছেন, স্নেহা ভীষণ দায়িত্বশীল। পড়াশোনায় ভালো।

মা, বাবার দেখা না পেলেও তাদের হদিস দিয়েছেন রমা দেবী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা স্নেহসুধা মিশ্র। তাঁর সাহায্যে সিটি কমিশনার জানিয়েছেন, কটকে বনলতা, সন্তোষের খোঁজ মিলেছে। তাঁদের শনাক্ত করতে পুলিশ ও পঞ্চায়েত কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হয়েছে।

অবিবাহিতদের জন্য দরজা বন্ধ ওয়ো'র

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : অবিবাহিত যুগলদের জন্য দুঃসংবাদ। এবার থেকে ওয়োতে নথিভুক্ত হোটেলগুলিতে অবিবাহিত প্রেমিক-প্রেমিকাদের ঠাঁই পেতে গেলে তাঁদের সম্পর্কের প্রমাণপত্র দিতে হবে। সম্প্রতি এই মর্মে একটি নির্দেশিকা চালু হয়েছে উত্তরপ্রদেশের মিরাটে। ওয়োর নতুন নিয়ম অনুযায়ী, হোটেলে চেক-ইনের সময় যুগলকে এবার থেকে সম্পর্কের প্রমাণপত্র দিতে হবে। অনলাইনে ওয়োর কোনও হোটেল বুক করার সময় এই অপশনটি আসবে। যদিও অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পর্কের আদৌ কোনও প্রমাণপত্র থাকে কি না, তা অবশ্য কারও জানা নেই। প্রাপ্তবয়স্ক যুগলরা তাঁদের পছন্দের যে কোনও হোটেলে নিশিযাপন করতে পারেন। ২০১৩ সালে ওয়ো রুমস তৈরির পর সংস্থার আকাশছোঁয়া সাফল্যের নেপথ্যে অবিবাহিত যুগলদের হোটেলের দরজা হাট করে খুলে রাখাই ছিল অন্যতম বড় কারণ। কিন্তু নাগরিকসমাজের একাংশের চাপ এবং খানিকটা আইনি জটিলতার কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি।

টুকরো খবর

জগন্নাথ মন্দিরের মাথায় ড্রোনের চক্কর

ভুবনেশ্বর, ৫ জানুয়ারি : রবিবার কাকভোরে মন্দিরের ওপর আধ ঘণ্টা ধরে চক্কর কেটেছে ড্রোন। ওডিশার আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন জানিয়েছেন, মন্দিরের ওপর ড্রোন ওড়ানো বেআইনি। তিনি বলেছেন, 'যে এই কাজ করেছে, তাকে চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।' তিনি জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা এড়াতে মন্দিরে চারপাশে চারটি টাওয়ারে ২৪ ঘণ্টার জন্য পুলিশ মোতায়েনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

স্ত্রীর হেনস্তায় ফের আত্মঘাতী স্বামী

আহমেদাবাদ, ৫ জানুয়ারি : বেঙ্গালুরু, দিল্লির পর এবার গুজরাট। স্ত্রীর বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ তুলে আত্মঘাতী হলেন বোটাড জেলার জামরালা সুরেশ সতদিয়া। ৩৯ বয়সি ওই ব্যক্তি স্ত্রী জয়ার বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগগুলি মোবাইলে ভিডিও রেকর্ড করে আত্মঘাতী হলেন। ৩০ ডিসেম্বরের ঘটনা। ওইদিন তাঁর ঝুলন্ত দেহ বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে। সুরেশ ও জয়ার সংসারজীবন ১৭ বছরের। তাঁদের দুই পুত্র, দুই কন্যা রয়েছে। ভিডিওতে সুরেশ হাউ হাউ করে কেঁদে বলেছেন, 'ও কোনও দিন আমার ছিল না। আমার সন্তানদের জন্যও ছিল না। ও আমাকে মরতে বাধ্য করাল। তোমরা ওকে শাস্তি দিও।' স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সুরেশের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর প্রায়ই ঝগড়া হত। হামেশাই বাপের বাড়ি চলে যেতেন তিনি। এই ঘটনার আগেও যান। স্ত্রীকে ফেরাতে ব্যর্থ হন সুরেশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে স্ত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বার্ড ফ্লুতে প্রাণ গেল ৩টি বাঘ, ১ চিতার

মহারাষ্ট্রে জারি সতর্কতা

নাগপুর, ৫ জানুয়ারি : বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩টি বাঘের। একটি মৃত চিতার দেহেও মিলেছে বার্ড ফ্লু-র ভাইরাস। ৪ শিকারি প্রাণীর প্রাণহানির জেরে মহারাষ্ট্রে জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। গত ডিসেম্বরে লোকালয়ে ঢুকে পড়া ৩টি বাঘ এবং একটি চিতাবাঘকে আনা হয়েছিল নাগপুরের গোরেওয়াড়া পশু উদ্ধার

কেন্দ্রে। সবকটি প্রাণী আহত ছিল। উদ্ধারকেন্দ্রেই তাদের চিকিৎসা চলছিল। ২০ ডিসেম্বর একটি বাঘের মৃত্যু হয়। ৩ দিন পর আরও ২টি বাঘ মারা যায়। দিনকয়েকের মধ্যে একটি চিতার মৃত্যুর ঘটনাও সামনে আসে। প্রাণীগুলির চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত পশু চিকিৎসকদের সন্দেহ হওয়ায় বাঘেদের দেহের নমুনা পরীক্ষার জন্য ভোপালে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হাই সিকিউরিটি অ্যানিম্যাল ডিজিজেস-এ পাঠানো হয়েছিল। সেখানেই এইচ৫এন১ (বার্ড ফ্লু) ভাইরাস সংক্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে মহারাষ্ট্র সরকার। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে কেন্দ্র। পাখিদের মধ্যে বার্ড ফ্লু সংক্রমণ সাধারণ ঘটনা। মুরগিদের মধ্যে বহু বার বার্ড ফ্লু সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। তবে বনের পশুদের মধ্যে বিশেষ করে বাঘেদের এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বিরল। কীভাবে বাঘ ও চিতাগুলি বার্ড ফ্লু-তে আক্রান্ত হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোরেওয়াড়া পশু উদ্ধার কেন্দ্রে বর্তমানে ১২টি চিতা এবং ২৬টি বাঘ রয়েছে। সেগুলির স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা হচ্ছে। ৩৮টি প্রাণীই সুস্থ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

পশু চিকিৎসকদের মতে, বিরল হলেও বন্য পশুদের বার্ড ফ্লু সংক্রমণ নজিরবিহীন নয়। মাংসাশী প্রাণীরা অনেক সময় বার্ড ফ্লু আক্রান্ত প্রাণীর মাংস খেয়ে এই ভাইরাসের বাহক হয়ে ওঠে। এর জেরে অনেক ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুও হয়। নাগপুরে বাঘ ও চিতার ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে বলে অনুমান করছেন তাঁরা।

শহিদ পুলিশ, খতম ৪ মাওবাদী

রায়পুর, ৫ জানুয়ারি : ২০২৬ সালের মধ্যে দেশকে মাওবাদী-শূন্য করার সময়সীমা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এই সময়সীমার মধ্যে সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে জোর দেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পালনে তৎপর মাওবাদী অধ্যুষিত ছত্তিশগড়।

এই রাজ্যের বস্তার অঞ্চলে শনিবার রাতভর পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযানে নিকেশ হল চার মাওবাদী। শহিদ হয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের প্রধান কনস্টেবল সান্নু করম। চার মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। সেইসঙ্গে ঘটনাস্থল থেকে মিলেছে এক ৪৭, এসএলআর সহ একাধিক স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক রবিবার এই তথ্য জানিয়েছেন।

দান্তেওয়াড়ার পুলিশসুপার গৌরব রাই জানিয়েছেন, আরও কোনও মাওবাদী লুকিয়ে রয়েছে কিনা, তা খুঁজে দেখতে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রাখা হয়েছে। মাওবাদীদের সন্ধানে শনিবার সন্ধ্যায় অভিযানে নামে যৌথবাহিনী। দান্তেওয়াড়া ও নারায়ণপুর সীমানায় অবুঝমাড়ের দক্ষিণ দিকের জঙ্গলে মাওবাদীদের সঙ্গে লড়াই শুরু হয় ডিআরজি ও এসটিএফ-এর। লড়াই চলে গভীর রাত পর্যন্ত।

নতুন ইংরেজি বছরে ছত্তিশগড়ে এটাই মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যৌথবাহিনীর দ্বিতীয় অভিযান। প্রথমটি হয়েছিল ৩ জানুয়ারি। সেদিন ছত্তিশগড়ের গড়িয়াবন্দ জেলায় নিরাপত্তাবাহিনী মাওবাদীদের ৩ জনকে খতম করেছিল।

পদ্ম, হাতের ফারাক বোঝালেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : বিজেপি ও সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোটের লড়াইকে বরাবরই দুটি বিচারধারার লড়াই বলে আখ্যা দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। এবার বিজেপির থেকে কংগ্রেস কোথায় আলাদা, সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। শনিবার মাদ্রাজ আইআইটির একদল পড়ুয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদেরকে দুই দলের চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে রাহুল বলেন, 'আমাদের দল আরও স্বচ্ছভাবে সম্পদ বণ্টনে বিশ্বাসী। আমরা মনে করি, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আরও ব্যাপক এবং সার্বিক উন্নয়ন হওয়া উচিত। কিন্তু বিজেপি সেই বিকাশকে তিনগুণ নীচে নামিয়ে আনায় বিশ্বাসী। সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা মনে করি, সমাজে আরও সম্প্রীতি থাকা উচিত। মানুষ যত কম সংঘাতে লিপ্ত হবে, ততই তা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক।' আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে রাহুলের মত, 'আমরা যেভাবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলি, তা নিয়ে দুই দলের মধ্যে

আমরা মনে করি, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আরও ব্যাপক এবং সার্বিক উন্নয়ন হওয়া উচিত। কিন্তু বিজেপি সেই বিকাশকে তিনগুণ নীচে নামিয়ে আনায় বিশ্বাসী।

রাহুল গান্ধি

কিছুটা পার্থক্য থাকলেও মিল রয়েছে অনেকখানিই।'

তবে শিক্ষাগত বিষয়ে বিজেপির থেকে কংগ্রেসের অবস্থান অনেকটাই আলাদা, সেকথা জানাতে ভোলেননি রাহুল। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'আমি মনে করি, যে কোনও সরকারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল পড়ুয়াদের জন্য উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা। বেসরকারিকরণ এবং আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে এই লক্ষ্যপূরণ করা সম্ভব নয়। শিক্ষাখাতে আমাদের উচিত, প্রচুর পরিমাণ অর্থ খরচ করা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে মজবুত করা।' মাদ্রাজ আইআইটি পড়ুয়াদের রাহুল বলেন, 'সবকিছুর বেসরকারিকরণ করলেই মানুষকে উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি না। আমি বহুবার বলেছি, আমাদের দেশের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি হল সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আপনাদের প্রতিষ্ঠানও তার মধ্যে অন্যতম।'

পড়ুয়াদের কাছে তিনি ভারত জোড়ো যাত্রার প্রসঙ্গও তোলেন। তবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এদিকেই সবাইকে ঠেলে দেয়।' রাহুল বলেন, 'শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যেখানে ছেলেমেয়েরা যে যেটা হতে চায় সে যাতে সেটাই হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক কিছুরই কোনও গুরুত্ব নেই। বহু পেশাকে নীচু চোখে দেখা হয়। শুধুমাত্র ৪-৫টি পেশাকেই অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়।'

ধর্মস্থান আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : রাম মন্দির আন্দোলনের সময় পিভি নরসিমা রাওয়ের সরকার যে ধর্মস্থান আইন তৈরি করেছিল, তা এবার কঠোরভাবে কার্যকর করার দাবি তুলল ইন্ডিয়া। এই উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার ভাবনাচিন্তা চলছে বিরোধী শিবিরের অন্দরে। উত্তরপ্রদেশের সম্ভালে মন্দির-মসজিদ বিতর্কের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এআইমিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তিনি ১৯৯১ সালে তৈরি ধর্মস্থান আইন কঠোরভাবে কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি সেই মামলার শুনানি রয়েছে। সূত্রের খবর, ধর্মস্থান আইন নিয়ে একই দাবি তুলে এবার পৃথক মামলা করতে চলেছে ইন্ডিয়া জোটভুক্ত দলগুলি।

১৯৯১ সালের ওই আইনে সাফ বলা হয়েছে, ১৫ অগাস্ট ১৯৪৭ সালে ভারতের ধর্মস্থানগুলি যেমন অবস্থায় ছিল, ঠিক তেমনটাই রেখে দেওয়া হবে। কংগ্রেস, সপা, তৃণমূল, বামেরা আইনের ওই ধারাগুলি কঠোরভাবে কার্যকর করার পক্ষপাতী। তবে ওই মামলাটি যৌথভাবে করা হবে নাকি পৃথক পৃথক আবেদন করা হবে, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। কারণ, ইন্ডিয়াভুক্ত দলগুলির মধ্যে এই ব্যাপারে প্রথমে আলোচনা হলেও তারা এখনও পর্যন্ত ঐকমত্যে পৌঁছোতে পারেনি বলে সূত্রের খবর। বিরোধী শিবিরের এক নেতা বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির শীর্ষনেতৃত্বের মধ্যে এখনও আলোচনা চলছে। তবে সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে আবেদন করবেন।'

কংগ্রেসের একটি সূত্র জানিয়েছে, আবেদনের খসড়া লেখার কাজ চলছে। কেরলে কংগ্রেসের শরিক দল আইইউএমএল-ও একটি পৃথক মামলা দায়েরের চিন্তাভাবনা করছে। অন্যদিকে সপা সূত্রের বক্তব্য, তারা ধর্মস্থান আইনকে অক্ষরে অক্ষরে কার্যকর করার ব্যাপারে দায়বদ্ধ। আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা-ও ডিসেম্বর মাসে একটি মামলা দায়ের করেছেন। সিপিআই এবং সিপিএমও পৃথক মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সব মিলিয়ে ১৯৯১ সালে নরসিমা রাওয়ের আমলে তৈরি আইনকে সামনে রেখে বিজেপির বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের তোড়জোড় শুরু হয়েছে ইন্ডিয়া জোটে।

হিলারি, সোরোসকে প্রেসিডেন্ট পদক জো'র

ওয়াশিংটন, ৫ জানুয়ারি : মেয়াদ শেষ হওয়ার দিনকয়েক আগে প্রাক্তন মার্কিন ফার্স্ট লেডি তথা প্রাক্তন বিদেশসচিব হিলারি ক্লিন্টন, বিতর্কিত মানবতাবাদী জর্জ সোরোস, ভোগ পত্রিকার সম্পাদক আনা উইন্টুর, বিজ্ঞানী বিল নাই, অভিনেতা ডেনজেল ওয়াশিংটন সহ ১৯ জন বিশিষ্টকে আমেরিকার সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম' প্রদান করলেন জো বাইডেন। শনিবার হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে হওয়া অনুষ্ঠানে সম্মানপ্রাপকদের তালিকায় ছিলেন আর্জেন্টিনীয় ফুটবলার লিওনেল মেসিও। কিন্তু পূর্বনিধারিত কর্মসূচির কারণে তিনি সশরীর উপস্থিত হয়ে মেডেল গ্রহণ করতে পারেননি।

দর্শক আসনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন, প্রতিরক্ষাসচিব লয়েড অস্টিন সহ সরকারের শীর্ষকর্তারা। দেখা গিয়েছে হলিউডের একাধিক সেলেব্রিটিকে। এদিনের অনুষ্ঠানে দৃশ্যতই আবেগতাড়িত মনে হয়েছে বাইডেনকে। বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিদায়ি প্রেসিডেন্ট বলেন,

'প্রেসিডেন্ট হিসাবে শেষবারের জন্য আমি একদল সত্যিকারের অসাধারণ মানুষকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান স্বাধীনতা পদক দেওয়ার সুযোগ পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি।' বাইডেন যখন হিলারি ক্লিন্টনের গলায় মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন, সেইসময় প্রেসিডেন্টের সহকারী বিবৃতি পাঠ করেন, 'একজন আইনজীবী হিসেবে আপনি (হিলারি) শিশুদের অধিকার রক্ষা করেছেন। ফার্স্ট লেডি হিসেবে আপনি সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার জন্য লড়াই করেছেন। সেনেটর হিসেবে আপনি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর পর নিউ ইয়র্কের পুনর্গঠনে সাহায্য করেন। বিদেশসচিব হয়ে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছিলেন।'

সম্মানপ্রাপকদের তালিকায় ছিলেন মানবাধিকার কর্মী ফ্যানি লু হ্যামার, প্রাক্তন প্রতিরক্ষাসচিব অ্যাস্টন কার্টার এবং প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল রবার্ট ফ্রান্সিস কেনেডি।

অতিরিক্ত শব্দে ক্ষতি অটিস্টিকদের

অতিরিক্ত শব্দ অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তির সেন্সরি ওভারলোডের এক ভয়ানক কারণ। উচ্চগ্রামে টিভি, গাড়ির অতিরিক্ত হর্ন বা জনাকীর্ণ ঘর যে কারও জন্য সেন্সরি ওভারলোডের কারণ হতে পারে। এই সমস্যা অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে অনেক বেশি তীব্র এবং কঠিন। অনেক দৈনন্দিন পরিস্থিতি যা সাধারণ চোখে হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু সেটাই অটিস্টিক শিশুদের ট্রিগার করতে পারে। ফলে অস্বস্তি এবং অ্যাংজাইটি তীব্র আকার নিতে পারে। লিখেছেন মনোবিদ শর্মিষ্ঠা দে

ট্রাফিকে আটকে থাকা টোটোতে বসে অটিজমে আক্রান্ত রিংকু মায়ের হাতটা চেপে ধরে আছে। ট্রাফিক সিগন্যাল পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও পেছন থেকে অনবরত একেকটা গাড়ির হর্ন বেজেই চলেছে। সেইসঙ্গে মানুষজনের চিৎকার তো রয়েইছে। ফলে সময়ে সময়ে পরিবর্তন হচ্ছে রিংকুর চোখমুখের ভঙ্গি। রিংকুর মা বুঝতে পারছেন মেয়ের কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে। হঠাৎ করেই দেখা গেল, রিংকু অস্থির হয়ে উঠেছে। তার অস্থিরতার লেভেল মেল্টডাউন কন্ডিশনে রূপান্তরিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, মেল্টডাউন হল স্নায়ুতন্ত্রের ওভারলোডের একটি অনিচ্ছাকৃত প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়াটি আচরণগত নয়, এটি একটি অনিয়ন্ত্রিত শারীরিক প্রতিক্রিয়া। দেখে মনে হতে পারে, মুড সুইং বা আচরণগত সমস্যা, কিন্তু আদতে তা নয়।

ফিরে আসি রিংকুর কথায়। টোটোতে রিংকুর ওই অবস্থার পর আশপাশের লোকজন আড়চোখে দেখছেন আর ওর মাকে উলটোপালটা কথা বলছেন – 'কেন নিয়ে আসেন মেয়েকে এরকম জায়গায়?' মা কিছু বুঝতে না পেরে তড়িঘড়ি মেয়েকে ঠান্ডা করার যত বেশি চেষ্টা করছেন রিংকু ততই খেপে যাচ্ছে। এদিকে পেছন থেকে গাড়ির হর্ন আরও জোরে বাজছে। যথারীতি মা কোনওরকমে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। রিংকুর প্রায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লেগে যায় এই অবস্থা থেকে বেরোতে।

কিন্তু এরকম অবস্থা কেন হল? সেই সময় যাঁরা বেয়াদপ বলে দেগে দিলেন তাঁরা কি একবারের জন্যও ভেবে দেখেছেন, ওই পরিস্থিতিতে মেয়েটির ওপর দিয়ে কী ঝড় যাচ্ছে? কারণটা একটু বুঝতে পারলেই সাধারণ মানুষ বুঝবেন, অতিরিক্ত শব্দ কতটা ভয়ংকর হতে পরে অটিস্টিক মানুষজনের জন্য।

অটিজমের সঙ্গে ভীষণভাবে জুড়ে থাকে সেন্সরি প্রসেসিং ডিসঅর্ডার (এসপিডি)। প্রত্যেকটা জীব তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্টিমুলেশন গ্রহণ করে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখায়। মানুষও ঠিক তাই করেন। কিন্তু অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিরা কিছু ক্ষেত্রে ওভার সেনসিটিভ হয়ে থাকেন। যেহেতু তাদের সেন্সরি লোডের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ থাকে না তাই যখন-তখন সেন্সরি ওভারলোড হয়ে যেতে পারে।

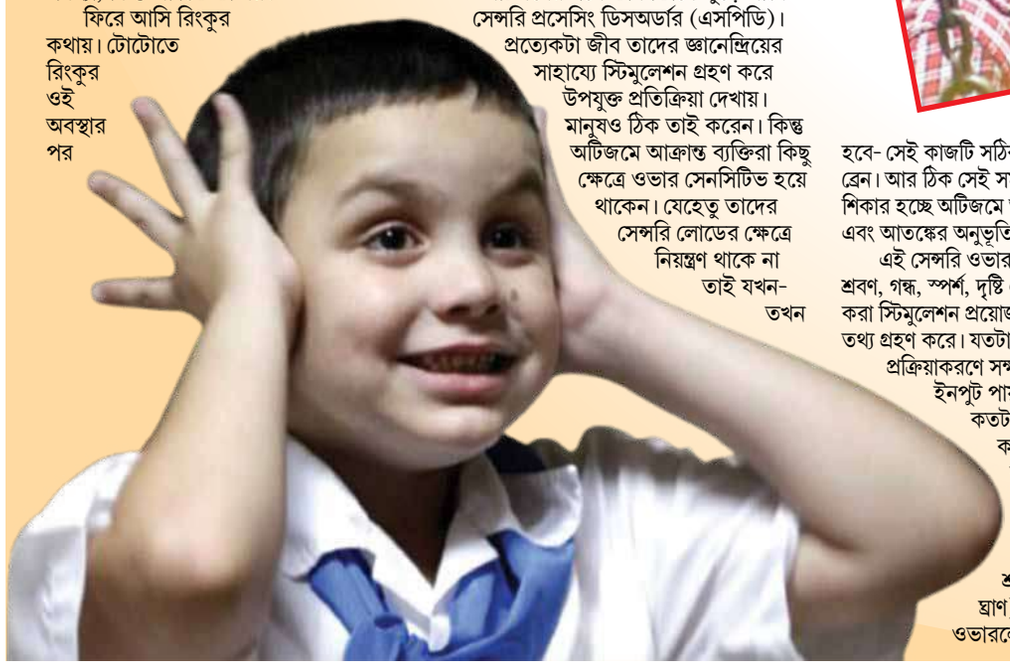

অতিরিক্ত শব্দ যখন তাদের সেন্স অর্গান দিয়ে ব্রেনে পৌঁছাচ্ছে প্রসেসিংয়ের জন্য, তখন কতটা গ্রহণ করতে হবে আর কতটা বর্জন করতে হবে- সেই কাজটি সঠিকভাবে করতে অক্ষম হচ্ছে ব্রেন। আর ঠিক সেই সময় সেন্সরি ওভারলোডের শিকার হচ্ছে অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তি, যা অস্বস্তি এবং আতঙ্কের অনুভূতি তৈরি করে।

এই সেন্সরি ওভারলোড তখনই হয় যখন শ্রবণ, গন্ধ, স্পর্শ, দৃষ্টি এবং স্বাদ থেকে গ্রহণ করা স্টিমুলেশন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তথ্য গ্রহণ করে। যতটা পরিমাণ তথ্য মস্তিষ্ক প্রক্রিয়াকরণে সক্ষম তার চেয়ে বেশি ইনপুট পায় এবং সেখান থেকে কতটা গ্রহণ ও কতটা বর্জন করতে হবে সেটার প্রক্রিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হয়।

অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা পাঁচটি মূল ইন্দ্রিয়ের (স্বাদ, স্পর্শ, শ্রবণ, দৃষ্টি এবং ঘ্রাণ) সম্পর্কে সেন্সরি ওভারলোড অনুভব করতে পারে। এছাড়া আরও অতিরিক্ত দুটি ইন্দ্রিয়ের প্রতি অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া বা কম প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে- প্রোপ্রিওসেপ্টিভ এবং ভেস্টিবুলার ইন্দ্রিয়। এই সব ইন্দ্রিয় একজন ব্যক্তির দক্ষতা, ভারসাম্য এবং শরীরের সচেতনতাকে প্রভাবিত করে।

রাস্তায় চলাকালীন বিভিন্ন শব্দ আমরা শুনতে পাই। যেমন হর্নের আওয়াজ, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি, হকারের ডাক, পাখির আওয়াজ এবং আরও বিভিন্নরকম শব্দ। দেখা যাবে, সাধারণ মানুষ প্রত্যেকটা শব্দ আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারছেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কতটা গ্রহণ করতে হবে আর কতটা বর্জন করতে হবে সেটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের মানিয়ে নিচ্ছেন।

অপরদিকে, অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিটি অতিরিক্ত শব্দ বর্জন করতে না পেরে এক ভয়ানক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং বহিঃপ্রকাশে সমস্যা থাকার দরুন চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করছেন। এই পরিস্থিতি তখনই বোঝা সম্ভব যখন সাধারণ মানুষ বিষয়টি অনুভব করতে পারবেন। একবার ভেবে দেখুন, এই সব শব্দ একসঙ্গে মাথায় গিয়ে কী ধরনের শব্দ তৈরি করতে পারে?

পরিশেষে বলব, অটিজম বুঝুন, পৃথিবীটা সবার বাসযোগ্য করে তুলুন।

যা করণীয়

- অপ্রয়োজনীয় শব্দ বর্জন করা
- রাস্তায় নিয়ন্ত্রিতভাবে গাড়ির হর্ন ব্যবহার করা
- অপ্রয়োজনীয় বা অযথা গাড়ির হর্ন না দেওয়া
- অটিজমে আক্রান্ত শিশুর সমস্যা বোঝার চেষ্টা করা
- অটিজমে আক্রান্ত শিশুর বাড়ির পরিবেশ শান্ত রাখা
- অটিস্টিক শিশুর চারপাশে অযথা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি না করা
- রাস্তায় অটিজমে আক্রান্ত কোনও শিশু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়লে আক্রান্তের পরিবারকে বাজে ইঙ্গিত না করে সহযোগিতা করা

পুষ্টিতে ভরপুর ভুট্টা

ভুট্টার পুষ্টিগুণ কম নয়। ভিটামিন, খনিজ ও ফাইবারে সমৃদ্ধ ভুট্টাকে বিশেষজ্ঞরা সুপারফুড বলে থাকেন। ভুট্টা খেলে নানা উপকার পাওয়া যায়। যেমন-

পেট ভালো রাখে

ভুট্টার আঁশ অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটিরিয়ার জন্য প্রোবায়োটিক হিসেবে কাজ করে। এটি অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং হজম প্রক্রিয়া সঠিক রাখতে সাহায্য করে।

চোখ ভালো রাখে

ভুট্টায় লুটেইন ও জিয়াজ্যানথিন নামের ক্যারোটিনয়েড রয়েছে, যা দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে এবং ছানি ও ম্যাকুলার ডিজেনারেশনের ঝুঁকি কমায়।

রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে

ভুট্টার আঁশ স্টার্চকে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। তাই ডায়াবিটিকদের জন্য ভুট্টা উপকারী।

হৃদযন্ত্র ভালো রাখে

ভুট্টার পটাশিয়াম ও ক্যারোটিনয়েড হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী। পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হার্টের কাজকর্ম ঠিক রাখে।

দীর্ঘমেয়াদি রোগ প্রতিরোধ করে

হোল গ্রেইন হিসেবে ভুট্টা হৃদরোগ, কোলন ক্যানসার, টাইপ-২ ডায়াবিটিস ও স্থূলতার ঝুঁকি কমাতে সহায়ক। ভুট্টার আঁশ, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও পুষ্টি উপাদান দীর্ঘমেয়াদি রোগ প্রতিরোধে কার্যকর।

হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে

ভুট্টায় প্রচুর অদ্রবণীয় আঁশ আছে, যা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে এবং হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে। এই আঁশ মলের পরিমাণ বাড়িয়ে বর্জ্য দ্রুত শরীর থেকে বের করে দিতে সাহায্য করে। এছাড়া ভুট্টার আঁশ ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। ভুট্টা খাওয়ার পর দীর্ঘ সময় পেট ভরা লাগে।

যে উপসর্গ দেখলে সতর্ক হবেন

যেসব উপসর্গ ক্ষতিকর হতে পারে বা প্রাণসংশয়ের ইঙ্গিত দেয় তার মধ্যে রয়েছে :

বুকে ব্যথা

আপনার বুকে ব্যথার পাশাপাশি চাপ বোধ হওয়া, আঁটোসাঁটো লাগা হার্ট অ্যাটাক বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের লক্ষণ হতে পারে এবং এক্ষেত্রে সত্বর চিকিৎসার প্রয়োজন।

শ্বাসকষ্ট

যদি আপনার মনে হয় যে, শ্বাস নিতে পারছেন না বা আপনার ফুসফুসে পর্যাপ্ত বাতাস পাচ্ছেন না তাহলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই শ্বাসকষ্ট অ্যাজমা, হার্টের সমস্যা, নিউমোনিয়া এমনকি ফুসফসে রক্ত জমাটের ইঙ্গিত হতে পারে।

প্রচণ্ড মাথাব্যথা

সাধারণত বিভিন্ন কারণে কমবেশি সকলেরই মাথাব্যথা হয়ে থাকে। তবে এই মাথাব্যথার সঙ্গে কোনও স্নায়বিক লক্ষণ যেমন খিঁচুনি বা বিভ্রান্তি হলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যান। তাছাড়া হঠাৎ মারাত্মক মাথাব্যথা স্ট্রোক, অ্যানিউরিজম এমনকি মাথায় আঘাতের ইঙ্গিত দেয়, যা প্রাণনাশক হতে পারে।

অস্বাভাবিক ওজন কমে যাওয়া

শরীরচর্চা ছাড়াই যদি ওজন কমে যায়, বিশেষ করে যদি অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, তাহলে এটা অনেক বেশি গুরুতর সমস্যা। বিশেষজ্ঞদের কথায়, কোনওরকম চেষ্টা ছাড়াই আপনার শারীরিক ওজনের পাঁচ শতাংশেরও বেশি কমে যাওয়া অবশ্যই উদ্বেগজনক বিষয়। অনিচ্ছাকৃত ওজন হ্রাসের সঙ্গে টাইপ-২ ডায়াবিটিস, ইনফ্ল্যামাটরি বাওয়েল ডিজিজ, ওভার-অ্যাক্টিভ থাইরয়েড, ক্যানসার, হার্ট, কিডনি ও লিভারের সমস্যা জড়িত থাকতে পারে। যদি আপনার ওজন হঠাৎই উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

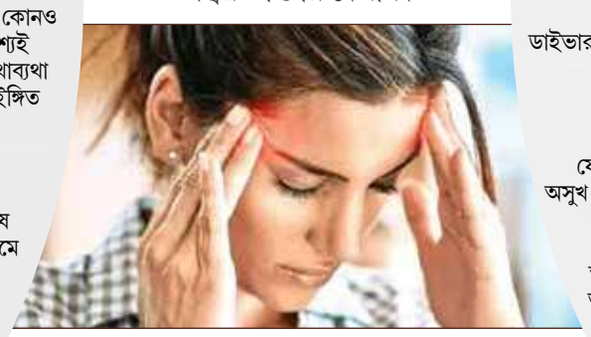

অনেক সময় আপনার শরীরে অসম্ভব ব্যথা বা প্রদাহ হয় কিংবা আপনি স্ট্রেসে ভোগেন। কিন্তু এই সব সমস্যাকে আপনি তেমন পাত্তা দেন না। কারণ, বেশিরভাগ সময় এগুলো নিজে থেকে চলে যায়। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও রোগ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে কয়েক বছর লেগে যায়। তাই অস্বস্তি বোধ করলে বা কোনওরকম উপসর্গ দেখা দিলে ফেলে রাখবেন না, সত্বর ডাক্তার দেখান।

ঘা বা ক্ষত নিরাময় না হওয়া

যদি আপনার কোনও কালশিটে বা ক্ষত তিন মাসের মধ্যে না সারে বা পুনরায় দেখা দেয় তাহলে অবশ্যই রক্ত পরীক্ষা করানো উচিত।

হঠাৎ পেটে তীব্র ব্যথা

বিভিন্ন কারণে পেটে ব্যথা হতে পারে। তবে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বা আঘাত লাগলে এবং পেটে ব্যথার সঙ্গে বুকে ব্যথা হলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যান। বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যাপেনডিসাইটিস, পিত্তথলিতে প্রদাহ, কিডনিতে পাথর, প্যানক্রিয়াটাইটিস বা ডাইভারটিকিউলাইটিসের কারণে পেটে ব্যথা হতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি

প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ারও নানা কারণ রয়েছে। যেমন, রাতে ভালো ঘুম না হওয়া, মারাত্মক কোনও অসুখ বা দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ। কিন্তু ক্লান্তিভাব যদিদীর্ঘদিন ধরে থাকে তাহলে সেটা মোটেই ভালো কথা নয়। বিশেষজ্ঞদের কথায়, মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই ক্লান্তি যদি কিছুতেই না কাটে তাহলে তা মারাত্মক অসুস্থতার লক্ষণ হতে পারে।

মেজাজ পরিবর্তন

যদি আপনার কিছুই ভালো না লাগে, কারওসঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে না করে, প্রতিদিনের কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন তাহলে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞর থেকে থেরাপি নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ আপনার অবসাদ বা উদ্বেগ থাকতে পারে।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- health.uttarbanga@gmail.com

ছোট্ট তারা

শিলিগুড়ির বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির মেধাবী পড়ুয়া হরিদেব পাল। আবৃত্তি, নাটক এবং নাচেও সে উৎসাহী। শিক্ষকরা হরিদেবকে নিয়ে গর্বিত।

দু'পক্ষের বচসায় মাথায় চোট, ভাঙল কাচ

থানা চত্বরে হাতাহাতি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : অ্যাপার্টমেন্টের পার্কিং প্লেসে গাড়ি রাখা নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত। অভিযোগ, এক ফ্ল্যাটের জন্য বরাদ্দ পার্কিংয়ের জায়গায় অন্যজন গাড়ি রাখার কারণে টায়ারের হাওয়া ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবাসনের দুই পরিবারের মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড বাধে। এরপর অভিযোগ জানাতে দু'পক্ষ পৌঁছায় থানায়।

ভেতরে পুলিশ মিটমাট করেছিল বটে, তবুও ছোট গল্পের মতো ব্যাপারটা শেষ হয়েও হইল না শেষ। থানা থেকে বেরোতেই একপক্ষের একজনের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে মাথা চোট পান অপরপক্ষের এক বৃদ্ধ। অভিযুক্ত তারপর গাড়িতে উঠতে গেলে তেড়ে যান বৃদ্ধের পরিজনরা। তাঁরা ওই গাড়ির কাচ ভেঙে দেন। এখানেই শেষ নয়, থানা চত্বরের মধ্যে আবারও বচসায় জড়িয়েছিল দুই পক্ষ। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে দেখে দুজনকে আটক করে পুলিশ।

খবর পেয়ে থানায় আসেন ৪৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতো। তাঁর ওয়ার্ডে ওই অ্যাপার্টমেন্ট। একপক্ষের সঙ্গে পরিচিতি থাকায় পৌঁছান মেয়র পারিষদ রাজেশ প্রসাদ শা-ও। শেষপর্যন্ত অবশ্য কোনওপক্ষই লিখিত অভিযোগ দায়ের না করায় আটক হওয়া দুই ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন ঘণ্টাতিনেকেরও বেশি সময় ধরে উত্তপ্ত থাকল ভক্তিনগর থানা।

থানা থেকে বের হওয়ার সময় সুখদেবের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'একটা ঝামেলা হয়েছিল, মিটে গিয়েছে।' ঘটনা প্রসঙ্গে মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, 'থানার মধ্যে এমন ঘটনা কেউ ঘটিয়ে থাকলে তাঁদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বেশ কিছুদিন ধরেই নাকি ওই দুই পরিবারের মধ্যে পার্কিংয়ে গাড়ি রাখা নিয়ে বিবাদ চলছে। এদিন সকালে তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। একটি পরিবারের এক অতিথি গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন এদিন। পুলিশের কাছে ওই পক্ষ দাবি করেছে, তাদের অতিথি ফেরার সময় নীচে নেমে দেখেন, তাঁর গাড়ির চাকার হাওয়া ছেড়ে দিয়েছে কেউ। এরপর দুই পরিবারের মধ্যে বচসার শুরু। এরমধ্যেই একপক্ষ ভক্তিনগর থানায় চলে আসে। তাদের সেসময় অভিযোগ ছিল, পরিবারের এক মহিলাকে অপরপক্ষ মারধর করেছে। লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়। এরপর অন্যপক্ষ থানায় আসে। দুই পরিবার বসে বিষয়টি মিটিয়ে নেয়।

থানা থেকে বেরোতেই ঘটনা মোড় নেয় অন্যদিকে। বের হওয়ার সময় একপক্ষের সঙ্গে আসা এক ব্যক্তি অন্যপক্ষের সঙ্গে থাকা এক প্রবীণকে ধাক্কা মারেন। পড়ে গিয়ে প্রবীণ মাথায় চোট পান। অভিযোগ, ধাক্কা মেরেই অভিযুক্ত ব্যক্তি গাড়িতে উঠে 'দেখে নেওয়ার' হুমকি দেন। মেজাজ হারিয়ে বৃদ্ধের পরিজনরা পেছন থেকে তাঁর গাড়ির কাচ ভেঙে দেন।

এরপর গাড়ি থেকে টেনে ওই ব্যক্তিকে বের করে ধরে থানার মূল ভবনের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় অপরপক্ষ। থানা চত্বরে দু'পক্ষের মধ্যে ফের শুরু হয় বচসা। দুই তরফে আরও লোকজন আসতে শুরু করে। ক্রমশ পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে শুরু করলে বচসায় জড়িত দুজনকে টেনে পুলিশ থানার মূল ভবনের ভেতর ঢুকিয়ে আটক করে রাখে।

সেই খবর পেয়ে ছুটে আসেন দুই তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা অবশ্য মুখ বেশি খোলেননি, 'পরিচিতদের মধ্যে এতটা ঝামেলা হয়েছিল, সেই কারণে আসা।'

ভক্তিনগর থানায় দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলা। রবিবার।

- চাকার হাওয়া ছাড়া নিয়ে থানায় একপক্ষ, পরে সেখানে আরেকপক্ষ
- থানায় মিটমাট হলেও বাইরে বেরিয়ে ফের বিবাদে জড়ায় দু'পক্ষ
- এরপর থানা চত্বরে ভিড় বাড়তে শুরু করে
- দুজনকে আটক করে পুলিশ, পরে সেখানে যান কাউন্সিলার ও মেয়র পারিষদ

গায়ের জোর

- এক আবাসনের দুই পরিবারের মধ্যে পার্কিং প্লেস নিয়ে দীর্ঘদিনের ঝামেলা
- এদিন একপক্ষের অতিথি অন্যপক্ষের জায়গায় গাড়ি দাঁড় করানো নিয়ে বচসা শুরু

জঞ্জাল কর না দেওয়ায় বিপুল ক্ষতি

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : বহুবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকবার জঞ্জাল অপসারণের কর নির্ধারণ করা হলেও বাস্তবে শিলিগুড়ি শহরের প্রায় ৮০ শতাংশ হোটেল, রেস্তোরাঁ ও বার মালিকরা কোনও কর দিচ্ছেন না পুরনিগমকে। যার ফলে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকা নিজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। সম্প্রতি শহরের হোটেল মালিক সংগঠনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বৈঠক হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি। বরং হোটেল মালিকরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, যে কর তাঁদের থেকে নেওয়ার কথা, তা তাঁদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে ফের তাঁরা পুরনিগমকে চিঠি দিচ্ছেন। এরপর পুরনিগম ফের বৈঠকে বসে নতুনভাবে কিছু করা যায় কি না সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানা গিয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরের হোটেল, বার, রেস্তোরাঁগুলি কর না দেওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে পুরনিগমের। ২০২২ সালে এই কর নির্ধারণ করে হোটেল, রেস্তোরাঁ, বারগুলিকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। এতে হাতে গোনা কয়েকটি হোটেল পুরনিগমের ডাকে সাড়া দিলেও অধিকাংশ হোটেল ওই চার্জ কমানোর আবেদন করে পুরনিগমে। উল্লেখ্য, তারকাখচিত হোটেল, লজগুলিতে প্রতিমাসে এই কর বাবদ ১০০০ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ভবন ও বিয়ের হলে এই কর বাবদ প্রতি ট্রিপে ২ হাজার টাকা ও ৪ হাজার টাকা করা হয়। পরবর্তীতে হোটেল ও ভবন মালিকরা পুরনিগমের কাছে এই কর কমানোর আবেদন করলে সেই কর অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়। দোতলা পর্যন্ত ভবনের ক্ষেত্রে প্রতি ট্রিপ ২ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে দেড় হাজার টাকা যেমন করা হয়, তেমনি দোতলার বেশি থাকলে সেই ভবনের কর প্রতি ট্রিপ ৪ হাজার থেকে কমিয়ে ২ হাজার করা হয়। কিন্তু হোটেল ও ভবন মালিকদের আবেদনের ভিত্তিতে কর কমিয়ে দেওয়া হলেও তা দিতেও রাজি নন হোটেল মালিকরা। ২০২২ সালে এই সিদ্ধান্তের পর ফের সমীক্ষা করে পুরনিগম দেখে প্রায় ৮০ শতাংশ হোটেল ও ভবনই জঞ্জাল অপসারণ কর দেয় না।

গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষ এদিন বলেন, 'আমরা একটি প্রস্তাব তৈরি করছি। শীঘ্রই তা পুরনিগমে জমা করার পরই হয়তো ফের বৈঠক হবে।' জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পরিষদের সদস্য মানিক দে'র বক্তব্য, 'হোটেল মালিকরা ফের আবেদন করবেন বলে জানিয়েছেন। ওঁদের আবেদন পেলে আমরা ফের বৈঠকে বসব।'

রাজস্বে ফাঁকি

- শিলিগুড়ি শহরের হোটেল, বার, রেস্তোরাঁগুলি কর না দেওয়ায় লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি পুরনিগমের
- ২০২২ সালে কর নির্ধারণ করে নোটিশ পাঠানো হয়
- কয়েকটি হোটেল সাড়া দিলেও অধিকাংশ হোটেল চার্জ কমানোর আবেদন করে
- ২০২২ সালে এই সিদ্ধান্তের পর কিছুদিন আগে ফের সমীক্ষা করে পুরনিগম
- দেখা যায়, প্রায় ৮০ শতাংশ হোটেল ও ভবনই জঞ্জাল অপসারণ কর দেয় না

খুদের শখ।। *রবিবার শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে। ছবি : সূত্রধর*

অবৈধ নির্মাণ নিয়ে বিবাদ তিনবাত্তিতে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : খোদ বরো চেয়ারম্যানের বাড়ির পাশেই অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ শিলিগুড়ির ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে। এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ তিনবাত্তির গ্যাস গোডাউন এলাকার বাসিন্দা দীপক পোদ্দারের। প্রায় দেড় বছর ধরে তিনি বারবার এই অভিযোগ জানিয়েছেন পুরনিগমে। কিন্তু পদক্ষেপ না হওয়ায় তিনি হতাশ। উলটে দীপকের অভিযোগ, বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে।

দীপকের অভিযোগের তিরে প্রতিবেশী রাজু সরকার। পাশাপাশি বাড়ি। প্রায় ২৭ বছর আগে সেখানে বাড়ি কিনেছিলেন দীপক। তাঁর অভিযোগ, 'প্ল্যান অনুমোদন না করিয়ে আমার বাড়ি ঘেঁষে রাজুর দোতলা বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। নিয়ম ভেঙে মাঝখানে কোনও জায়গা ছাড়া হয়নি। প্রতিবাদ করলে কোনও এক প্রতিবেশী দাদার কথা বলেন উনি।' উলটে দীপকের বাড়িকে অবৈধ বলে দাগিয়ে দিচ্ছেন রাজু। সেই বাড়ি অবৈধ হলে নিজেই ভেঙে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের অবশ্য বক্তব্য, 'কোনও বাড়ি অবৈধ হয়ে থাকলে ভেঙে দেওয়া হবে।' অভিযোগ, চার নম্বর বরোর চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা বেশ কয়েকবার আলোচনা করে বিবাদ মিটিয়ে নিতে বলেছিলেন। পুরনিগমের আধিকারিকরা পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিলেও কিছু হয়নি। বরো চেয়ারম্যানের বক্তব্য, 'অভিযোগ হয়েছে শুনেছি। আইন অনুযায়ী পুরনিগম পদক্ষেপ করবে। দীপক পোদ্দারের বাড়িটিও সম্পূর্ণ নিয়ম অনুযায়ী হয়নি। দীপককে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়ে থাকলে রাজু সরকারকেও দেওয়া যেতে পারে।'

দীপকের অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন রাজু। তাঁর দাবি, মনোমালিন্যের জন্য এইসব অভিযোগ করা হচ্ছে। রাজুর কথায়, 'এলাকা যখন পঞ্চায়েতভুক্ত ছিল, তখন আমাদের বাড়িটির কিছুটা অংশ তৈরি হয়।' অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ গত ডিসেম্বর মাসে 'মেয়রকে বলো' অনুষ্ঠানে ফোন করে জানিয়েছিলেন দীপক।

আজ শহরে

- দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি ২২তম নাট্যমেলা চলছে। সন্ধ্যা ছ'টায় ইচ্ছেমতো-কলকাতার প্রযোজনা উৎপল দত্তের নাটক 'ঘুম নেই'। নির্দেশনায় রয়েছেন সৌরভ পালোধী।

নজর থাকত নাগরিক পরিষেবায়

নিজের ওয়ার্ডে নিকাশিনালার কাজ দেখছেন বিরোধী দলনেতা অমিত।

শেষার যদি সিংহাসন

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : অঘোষিত 'কোটা পদ্ধতি'-তে মনোনয়ন নয়, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন যদি মেয়র হতেন, তবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেছে নিতেন মেয়র পারিষদদের। তাঁর যুক্তি, অনভিজ্ঞদের দায়িত্ব দিলে মেয়রের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। শিলিগুড়ির তুলনা টেনে অমিতের বার্তা, 'আমরা কাউন্সিলারদের অভিজ্ঞতাকেই গুরুত্ব দিতাম বেশি।'

রাজনীতির ময়দানে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ, এমনটা নয় একেবারে। তবুও ২০২২ সালের নির্বাচনে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে লড়াই করে প্রথমবার পুরনিগমে পা রেখেই বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব পান অমিত। অথচ তাঁর থেকেও অভিজ্ঞ কাউন্সিলার বিজেপিতে ছিলেন। যেমন, মঞ্জুশ্রী পাল আর শালিনী ডালমিয়া। কিন্তু দুই মহিলা কাউন্সিলারকে এড়িয়ে অমিতকেই বিরোধী দলনেতার পদে বসিয়েছিল পদ্ম শিবির। প্রায় তিন বছর ধরে ক্ষমতাসীন বোর্ড তথা শাসকদলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে গর্জে উঠেছেন তিনি। তবে অনেকেই মনে করেন, কোনও ইস্যুতে বিরোধিতা করার সময় তাঁর আরও কিছুটা তথ্যনির্ভর হওয়া উচিত।

অমিত যদি মেয়রের চেয়ারে বসতেন, জোর দিতেন কোথায়? জানালেন, হোল্ডিং কর বাড়ানোর পক্ষে থাকতেন না, আবার কর ফাঁকি দেওয়ার পক্ষপাতীও তিনি নন। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে হোল্ডিং ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে বহালতবিয়তে রয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে অমিত। বলছিলেন, 'আমি মানুষের ওপর করের বোঝা চাপানোর বিপক্ষে। কিন্তু যাঁরা কর ফাঁকি দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্নভাবে জালিয়াতি করছেন কর নিয়ে, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হত।'

এ তো গেল রাজস্বের কথা। সাধারণ নাগরিক পরিষেবা নিয়ে কী মত বর্তমান বিরোধী দলনেতার?

ব্যাখ্যা দিলেন, 'মানুষ পুরনিগমের কাছে যে বিষয়গুলোতে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, সেসব দিকে নজর রাখা হত। যেমন, রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা এবং পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে কিছুটা থামলেন অমিত। তারপর ফের বললেন, 'মানুষের চাহিদা কিন্তু খুব কম। এবার যেমন তাঁরা আশা করেছিলেন, পুরনিগমে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসায় বিরাট উন্নতি হবে। তাঁরা কিন্তু এখন হতাশ। ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবার ওপর থাকত আমার নজর। পাশাপাশি যেভাবে পানীয় জলের সংকট দেখা দিচ্ছে মাঝেমধ্যে, সেটা যেভাবে হোক মেটানোর চেষ্টা করতাম।'

অমিত জৈন।

শহরে বারবার বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠছে। পার্কিংয়ের জায়গায় ঘর কিংবা দোকান বানিয়ে প্রোমোটার মোটা টাকায় বিক্রি করছেন। এসব কোনওমতেই বরদাস্ত করতেন না বলে স্পষ্ট জানালেন অমিত। তাঁর কথায়, 'এসব কেন হবে? প্ল্যানমাফিক বাড়ি না হলে পুরনিগমের টিম তা দেখবে না? পুরনিগমের ক্ষেত্রে এগুলো দেখার কেউ নেই। আমরা ক্ষমতায় এলে বরদাস্ত করা হত না।'

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : তিনবাত্তি মোড়ের যাত্রী প্রতীক্ষালয় সংলগ্ন এলাকায় রবিবার এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির বাড়ি শক্তিগড়ে। তবে দীর্ঘদিন ধরে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে থাকতেন। কিছুদিন ধরে অসুস্থও ছিলেন। দিনভর ভাড়ায় নেওয়া টোটো চালিয়ে রোজগার করতেন। তাঁর দেহের কিছুটা দূরে বিভিন্নরকমের ওষুধও মিলেছে। স্থানীয়রা রবিবার সকালে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখে এনজেপি থানায় খবর দেন। এরপর এনজেপি থানার পুলিশ দেহটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। সেখানে পৌঁছান বাড়ির সদস্যরা।

মৃত্যুতে রহস্য

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : শনিবার রাতে এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের পবিত্রনগরের ৩ নম্বর রাস্তায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, মৃতের নাম দীপা শর্মা (৩৪)। মাসকয়েক আগে তাঁর বিয়ে হয়। দীপার স্বামী দেহটি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ওই ব্যক্তির দাবি, স্ত্রীকে তিনি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। বধূর নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল বলে সূত্রের খবর। রবিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দেহের ময়নাতদন্ত হয়। তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

প্রতিষ্ঠা দিবস

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : রবিবার উদয়ন মেমোরিয়াল স্পোর্টস লাইব্রেরির ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। সকালে পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিকেলে অনুষ্ঠান হয়। বক্তব্য রাখেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি অফিসার (এডিএলও) সৈকত গোস্বামী।

পড়োয় পড়োয়

ইসলামপুর

আবর্জনার পাহাড়

ইসলামপুর, ৫ জানুয়ারি : ইসলামপুর শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পাওয়ারহাউসপাড়ার মূল রাস্তার ওপর জমে থাকছে আবর্জনা। বাসিন্দারা বলছেন, কখনো-কখনো ১৫ দিন পেরিয়ে গেলেও আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় না। রাস্তার ওপর আবর্জনার স্তূপ জমে থাকায় সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় তপন সরকার বলছেন, 'একাধিকবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।' ওই রাস্তা দিয়েই চলাচল করেন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মলয় পাল। তাঁর কথায়, 'ওয়ার্ডের মূল রাস্তার মুখ এভাবে অপরিষ্কার থাকা উচিত নয়।' শনিবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, এলাকার সাধারণ মানুষ আবর্জনার পাশ দিয়েই চলাচল করছেন। পথকুকুর আবর্জনার স্তূপে খাবারের খোঁজে ব্যস্ত। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার নিবেদিতা সাহার প্রতিক্রিয়া, 'সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

শিলিগুড়ি

নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য

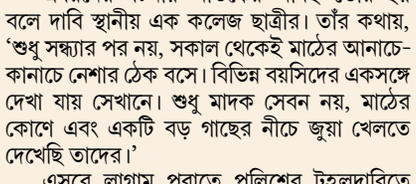

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : সন্ধে হলেই বাড়ছে নেশাগ্রস্তদের ভিড়। নিজেদের মধ্যে বচসায় জড়িয়ে পড়ছে তারা। অশান্তিতে অতিষ্ঠ মোড় বাজারের বাসিন্দারা। মাঝেমধ্যে পুলিশি ধরপাকড় চললেও ছবিটা বদলাচ্ছে না, অভিযোগ এলাকাবাসীর। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিমান তপাদারের দাবি, দুষ্কৃতীদের আড্ডা ও নেশার ঠেক বসছে এলাকার পরিত্যক্ত রেলের আবাসনগুলোতে।

তিনি বলছিলেন, 'আমি নিয়মিত এব্যাপারে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তারপর ধরপাকড় চলে। কিন্তু পুলিশ ফিরে যেতেই দুষ্কৃতীরা স্বমহিমায় ফেরে।' বিমানের ব্যাখ্যায়, 'রেলের আবাসনগুলো খালি পড়ে। আলো নেই, জঙ্গল-আগাছায় ছেয়েছে চারপাশ।' এসব নেশাগ্রস্তদের জন্য আদর্শ পরিবেশ বলে অভিযোগ কাউন্সিলারের। এপ্রসঙ্গে এনজেপি থানার এক আধিকারিক জানালেন, এলাকায় নিয়মিত পুলিশের টহলদারি চলে। দুষ্কৃতীদের দেখা পেলেই পাকড়াও করা হয়।

পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের অধিকাংশই বস্তি এবং কলোনি এলাকা। রেল কলোনিতে মাঠের সংখ্যা বেশি। মোড় বাজারেও রয়েছে ৪ থেকে ৫টি মাঠ। প্রায় প্রত্যেক জায়গায় সন্ধ্যা নামলে শুরু হয় মাদকাসক্তদের আনাগোনা। স্থানীয় পূজা দেবনাথের কথায়, 'দুই-তিনদিন আগে রাত্রিবেলায় একটি মাঠে দুই দলের মধ্যে ঝামেলা বেধেছিল।'

এধরনের ঘটনায় আতঙ্কের আবহ তৈরি হয় বলে দাবি স্থানীয় এক কলেজ ছাত্রীর। তাঁর কথায়, 'শুধু সন্ধ্যার পর নয়, সকাল থেকেই মাঠের আনাচে-কানাচে নেশার ঠেক বসে। বিভিন্ন বয়সিদের একসঙ্গে দেখা যায় সেখানে। শুধু মাদক সেবন নয়, মাঠের কোণে এবং একটি বড় গাছের নীচে জুয়া খেলতে দেখেছি তাদের।'

এসবে লাগাম পরাতে পুলিশের টহলদারিতে আরও কড়াকড়ি প্রয়োজন, দাবি স্থানীয়দের।

নিবেদিতা রোডের সম্প্রসারণ থমকে, হতাশ স্থানীয়রা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : নিবেদিতা রোড সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেজন্য ২০২৩ সালে গুরুংবস্তি থেকে শুরু করে নিবেদিতা রোডের বেশ কিছু অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। অথচ দীর্ঘদিন ধরে থমকে কাজ। রাস্তা সম্প্রসারণ এখনও শুরু করতে পারেনি পূর্ত দপ্তর। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা তীব্র সমস্যায়। যাঁদের বাড়িঘর ভেঙেছে, তাঁরা রাস্তা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে বাড়ি বা দোকান তৈরি করতে পারছেন না। পূর্ত দপ্তরের যুক্তি, রাস্তা তৈরির জন্য ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট বানিয়ে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে আর্থিক বরাদ্দ না আসায় কাজ করা যাচ্ছে না। এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বললেন, 'বিষয়টি জানি। দ্রুত ওই রাস্তার কাজ করতে চাইছি। কলকাতায় গিয়ে এব্যাপারে দপ্তরের মন্ত্রী এবং আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব।'

চম্পাসারি মোড় থেকে গুরুংবস্তি পর্যন্ত নিবেদিতা রোডের বেশিরভাগ অংশ চার লেনের। মাঝের কয়েকশো মিটার রাস্তার একটা বড় অংশে দোকান, বাড়ি থাকায় জায়গাটি আর সম্প্রসারণ করা যায়নি। কিন্তু আদালতের রায় মেনে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সমস্ত বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেয় পুরনিগম। বহু দোকান আর বাড়ির একাংশ ভাঙা পড়ে।

তখন সেখানকার বাসিন্দারা ভেবেছিলেন, রাস্তা নির্মাণের পর তাঁরা নিজের জায়গায় দোকান বা বাড়ি মেরামত করবেন। তারপর কেটে গিয়েছে একবছরেরও বেশি সময়। এখনও পর্যন্ত শুরু হয়নি কাজ। স্থানীয় নরেন্দ্র পারিয়ারের কথায়, 'পুরনিগম আমার বাড়ির একাংশ ভেঙে দেয়। রাস্তা সম্প্রসারণ হলে মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হবে, এই কথা ভেবে আমরা সমর্থন জানাই। সঙ্গে এও ভেবে রেখেছিলাম, রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে তারপর আমার বাড়ির ভাঙা অংশের মেরামতি করব। কিন্তু এতদিন পেরিয়ে গেলেও রাস্তা হয়নি। ফলে মেরামতি শুরু করতে পারছি না।' একই সমস্যায় আশপাশের বাসিন্দারা।

নিবেদিতা রোডে বাড়ি প্রবাল সাহার। তাঁর ব্যাখ্যা, 'এই রাস্তার ওপরে দিন-দিন চাপ বাড়ছে, তাই অবিলম্বে বাকি অংশটুকুও চার লেনের করা উচিত। চম্পাসারি এবং গুরুংবস্তির দিক থেকে চার লেনের রাস্তা থাকায় যানবাহন দ্রুতবেগে এখানে এসে গতি কমাচ্ছে। কেন যে এখানে কাজ থমকে, জানা নেই।'

পূর্ত দপ্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নিবেদিতা রোড সম্প্রসারণের জন্য ডিপিআর তৈরি করে আট কোটি ৭০ লক্ষ টাকার বাজেট অনুমোদনের জন্য রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে এখনও টাকা বরাদ্দ না হওয়ায় সবটাই আটকে।

আর্থিক বরাদ্দ মেলেনি

ভাঙাভাঙির পর পথের কাজ থমকে নিবেদিতা রোডে। শিলিগুড়িতে।

পাখি চেনার কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : পাখি চেনার উপায় এবং তাদের কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, সেই সমস্ত বিষয়গুলি পড়ুয়াদের জানাল উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্র। রবিবার জাতীয় পাখি দিবস উপলক্ষ্যে বিজ্ঞানকেন্দ্রে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু পড়ুয়াদের বোঝান, কীভাবে পাখি চিনতে হবে এবং তাদের সংরক্ষণ করতে হবে। এর পাশাপাশি এদিন পড়ুয়াদের কাগজ দিয়ে বিভিন্ন পাখির মডেল তৈরি করা শেখানো হয়। কর্মশালায় পড়ুয়া ছাড়াও পাখি নিয়ে আগ্রহী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বাবলার স্ত্রী

অভিযুক্তদের ধরতে নজর নেটমাধ্যমে

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৫ জানুয়ারি : বাবলা সরকার খুন কাণ্ডে প্রথমদিন থেকেই জোর চর্চা চলছিল রোহনের নাম নিয়ে। অবশেষে সেই নামে সিলমোহর দিল পুলিশ প্রশাসনও। একইসঙ্গে উঠে এল আরেকটি নাম বাবলু যাদবের। ঘটনার তিনদিন পর পলাতক ওই দুই তরুণকে ধরতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভরসা রাখল মালদা জেলা পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের ছবি দিয়ে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে জোর তদন্তের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বাবলার স্ত্রী চৈতালি। তাঁর সাফ কথা, বাবলার স্ত্রীর দাবি, 'এক থেকে দুদিনের মধ্যে মূল মাথাদেরও গ্রেপ্তার করতে হবে। কোনওভাবেই যাতে কোনও প্রলোভন বা ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তারা বেঁচে না যায়। সেটা আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাব।'

এদিকে, পুলিশের পোস্টার অনুযায়ী, দুই সন্দেহভাজনের মধ্যে একজনের নাম কৃষ্ণ রজক ওরফে রোহন, (৩০)। তার বাড়ি মালদা শহরের ঝলঝলিয়া রেলওয়ে ব্যারাক কলোনিতে এবং অপরজন বাবলু যাদবের (৩১) বাড়ি মালদা শহরের মহানন্দাপল্লিতে। বাবলা খুনের পর থেকে তারা পলাতক রয়েছে। তাদের সন্ধান দিলে দুই লক্ষ টাকা করে মোট চার লক্ষ টাকা পুরস্কার মিলবে।

যদিও পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, এদের মধ্যে কৃষ্ণ রজক (রোহন)কে ধরতে পারলে আরও বহু তথ্য বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কে এই রোহন? এলাকাবাসীর দাবি, দুধ বিক্রির আড়ালে ড্রাগসের ব্যবসা করত রোহন। একটা সময়ে বাবলা কৃষ্ণর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং ড্রাগসের ব্যবসা বন্ধ করে দেন। সেই রাগও থাকতে পারে অভিযুক্তের। যদিও বাবলু যাদবের মোটিভ এখনও স্পষ্ট নয়। বাবলা -ঘনিষ্ঠ অনন্ত চক্রবর্তীর দাবি, 'দাদা ওর মেয়েকে স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ওর মেয়ের সমস্ত পড়ার খরচ বাবলাদাই চালাতেন।'

তবে দীর্ঘদিন থেকেই বাবলুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর কোনও সম্পর্ক নেই

বলেও জানা যাচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্ত্রীর দাবি, 'আমাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে। আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। দু'-আড়াই বছর ধরে কোনও সম্পর্ক নেই।'

বাবলুর সঙ্গে যে তৃণমূল নেতাদের পরিচয় ছিল তাও মানছেন স্ত্রী। তবে কোন কোন নেতার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল, সেই নাম সামনে আনতে চাননি। শুধু বললেন, 'আমার স্বামী তৃণমূল করত। আমার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল না বলে খুব বেশি কথা বলতাম না। যতটা দরকার ততটুকুই কথা হত। তবে বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকত না।' বাবলা সরকার খুনের সঙ্গে স্বামীর নাম উঠে আসা প্রসঙ্গে স্ত্রী বলেন, 'যদি ও এই কাজ করে থাকে হবে যেন ফাঁসি হয়।'

জেলা পুলিশের এক গোয়েন্দা কর্তার বক্তব্য, 'এদের ব্যবহার করা হত খুব কাছ থেকে বাবলা সরকারের গতিবিধির উপর নজর রেখে ছক করার জন্য। কারণ, বাবলা সরকারের একটি ফ্ল্যাটের ঠিক সামনের গলিতে কিছুটা দূরে বাবলুর বাড়ি। ফলে বাড়িতে বসেই নজর রাখা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল।'

আরও সংযোজন, 'কৃষ্ণ রজকের ব্যাপারটা ছিল একেবারেই আলাদা। দীর্ঘদিন ড্রাগস ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত থাকায় ভয়ডর ছিল অত্যন্ত কম। এক কথায় ডাকাবুকো। আর আর ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ায় বাবলার উপর রাগ ছিল আগে থেকেই। সেই রাগকেই সম্ভবত কাজে লাগাতে চেয়েছে মাথারা।'

তদন্ত চলছে

- পলাতক দুই তরুণকে ধরতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভরসা রাখল মালদা জেলা পুলিশ
- সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের ছবি দিয়ে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে
- মোট চার লক্ষ টাকা পুরস্কার মিলবে বলে পুলিশ জানিয়েছে

বন্ধ গাড়ি সাফারির টিকিট বুকিং

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৫ জানুয়ারি : ভরা পর্যটনের মরশুমে বিগড়ে গেল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের গাড়ি সাফারির টিকিট বুকিংয়ের ওয়েবসাইট। আগামী ২৭ জানুয়ারি বা তার পরের তারিখের টিকিট বুক করতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। ফলে শীতের আবহে বেড়ানোর আনন্দে তাল কাটছে। গত কয়েক বছর আগে থেকেই অনলাইনে টিকিট বুকিং পরিষেবা চালু করেছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। তবে সম্প্রতি গাড়ি সাফারির টিকিট বুকিংয়ে বিভ্রাট দেখা দিয়েছে।

যদিও জলদাপাড়া ইকো ট্যুরিজমের রেঞ্জ অফিসার মণীন্দ্র মহন্ত বলেন, 'ব্যাপারটি আমার জানা নেই। তবে যে এজেন্সি এই বুকিংয়ের কাজ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে হবে।'

কলকাতার এক পর্যটক তপন নন্দী বলেন, 'পরিবার নিয়ে জলদাপাড়া ঘোরার সব পরিকল্পনা ঠিক করেছিলাম। আগামী ৩১ জানুয়ারি কার সাফারির টিকিট বুকিংয়ের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে গিয়ে দেখি হচ্ছে না। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো আমাদের কোথাও ভুল হচ্ছে বা সার্ভারের সমস্যা আছে। কিন্তু অন্যভাবেও চেষ্টা করলেও একই সমস্যা।'

জলদাপাড়া

আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকেই এইরকম সমস্যা হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন অনেকেই। মাদারিহাটের এক টিকিট বুকিং এজেন্সির মালিক প্রাণকিশোর দাসও একই সমস্যার কথা জানালেন। তিনি বলেন, 'শুধুমাত্র হাতি সাফারির টিকিট বুকিং হচ্ছে।'

এক পর্যটন ব্যবসায়ী সঞ্জয় দাস বলেন, 'এখন পর্যটকের মরশুম। আর কার সাফারি ও হাতির রাইড করতে অনলাইনে টিকিট বুক করতে হয়। পর্যটকরা আগে ওই দুটি বুকিং করে তবেই ঘোরার জন্য রওনা হন।' কার সাফারির টিকিট বুকিং বন্ধ দেখানোয় পর্যটকরাও লজের বুকিং করেও বাতিল করে দিচ্ছেন বলেও জানান তিনি। এমনিতেই ব্যবসা আগের তুলনায় খারাপ। তারমধ্যে আবার এই ঘটনায় পর্যটকরা আরও জলদাপাড়ায় আসতে চাইবেন না বলে আশঙ্কা সঞ্জয়ের।

শতবর্ষে পা স্বাধীনতা সংগ্রামীর

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : ব্রিটিশ জেলের দরজায় বোমা ছুড়ে মেরেছিলেন তিনি, তাতে পালিয়ে গিয়েছিল বন্দিরা। সেই কারণে জেল খাটতে হয়েছে। রেহাই পেয়েও থেমে থাকেননি। দেশসেবার কাজে আরও বেশি করে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। একসময় সাহচর্য পান মহাত্মা গান্ধির। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী টিকেন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। এ বছরের প্রথম দিনে একশো বছরে পা দিলেন।

শিলিগুড়ির ঘোগোমালির 'মায়াভিলা' নামের দোতলা বাড়িটিতে কথা হচ্ছিল সেই বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে। তাঁদের আদি বাড়ি ছিল খুলনা জেলায়। বর্তমানে শতবর্ষে পা দিয়ে বয়সের ভারে স্মৃতি সব সময় সহযোগিতা করে না। তবে মনের জোর যে এতটুকু কমেনি সেটা আড্ডা দিয়েই বেশ বোঝা গিয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় তখন নিজের ঘর থেকে ক্রাচে ভর দিয়ে সামনের বসার ঘরে আসছেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করতে চাইতেই দৃঢ়ভাবে 'দরকার নেই' বললেন তিনি। এরপর হাসিমুখেই শুরু করলেন কিশোর বয়সে স্বদেশি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার গল্প। বললেন, 'খুলনায় তখন বিলিতিদের খুব অত্যাচার বেড়েছে। বিপ্লবী নেতাদের পরামর্শে একজনকে সঙ্গী করে ট্রেনে চেপে গেলাম কলকাতা। বিশেষ জায়গা থেকে আটখানা বোমা নিয়ে ফের ট্রেনে চেপে খুলনায় ফিরলাম।' এরপর দিন দেখে সেই বোমা নিয়ে গিয়ে ছুড়লেন বাগেরহাট জেলের দরজায়। ধরা পড়ে আড়াই বছরের জন্য জেলে যেতে হল। ফিরে এসে নতুনভাবে শুরু করলেন স্বাধীনতার লড়াই। সেদিন সন্ধ্যায় নিজের মুখেই বললেন, 'তখন আমরা সকলেই কংগ্রেস করি।' কথার মাঝে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বললেন, 'কিন্তু আমি একটু গরম দলেই ছিলাম।'

কথা বলে জানা গিয়েছে, কংগ্রেসের ভেতরে তখন চরমপন্থীদের প্রভাব খুব। বাংলা, দিল্লি, পঞ্জাব প্রদেশে তখন হাজার হাজার তরুণ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছে। চোদ্দো বছর বয়সে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই টিকেন্দ্রজিৎও সেই পথে চলতে শুরু করেন। এরপর দেশে দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হলে নোয়াখালি শরণার্থী শিবির দেখভালের দায়িত্ব পান তিনি। তখনই স্বাধীনতার ঘোষণা হয়।

ক্যাম্পের প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে প্রথমবার স্বাধীন দেশের হয়ে পতাকা উত্তোলন করতে হয় তাঁকে। যদিও এই নিয়ে দীর্ঘ আক্ষেপ গেঁথে রয়েছে তাঁর মনে। স্মৃতি আউড়ে আবার বললেন, 'দেশ তখন ভাগ হয়ে গিয়েছে। খুলনা-নোয়াখালি তখন পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অংশ। আমাকে পাকিস্তানের পতাকা তুলতে

> দেশ তখন ভাগ হয়ে গিয়েছে। আমাকে পাকিস্তানের পতাকা তুলতে হয়েছিল। এরপর ভারতে চলে আসি। চাকরি করেছি। অবসরের পর স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তাঁদের পরিবারের হয়ে কাজ করেছি।
>
> **টিকেন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়**

হয়েছিল।' বলতে গিয়ে যেন চোখ ভিজে এল একটু। সামলে নিয়ে শুরু করলেন, 'এরপর পাকাপাকিভাবে ভারতে চলে আসি। চাকরি করেছি। অবসরের পর স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তাঁদের পরিবারের হয়ে কাজ করেছি।'

ভারতে এসে কলকাতায় থাকতে শুরু করেন। সরকারের তরফে উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন দপ্তরে চাকরি দেওয়া হয়। চাকরিতে যোগ দিলেও কিছুদিনের মধ্যেই সেই চাকরি ছেড়ে দেন তিনি। এরপর তৎকালীন মন্ত্রীসভার সদস্য কালীপদ মুখোপাধ্যায় একপ্রকার জোর করে একটি নামী জুতো তৈরির কোম্পানিতে কাজে যোগ দেওয়ান। কালিম্পংয়ে থাকা এক আত্মীয়ের চেষ্টায় রেলে চাকরি হয় তাঁর। কয়েক দশক রেলের গার্ড হিসেবে চাকরি করার পর ১৯৮৩ সালে অবসর নেন তিনি। মালবাহী ট্রেন, বিভিন্ন যাত্রীবাহী ট্রেনের পাশাপাশি এনজেপি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার খেলনা ট্রেনেও ডিউটি করেছেন তিনি। এখনকার নেতাদের কেমন দেখছেন? জবাবে, 'এখন আর নেতা কোথায়!' বলেই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের থেকে বিশেষ সম্মান পাওয়া এই স্বাধীনতা সংগ্রামী। ছেলে বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় বলছিলেন, 'গত ২০০৮ সালে রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে সম্মান জানানো হয় বাবাকে। তার আগে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরের তরফেও বাবাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সম্মান জানানো হয়েছে।' গত ১৯৮৮ সালে সরকারের তরফে মিলেছে তাম্রপত্র বা মানপত্রও। কয়েক বছর আগে একটি দুর্ঘটনার পর থেকে চলতে একটু অসুবিধা হয় এই শতায়ু স্বাধীনতা সংগ্রামীর। তবে তাতে মনের জোর যে একবিন্দু কমেনি পুনরায় নিজেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সেই কথা।

বালি-পাথর খাদানের রিপোর্ট চাইল নবান্ন

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : কয়েকদিন আগেই প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তাদের নিশানা করেছিলেন। বেআইনি জবরদখল, অবৈধ বালি ও পাথর খাদান কেন বন্ধ করা হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছিলেন তিনি। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের নীচুতলার বেশ কিছু কর্মীও যে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাও সরাসরি বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই জেলাগুলি থেকে এই ব্যাপারে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল নবান্ন। শনিবারই রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ প্রতিটি জেলা শাসককে চিঠি দিয়ে ৩ দিনের মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে বলেছেন। কোনও জেলায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কোনও অফিসার যুক্ত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে খবর, মাসকয়েক আগেই সরকারি জমি জবরদখল, বেআইনি বালি খাদান চালানোয় মদত দেওয়ার অভিযোগে ৭০০ জনেরও বেশি আধিকারিক ও কর্মীকে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ৭৭ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হলেও এখনও তার রিপোর্ট জমা পড়েনি। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। ওই রিপোর্ট চলতি সপ্তাহের মধ্যে জমা দিয়ে বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখনও বীরভূম, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার,

মমতার হুঁশিয়ারিতে নির্দেশ

দার্জিলিং, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা এলাকায় এই অবৈধ কারবার চলছে বলে নবান্নের কাছে রিপোর্ট জমা পড়েছে। ওইসব জেলায় এখন কী পরিস্থিতি রয়েছে, তা নিয়েও বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক বৈঠকেই বীরভূমের জেলা শাসকের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। পরের দিনই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার বীরভূমে যান। সেখানে তাঁরা প্রশাসনের পদস্থ কর্তাদের নিয়ে বৈঠকও করেন।

নবান্ন সূত্রে খবর, এখনও চেল, ঘিস, তিস্তা, বালাসন নদীতে অনেক অবৈধ খাদান ও ক্র্যাশার চলছে। সেগুলি বন্ধ করার জন্য আগেই মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর কয়েকদিন ধরপাকড় শুরু হলেও ফের তা রমরমিয়ে চলছে। এগুলি নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন। মাল, ওদলাবাড়ি, নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এলাকায় এই কারবার চলছে বলে অভিযোগ। এছাড়াও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় জমি মাফিয়াদের দাপট এখনও বন্ধ হয়নি। সরকারি জমিতে বসতি করে দেওয়া হয়েছে। শাসকদলের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার মদতেই তা চলছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই নবান্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জবরদখলকারীদের সরে যেতে ৩ মাস সময় দিয়ে নোটিশ দেওয়া হবে। তার মধ্যে জবরদখলকারীরা না সরে গেলে ওইসব সম্পত্তি ক্রোক করবে রাজ্য সরকার। জবরদখলকারীদের সম্পত্তি ক্রোক করা নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডিরও সাহায্য নেওয়া হতে পারে। তবে রাজ্য সরকার যে এই ইস্যুতে কঠোর মনোভাব নিচ্ছে, সেটা স্পষ্ট।

দুর্ঘটনায় তিন ট্রাক

কিশনগঞ্জ, ৫ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জে ৩২৭ই জাতীয় সড়কে ধর্মকাঁটার কাছে রবিবার ভোরে ঘন কুয়াশার জেরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তিনটি ট্রাক। ঘটনায় একজন চালক আহত হন। ধর্মকাঁটার কাছে একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে আরেকটি ট্রাক। তারপর আরও একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অন্য দুটি ট্রাকে ধাক্কা মারে। খবর পেয়ে বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। আহত এক ট্রাকচালককে স্থানীয়রা উদ্ধার করেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পূর্ণাঙ্গ জেলা

প্রথম পাতার পর

অধিকার অনেক সময় লড়াই করে নিতে হয়।' ইসলামপুর কালচারাল সোসাইটির সম্পাদক তথা সংগীতশিল্পী সঞ্জীব বাগচী প্রশ্ন তুলেছেন, 'ইসলামপুরকে জেলা করতে এত গড়িমসি কেন?' তারপর তাঁর সংযোজন, 'সংস্কৃতিমনস্ক বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যক্তিদের জোটবদ্ধ করে জেলার দাবিতে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা। আমরা চাই জেলা হলে সেটা কাজের জেলা হোক।'

ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদও জেলার দাবিতে সোচ্চার। তাঁর মন্তব্য, 'একাধিক স্পেশাল কোর্ট রায়গঞ্জে। ফলে ইসলামপুর জেলা না হওয়ায় আইনি দিক থেকে বঞ্চনা যেমন বেড়েছে, তেমনই অন্যদিক থেকেও এলাকাবাসী বঞ্চিত। জেলা নিয়ে সমস্ত আন্দোলনেই আমাদের সমর্থন থাকবে।'

বছরের শুরু থেকেই জেলার দাবিতে যেভাবে সুর চড়তে শুরু করেছে তাতে কিছুটা আশার আলো দেখছেন ট্রান্সফার্ড সূর্যাপুর অর্গানাইজেশনের (টাসো) মুখপাত্র পাশারুল আলম। তিনি বলেছেন, 'জেলার দাবি নিয়ে দু'দশক ধরে আন্দোলন চলছে। এর শেষ দেখতে কোনও কসুর করব না।'

পেশায় শিক্ষক মলয় পাল নিজের সমস্যা তুলে ধরে বলছেন, 'স্কুলের কাজ তো রয়েইছে, পাশাপাশি যে কোনও অফিশিয়াল কাজের জন্য আমায় রায়গঞ্জ ছুটতে হয়। তাতে একটা গোটা দিন নষ্ট হয়। বেড়ে যায় খরচ। অনেক সময় রায়গঞ্জে থেকে যেতে হয়। জেলা হলে প্রশাসনিক ভবনগুলো ইসলামপুরেই হবে। সেক্ষেত্রে ঝক্কি অনেকটা কমে যাবে।' শিক্ষককে যদি এতটা ভোগান্তির শিকার হতে হয়, তাহলে এটা আন্দাজ করা খুব কষ্টকর নয় যে প্রান্তিক গরিব মানুষকে কতটা হয়রানি পোহাতে হয়।

গতবছর লোকসভা ভোটের পরেই ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করা হয়। শাসকদলও এব্যাপারে বেশ সক্রিয় ছিল। পরের বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তাহলে এখন থেকেই যদি জেলার দাবিতে সুর চড়ানো যায়, তাহলে শাসকদলের সুর নরম হবে? ইসলামপুরের বিভিন্ন আলোচনায় এই বিষয়টি এখন উঠে আসছে। তবে শাসকদল কি আদৌ ইসলামপুর জেলার দাবির পক্ষে?

ধূপগুড়ি মহকুমার দাবি ওঠার অনেক আগে থেকে ইসলামপুরকে জেলা ঘোষণার দাবি উঠেছে। কিন্তু এতদিনেও সেদিকে কর্ণপাত করেনি শাসকদল। আর সেটাই ধোঁয়াশার মূল কারণ। আবার শহরবাসীর একাংশের মতে, জোরদার আন্দোলন হলে শাসকদলের মন গলতে বেশি সময় লাগবে না। এখন রাজনৈতিক মহল আমজনতার দাবিকে কতটা গুরুত্ব দেয়, সেটাই দেখার। (চলবে)

থানায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা

এনজেপিতে চালক নিগ্রহ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনের পার্কিং এলাকা কিংবা স্টেশনের বাইরে থেকে যাত্রী তুলতে গেলে দিতে হবে তোলা। অভিযোগ শুধু এতটুকুই নয়, 'তোলা' না দিলে হুমকি, এমনকি মারধর পর্যন্ত করা হচ্ছে। এই ইস্যুতে রবিবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে লিখিত জানালেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক নামে একটি সংগঠন তোলাবাজির অভিযোগ তুলেছে।

শিলিগুড়ির বাসিন্দা তথা সংগঠনের সহকারী সম্পাদক জয়ন্ত মজুমদার ক্ষোভ উগরে দিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গা থেকে গাড়ি এনজেপিতে এলে রীতিমতো দাদাগিরি দেখানো হয়। কোনওরকম রসিদ ছাড়া সিন্ডিকেটের নাম করে দাবি করা হচ্ছে টাকা। এদিন সকালে পার্কিং এলাকার বাইরে স্টেশন সংলগ্ন একটি হোটেল থেকে যাত্রী তুলতে গিয়েছিল সিকিমের একটি গাড়ি। সেসময় দুষ্কৃতীরা ওই গাড়ির চালককে নিগ্রহ করে।'

ঘটনার বিবরণ জানিয়ে সংগঠনের তরফে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয় (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি হোটেলের বাইরে ছোট চারচাকা গাড়ি নিয়ে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন চালক। তখন এক ব্যক্তি এসে চালকের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। ছিঁড়ে দেওয়া হয় জামা। চলে নানাভাবে নিগ্রহ। গাড়ি নিয়ে চালক যাতে এগোতে না পারেন, সেজন্য একটি বাইক গাড়ির সামনে এনে দাঁড় করানো হয়।

সংগঠনের আরও অভিযোগ, ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে শিলিগুড়ির এক গাড়িচালককে নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছিল। সবকিছু বিস্তারিতভাবে জানাতে এদিন বিকেলে সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল পুলিশ কমিশনারের অফিসে পৌঁছান। তখন সিপি ছিলেন না। তাই তাঁর অফিসে লিখিত অভিযোগ দিয়ে আসে দলটি। এরপর সন্ধ্যায় সংগঠনের সদস্যরা এনজেপি থানায় যান। আইসি সোনম লামার সঙ্গে আলোচনায় বসেন সৌভিক সরকার, কিংশুক দত্ত, সৌম বিশ্বাসরা। পুলিশের তরফে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মিলেছে বলে সংগঠন সূত্রে খবর।

এধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া যাবে না, এমন বার্তা দিয়ে নিন্দা প্রকাশ করেছেন এনজেপি ট্যাক্সি ড্রাইভার ইউনিয়নের সভাপতি উদয় দাস। বলেছেন, 'আমরা, যাঁরা গাড়ি চালাই বা পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা কাজের বিনিময়ে লেনদেন করে থাকি। ভিডিওতে যা দেখা যাচ্ছে, সেগুলো কখনোই সমর্থন করা হবে না। তাছাড়া ঘটনাটি পার্কিং এলাকার বাইরে হয়েছে। কেউ তোলাবাজি করে থাকলে, তা বেআইনি। আমাদের এব্যাপারে জানা নেই।'

সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় সিন্ডিকেটরাজের রমরমা, এমন কানাঘুষো শোনা যায় হামেশা। বিশেষত, পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে কাটমানি বা 'মিলিয়ে নাও' প্রথা যেন সর্বজনস্বীকৃত। উত্তরবঙ্গের এক পর্যটন ব্যবসায়ীর সাফ স্বীকারোক্তি, 'সব জায়গায় একটু-আধটু লেনদেন চলে। তাই বলে নিগ্রহ করা কখনও কাম্য নয়।'

শিলিগুড়ির বাসিন্দা অভিজিৎ বসাক পেশায় গাড়িচালক। তাঁর কথায়, 'প্রায় সর্বত্র স্থানীয় গাড়িচালকদের দাপট। দুপুর পর্যন্ত স্থানীয় চালকরা ভাড়া পাচ্ছেন। তারপরের সময়টা বাইরের গাড়ির জন্য বরাদ্দ থাকে। উত্তরবঙ্গের সমতল, পাহাড় এবং সিকিমের ক্ষেত্রেও এটা অঘোষিত নিয়ম।'

এই নিয়ে মাঝেমধ্যে বচসা বাধে। যদিও এতে পর্যটন ব্যবসারই ক্ষতি, একসুরে মন্তব্য পর্যটন ব্যবসায়ীদের।

সোনাপুর হাটে ছিনতাই

চোপড়া, ৫ জানুয়ারি : ভরসন্ধ্যায় সোনাপুর হাটে ব্যবসায়ীর টাকার ব্যাগ ছিনতাই। দুষ্কৃতীরা পালানোর সময় গুলি চালায় বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও রবিবার রাত সাড়ে ন'টা অবধি কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সোনাপুর হাটে বাইরের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী অন্যদিনের মতো রবিবার বকেয়া আদায়ে এসেছিলেন। ফেরার পথে গাড়িতে ওঠার সময় দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে টাকার ব্যাগ ও কিছু মূল্যবান সামগ্রী ছিনিয়ে বাইকে উঠে চম্পট দেয়। হাটবার থাকায় ভিড় ছিল। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দুষ্কৃতীরা ভিড়ের মাঝে পালানোর সময় আতঙ্ক ছড়াতে গুলি ছোড়ে।

চোপড়া পুলিশ জানায়, একটি ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। তবে রাত সাড়ে ন'টা অবধি এব্যাপারে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও গুলির কোনও চিহ্ন মেলেনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মন্দিরে চুরি

কিশনগঞ্জ, ৫ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জ শহরে পুলিশ সুপারের বাংলোর কাছে সদর থানা এলাকার উত্তরপালি প্রাচীন দুর্গা মন্দিরে শনিবার রাতে চুরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রায় ৬৫ হাজার টাকার গয়না চুরি হয়। রবিবার ভোরে প্রথমে মন্দিরের পুরোহিত জগনাথ ঝা বিষয়টি বুঝতে পারেন। তিনি সদর থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার তদন্ত শুরু করেছেন।

সামরিক মহড়া, উদ্বেগ সীমান্তে

প্রথম পাতার পর

যে কোনও সময় আহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে খবর, হিলি সীমান্তের পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের এলাকা ঘোড়াঘাট, পার্বতীপুর, ভাদুড়িয়া, ডুগডুগি এবং নবাবগঞ্জে অস্থায়ী তাঁবুতে সেনাবাহিনীর শীতকালীন মহড়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের পটপরিবর্তনের পরবর্তী পরিস্থিতিতে হিলি সীমান্তে সক্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে বাংলাদেশ সেনা। বিজিবি-কে সঙ্গে নিয়ে সীমান্তের বেশ কিছু এলাকায় অস্থায়ী ছাউনি তৈরি করেছে বাংলাদেশ সেনা।

(তথ্য সহায়তা : সুবীর মহন্ত, বিধান ঘোষ ও বিশ্বজিৎ সরকার)

যুদ্ধ প্রস্তুতির

প্রথম পাতার পর

চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানি জাহাজের অবাধ যাতায়াত শুরু হয়েছে। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী আবার সামনের মাসে ঢাকায় আসছেন।

রবিবারের মহড়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অত্যাধুনিক ট্যাংক, গোলন্দাজ বাহিনীর কামান, পদাতিক, ইঞ্জিনিয়ার্স, কমান্ডো সহ সমস্ত আর্মস সার্ভিসেস অংশগ্রহণ করেছিল। ছিল বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান, আর্মি অ্যাভিয়েশন বিমান ও হেলিকপ্টার।

মাতাল তরুণীদের

প্রথম পাতার পর

এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় স্থানীয়রাও পুলিশকে ফোন করে দিচ্ছেন বলে জানাচ্ছিলেন প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার। তিনি বলেন, 'অনেক সময় দেখা যায়, মদের নেশা অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তরুণীরা চুপ করে রাস্তার ধারে বসে থাকেন। ওঁদের ঘিরে যাতে কোনও বিপত্তি না হয়, সে কারণে স্থানীয়রাই অনেক সময় ফোন করে আমাদের জানান।'

সবক্ষেত্রেই যে মদের নেশা অতিরিক্ত হয়ে গেলে তরুণীরা চুপ করে বসে থাকছেন এমনটা নয়। সম্প্রতি মদ্যপ অবস্থায় এক তরুণী মাটিগাড়ার এক পাবে ঢুকে হুজ্জতি শুরু করে দেন। পরে বাউন্সাররা ওই তরুণীকে পাবের বাইরে বের করে দেন। এরপর ওই তরুণী কাঁদতে শুরু করলে পুলিশকর্মীরা তাঁকে বোঝাতে শুরু করেন। শেষে তাঁর বয়ফ্রেন্ডকে ডেকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

একইরকম ঘটনা ঘটে খালপাড়া ফাঁড়ি এলাকাতেও। এক্ষেত্রে ওই তরুণী রাস্তায় এমনই হুজ্জতি করেন যে, তাঁকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। পরে তাঁর জামিন হয়। শহরের এক পুলিশকর্তার কথায়, 'কোনও জিনিস অতিরিক্ত হয়ে গেলেই মুশকিল। তাই রাতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পার্টি করে জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলা ওই তরুণীদের খুঁজে বের করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়াটাও এখন নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

অন্তঃসত্ত্বার মৃত্যু, উধাও স্বামী

কিশনগঞ্জ, ৫ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জ জেলার বাহাদুরগঞ্জ পুরসভা এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গুনা চৌরাসী গ্রামের একটি বাড়িতে আট মাসের একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতার নাম মুস্কান বেগম। বাহাদুরগঞ্জ থানার আইসি নিশাকান্ত কুমার দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠান। মুস্কানের বাবা মনসুর আলম থানায় লিখিত অভিযোগ জানান।

উত্তর দিনাজপুরের মনোরা গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ ইসতিয়াকের সঙ্গে মনসুরের বড় মেয়ের নিকা হয়। তিনি বলেন, 'শনিবার রাতে মুস্কানকে গলা টিপে মারা হয়েছে।' অভিযুক্ত স্বামী ফেরার।

তেলানি চা, ঠাকুরীর ডালে অভিনব পিকনিক

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৫ জানুয়ারি : 'হারিয়ে যাওয়া সেই গানের কলি…।' না, গানের নয়, খাবার। আর সেই খাবার ঘিরে রাজগঞ্জ ব্লকের চিয়ারী খাঁড়িতে হয়ে গেল অভিনব পিকনিক। রবিবার দিনভর নাচগান, নানা লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠানে মাতলেন প্রায় ৩০০ মানুষ। এই অভিনব পিকনিকের উদ্যোক্তা 'দেশি মানসির মিলনমেলা'। উত্তরবঙ্গের ভূমিজদের খাদ্যাভ্যাসের বিভিন্ন পদ এখানে প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রতরাশে ছিল তেলানি চা, মুড়ি-ঘুগনি। দুপুরের মেনুতে ছিল ঠাকুরীর ডাল, লাফা শাকের প্যালকা, শিদলের আওটা, দীঘল গুজুরির ফকদই, শুঁটকি মাছ বাটা, তেলুয়া খাসির মাংস, গুয়া পান। চিয়ারী খাঁড়ির এই পিকনিকে শুধু রাজগঞ্জ নয়, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, মানিকগঞ্জ ও অসম থেকেও অনেকে অংশ নেন। কোচবিহারের যোগেন রায়, অসমের নারায়ণচন্দ্র প্রধান, শিলিগুড়ির বৈকুণ্ঠ রায়, মানিকগঞ্জের বিকাশ রায়চৌধুরীরা পিকনিকে অংশ নিয়ে রীতিমতো খুশি। ছিলেন

রাজগঞ্জের চিয়ারী খাঁড়িতে পিকনিকের খাওয়া-দাওয়া।

জলপাইগুড়ির প্রাক্তন সাংসদ সস্ত্রীক বিজয়চন্দ্র বর্মন। তিনি জানান, উত্তরবঙ্গের ভূমিজদের হারিয়ে যাওয়া খাবার তুলে ধরে এই পিকনিক খুব আনন্দদায়ক মনে হয়েছে। পিকনিকে বাজেনি ডিজে বা সিনেমার গান। বরং সারাদিন ধরে নানা জায়গা থেকে আসা লোকশিল্পীরা ভাওয়াইয়া, পালাটিয়া গান, চোরচুন্নি গান পরিবেশন করেন।

তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমী ও চিনা খাবারের দাপটে হারিয়ে যেতে বসেছে বাংলা তথা উত্তরবঙ্গের একদা নানা জনপ্রিয় পদগুলি। আগের মতো অনেকে এসব রান্না করতেও পারেন না। মোমো, চাউমিন, পাস্তা, পিজ্জারা আমাদের রোজকার খাদ্যাভ্যাসে থাবা বসিয়েছে। এমন একটি পিকনিকের আয়োজন হওয়ায় আমি অত্যন্ত খুশি।' তুফানগঞ্জ থেকে পিকনিকে এসেছিলেন ভাওয়াইয়াশিল্পী মঞ্জু রায়। তাঁর কথায়, 'জীবনে প্রচুর পিকনিক করেছি। তবে এই পিকনিকের অনুভূতি আলাদা।'

তিনি এখানে ভাওয়াইয়া গানও পরিবেশন করেন।

আয়োজক হরিহর রায়, ভূপেন রায়, অরুণ রায়, টয়াল সিং রায়রা জানান, শুধু খাওয়াদাওয়াই নয়, ছিল নাচগানের ব্যবস্থাও।

হরিহর রায় বলেন, 'উত্তরবঙ্গের নিজস্ব খাবার নিয়ে এই পিকনিকের আয়োজন করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছি। অসম, কোচবিহার থেকে মানুষ যোগ দিয়েছেন। এখানে সবাই মন ভরে খাবার উপভোগ করেছেন। সবার মুখের স্বাদ বদলাতে পেরেছি। সবার তৃপ্তির হাসিটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আশপাশের অনেকেই অংশ নিয়েছেন।'

১২৬ লিটার মদ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ৫ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের গরবনডাঙ্গা থানার পুলিশ শনিবার রাতে প্রায় ১২৬ লিটার মদ সহ একটি চার চাকার গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, সীমান্তের কাছে ৩২৭ই জাতীয় সড়কে গরবনডাঙ্গা থানা এলাকায় টহল দেওয়ার সময় চার চাকার গাড়িটি দাঁড় করায় পুলিশ। এরপর অন্ধকারের সুযোগে চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। তল্লাশি চালাতেই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় মদ। পুলিশের অনুমান, উত্তরবঙ্গ থেকে বিহারে ওই পরিমাণ মদ পাচার করা হচ্ছিল।

৩২ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরা বুমরাহ

অজি-রূপকথায় ইতি ভারতের

৩-১ ব্যবধানে সিরিজ হার। হতাশায় মুখ ঢেকেছেন বিরাট কোহলি। রবিবার সিডনিতে।

ভারত-১৮৫ ও ১৫৭
অস্ট্রেলিয়া-১৮১ ও ১৬২/৪
(অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জয়ী)

সিডনি, ৫ জানুয়ারি : এক দশকের আধিপত্যে অবসান।

ইতি পড়ল ভারতের অজি-রূপকথায়। ২০১৪-'১৫ শেষবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে হার। পরবর্তী দশকে একবগ্গা দাপট। টানা চার সিরিজে বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেওয়া। গত দুই অজি সফরে তরুণ ভারতের দুরন্ত লড়াই চমকে দিয়েছিল ক্রিকেট বিশ্বকে।

আজ সিডনিতে ভারতের যে বিজয়রথে ব্রেক লাগিয়ে দিল প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া। সিরিজ বাঁচাতে জেতা ছাড়া পথ ছিল না বিরাট কোহলিদের। যদিও ভারতের সেই লক্ষ্যে জল ঢেলে বাজিমাত ক্যাঙারুদের। সাড়ে ছয় ফুটের বিউ ওয়েবস্টারের শট বাউন্ডারি লাইন স্পর্শ করতেই ৩-১ ব্যবধানে সিরিজে দখল। সিডনির ইতিহাসের তৃতীয় সংক্ষিপ্ততম টেস্টে (১১৪১ বল) ভারতকে গুঁড়িয়ে দিয়ে জয়হুংকার কামিন্স-স্কট বোল্যান্ডদের।

পিঠের ব্যথা ছাপিয়ে জসপ্রীত বুমরাহর চোখেমুখে হারের যন্ত্রণা। সিরিজ সেরার পুরস্কার হাতে নিয়েও লক্ষ্যপূরণ না হওয়ার আক্ষেপ। গোটা সিরিজে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাকি বোলার, ব্যাটারদের ফ্লপশোয়ে ব্যর্থ বুমরাহর সেই অতিমানবিক প্রচেষ্টা। প্রথম টেস্ট জিতেও শেষপর্যন্ত সিরিজ খোয়ানো ১-৩ ব্যবধানে। শূন্যহাতে সব হারানোর আক্ষেপ নিয়ে ফেরা ভারতীয় দলের।

গতকাল দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের সামনেও জয়ের হাতছানি ছিল। ১৪৫ রানের লিড। হাতে শেষ চার উইকেট। দুইশোর কাছাকাছি লিড তাড়া করা সহজ ছিল না সিডনির এই বাইশ গজে। যদিও না ব্যাটিং, না বোলিং এদিন দাগ কাটতে ব্যর্থ গৌতম গম্ভীরের দল। ১৪১/৬ থেকে আর মাত্র ১৬ রান যোগ করে ১৫৭-তে ইতি ভারত।

প্রথম শিকার রবীন্দ্র জাদেজা (১৩)। কামিন্সের বল ব্যাটের কানায় লেগে উইকেটকিপারের দস্তানায়। ওয়াশিংটন সুন্দর (১২), মহম্মদ সিরাজরা (৪) মিরাকল কিছু ঘটাতে পারেননি। পিঠের সমস্যা নিয়ে দলের প্রয়োজনে ব্যাট হাতে নামলেও রান পাননি বুমরাহ। হাফডজন উইকেট পকেটে পোরেন ম্যাচের সেরা স্কট বোল্যান্ড।

সিরিজ বাঁচাতে পুঁজি মাত্র ১৬১। তার ওপর বুমরাহহীন বোলিং। গতকালই সুনীল গাভাসকার বলছিলেন, বুমরাহ থাকলে ১৫০-১৬০ রানের পুঁজি নিয়েও টক্কর হবে। কিন্তু বুমরাহহীন বোলিংয়ের পক্ষে দুইশো প্লাস স্কোরও কম। আশঙ্কাই সত্যি।

বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিংকে বাস্তবের আয়না দেখিয়ে দেন স্যাম কনস্টাস (১৭ বলে ২২), উসমান খোয়াজা (৪৫ বলে ৪১), ট্রাভিস হেড (৩৮ বলে অপরাজিত ৩৪), ওয়েবস্টার (৩৪ বলে অপরাজিত ৩৯)। সাজঘরে বসে তখন হাত কামড়াচ্ছেন বুমরাহ।

পরে বলেছেন, 'খুব হতাশ লাগছে। কিন্তু শরীরের বিরুদ্ধে কিছু করার থাকে না। ইচ্ছে না থাকলেও মেনে নিতে হচ্ছে। গোটা সিরিজ উপভোগ করেছি। আজও বল করতে পারলে ভালো লাগত।' হতাশার বহিঃপ্রকাশ বিরাটের আচরণে। দর্শকদের বিদ্রুপের মুখে পালটা হিসেবে স্টিভেন স্মিথ-ডেভিড ওয়ার্নারদের 'স্যান্ডপেপার' (বল বিকৃতি) কেলেঙ্কারির ঘটনা উসকে দিলেন পকেটে কিছু নেই দেখিয়ে।

দুর্ভাগ্য স্টিভেন স্মিথের। ১৫তম ব্যাটার হিসেবে টেস্ট দশ হাজার ক্লাবে পা রাখা থেকে এদিন বঞ্চিত হলেন। গোটা সিডনি অপেক্ষা করছিল স্মিথের স্মরণীয় মাহেন্দ্রক্ষণের। মাঠে হাজির প্রথম দশ হাজার রানের মালিক সুনীল গাভাসকার। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দশ হাজার রান করা অ্যালান বর্ডার।

৯৯৯৯ রানে আউটের আক্ষেপ নিয়ে ফিরলেন স্মিথ। গালিতে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে ক্যাচ নেন যশস্বী জয়সওয়াল। আপাতত অপেক্ষা আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরে গল টেস্টের। ৫৮/৩ অস্ট্রেলিয়া। একটা ক্ষীণ আশা তখনও ভারতীয় শিবিরে উঁকি মারছিল। ১০৪/৪-এ উসমান খোয়াজাকে ফিরিয়ে টেস্ট কেরিয়ারে শততম উইকেট নেন সিরাজ।

ভারতের লড়াই ওখানেই শেষ। বাকি কাজটা জুটিতে সেরে নেন হেড-ওয়েবস্টার। পারথে হারের ধাক্কা কাটিয়ে অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন, সিডনিতে বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে যোগ্য হিসেবে সিরিজ দখল কামিন্সদের। কার্যত পকেটে ভারতকে দৌড় থেকে ছিটকে দিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের টিকিটও।

ভারত যেখানে ফিরছে শূন্য হাতে, এক ঝাঁক প্রশ্ন, আশঙ্কাকে সঙ্গী করে। আতশকাচের নীচে বিরাট, রোহিত শর্মার ফর্ম থেকে কোচ গৌতম গম্ভীরের রেকর্ড (১০ টেস্টে ৬টিতে হার)। সবকিছু ছাপিয়ে পালাবদলের পর্ব।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন সিরিজের মাঝপথেই অবসর গ্রহে। রোহিত দাবি করেছেন তিনি অবসর নিচ্ছেন না। বিরাটের মুখে আপাতত তালা। যদিও চাবিটা যে রোহিত, বিরাট কারও হাতে এই মুহূর্তে নেই তা পরিষ্কার।

১০ বছর পর বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জিতে উচ্ছ্বাস অস্ট্রেলিয়া দলের।

নজরে পরিসংখ্যান

১১৪১ সিডনি টেস্ট ১১৪১ বল স্থায়ী হল। যা বলের নিরিখে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে তৃতীয় সংক্ষিপ্ততম ম্যাচ। ১৮৮৮ সালের পর থেকে এসসিজি-তে এটাই সংক্ষিপ্ততম টেস্ট ম্যাচ।

৬৭৩ ভারতীয় দল দুই ইনিংস মিলিয়ে সিডনিতে ৬৭৩ বল খেলেছে। যা সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে তাদের সংক্ষিপ্ততম। এর আগে এই মাঠে ভারতের সংক্ষিপ্ত ম্যাচ ছিল ১৯৮১ সালে। সেবার ভারত দুই ইনিংস মিলিয়ে ৬৯২ বল খেলেছিল।

৬.০০ দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬২ রান তাড়া করার পথে অস্ট্রেলিয়ার রানরেট। যা অস্ট্রেলিয়ায় ১৫০ বা তার বেশি লক্ষ্য তাড়া করার নিরিখে দ্রুততম।

৯৯৯৯ স্টিভেন স্মিথের টেস্টে রানসংখ্যা। মাহেলা জয়বর্ধনের পর দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ১০ হাজার রানের মাইলস্টোন থেকে এক ধাপ দূরে আউট হলেন স্মিথ।

৭ চলতি সিরিজে সাতবার ২০০-র গণ্ডি টপকাতে ব্যর্থ হল ভারত। যা চলতি শতাব্দিতে যুগ্ম সবাধিক।

২১.৭৬ চলতি সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহ ও ভারতের অন্য পেসারদের মধ্যে বোলিং গড়ের পার্থক্য।

১৯৯৭ অস্ট্রেলিয়া ১৯৯৭ সালের পর প্রথমবার ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েও সিরিজ জিতল। ঘরের মাঠে অজিরা এই কৃতিত্ব শেষবার দেখিয়েছিল ১৯৬৮-'৬৯ সালে। সেবার তারা ১-০ পিছিয়ে পড়ে ৩-১ ব্যবধানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছিল।

দলগত প্রয়াসকেই কৃতিত্ব কামিন্সের

সিডনি, ৫ জানুয়ারি : ব্যর্থ হয়েছিলেন স্টিভেন স্মিথ।

অধিনায়ক হিসেবে দু'বার সুযোগ পেলেও বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জিততে পারেননি টিম পেইন। ২০২২-'২৩ ভারত সফরেও শূন্য হাতে ফিরতে হয় প্যাট কামিন্সকেও। সেই ক্ষতে অবশেষে প্রলেপ। মাইকেল ক্লার্কের (২০১৪-'১৫) পর দ্বিতীয় অজি অধিনায়ক হিসেবে গত একদশকে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হাতে বিজোয়ৎসবের সুযোগ।

বিশেষ মুহূর্ত কামিন্স এবং তাঁর দলের জন্য। উচ্ছ্বাসেও তারই প্রতিফলন। ছেলে অ্যালবিকে নিয়ে কখনও মাঠের মধ্যেই শুয়ে পড়ে ক্যামেরার সামনে পোজ দিলেন। কখনও সাংবাদিক সম্মেলনে পিতা-পুত্রের যুগলবন্দি। 'লাস্ট ফ্রন্টিয়ার' দখলের অনুভূতি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন কামিন্স।

পারথ টেস্টে হার দিয়ে সিরিজ শুরু। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো, ৩-১ জয়। সাফল্যের রহস্য নিয়ে কামিন্স বলেছেন, 'পারথের পরই সবাই মিলে বসেছিলাম। কথা বলি নিজেদের মধ্যে। কোথাও একটা ভুল হচ্ছে, তা বুঝতে পারছিলাম। কোচ, সাপোর্ট স্টাফরা দারুণ কাজ করেছে। সাহায্য করেছে পরিবারও।'

দলগত পারফরমেন্সের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠাতে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ফল হাতেনাতে। কামিন্সের কথায়, 'পরিশ্রম, পরিকল্পনা তৈরি এবং তার প্রতিফলন ঘটানো- সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছে পারথের পর। ব্যক্তিগত পারফরমেন্সে উন্নতির দরকার ছিল। মানসিক লাবুশেন যেমন প্রচুর পরিশ্রম করেছে। প্রতিপক্ষের ব্যাটিংঅর্ডার দেখে বোলিং পরিকল্পনা বদলেছি। আমরাই সেরা, বিশ্বাসটুকু রেখেছি, যা সাহায্য করেছে ভীষণভাবে।'

দলগত সাফল্যের মঝেও বিরাট কোহলি-আবেগও রয়েছে। ২০২৭ সালে পরবর্তী বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। যেখানে বিরাটের উপস্থিতির সম্ভাবনা প্রায় ক্ষীণ। যে প্রসঙ্গে কামিন্স বলেছেন, 'বিরাটের সঙ্গে এত বছরের লড়াই উপভোগ করেছি। ব্যাটিং পারফরমেন্স ছাপিয়ে মাঠে বিরাট মানে নাটকীয়তার রসদ। জানি পরিকল্পনামাফিক এটা করে ও। আমরাও কিন্তু মাঝেমধ্যে যার থেকে রসদ পাই। ওর উইকেট পাওয়ার অনুভূতি স্পেশাল। এটাই বিরাটের শেষ বর্ডার-গাভাসকার সিরিজ, আমাদের শেষ টেস্ট হলে দুঃখ পাব।'

'বিরাটের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট হলে দুঃখ পাব'

> যখনই বুমরাহ বল হাতে পেয়েছে প্রভাব ফেলেছে। গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এদিন ওর অনুপস্থিতি রান তাড়ায় কিছুটা সাহায্য করেছে আমাদের।
>
> **প্যাট কামিন্স**

প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন জসপ্রীত বুমরাহকেও। সিরিজ সেরা ভারতীয় স্পিডস্টারকে নিয়ে কামিন্স বলেছেন, 'যখনই বল হাতে পেয়েছে প্রভাব ফেলেছে। গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এদিন ওর অনুপস্থিতি রান তাড়ায় কিছুটা সাহায্য করেছে আমাদের।'

নির্ণায়ক টেস্টে রোহিত শর্মার সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তেও অবাক। কামিন্সের মতে, অধিনায়কের না খেলাটা সবসময় চমক। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসরের সময়ও একইভাবে অবাক হয়েছিলেন। অবাক হলেও প্রতিপক্ষ শিবিরের এহেন ঘটনার প্রভাব তাদের ওপর পড়েনি, দাবি করেন কামিন্স।

সিরিজের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের ছাড়পত্র। অজি অধিনায়কের মতে, ভারত সিরিজের গুরুত্ব বরাবরই তাঁদের কাছে অপরিসীম। প্রথম থেকে উত্তেজক টক্কর। শেষপর্যন্ত ৩-১ জয়ে অবিশ্বাস্য অনুভূতি নিয়ে ফেরা। তার সঙ্গে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করা। বিশাল প্রাপ্তি অজি শিবিরের জন্য।

ভারত-বধের পর মিশন শ্রীলঙ্কা। ওয়ার্কলোড কমাতে যে সফর থেকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলেন কামিন্স। আপাতত কয়েকটা দিন ছুটি। তারপর ভাববেন। তবে নিজেকে তরতাজা রাখতে বিশ্রামের কথা শোনা গেল কামিন্সের গলায়। সেক্ষেত্রে নেতৃত্ব সম্ভবত স্মিথ।

একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক উইকেট (ভারতীয় পেসার)

বোলার	উইকেট	গড়	প্রতিপক্ষ	সাল
জসপ্রীত বুমরাহ	৩২	১৩.০৬	অস্ট্রেলিয়া	২০২৪-'২৫
কপিল দেব	৩২	১৭.৬৮	পাকিস্তান	১৯৭৯-'৮০
কপিল দেব	২৯	১৮.৫১	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৯৮৩-'৮৪
কপিল দেব	২৮	২২.৩২	অস্ট্রেলিয়া	১৯৭৯-'৮০
কারসন ঘাউরি	২৭	২৩.৪৮	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৯৭৮-'৭৯
কপিল দেব	২৫	২৫.৮১	অস্ট্রেলিয়া	১৯৯১-'৯২

প্রাক্তনদের তোপের মুখে কোচ গম্ভীরও

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : ধোঁয়া যখন উঠছে, তখন আগুন আছেই।

ভারতীয় সাজঘরে তেমনই বিতর্কের আগুন দেখতে পাচ্ছেন এবি ডিভিলিয়ার্স। সিরিজের মাঝে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসর নিয়ে বাড়ি ফেরা। রোহিত শর্মার নির্ণায়ক টেস্টে বিশ্রামে যাওয়া। দল নির্বাচনে ধারাবাহিকতার অভাব-যার নেপথ্যে সাজঘরের সমস্যা, দাবি এবির।

ডিভিলিয়ার্সের ইঙ্গিতপূর্ণ প্রতিক্রিয়া, 'জানি বেশ কিছু গুজব রটছে। তবে আমি মোটেই অবাক নই। ধোঁয়া উঠছে মানে, সেখানে আগুন জ্বলছে। আমি নিজেও দীর্ঘদিন সাজঘরে কাটিয়েছি। পরিস্থিতি আন্দাজ করতে পারি। লম্বা বিদেশ সফরে বাড়ি থেকে দূরে থাকা, পরিবারকে মিস করা থাকে। সমস্যা বাড়িয়ে দেয় সাফল্য না আসলে। অজি সফরে ভারতীয় দলের সাজঘরের ছবিটা বদলেছে, এই নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।'

প্রাক্তন ব্যাটারের মতে, দলের পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে সাজঘরের পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ। অধিনায়ক হিসেবে সবসময় যাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস হারালে মাঠে প্রভাব পড়বেই। ভারতীয় সাজঘরে কী ঘটেছিল না জানলেও সবকিছু যে ঠিকঠাক নেই, নিশ্চিত এবি। দাবি, গত এক সপ্তাহে ভারতীয় শিবিরের ঘটনাক্রমে তা প্রকট।

ভারতীয় সাজঘরে বিতর্কের গন্ধ পাচ্ছেন এবি

সঞ্জয় মঞ্জরেকারের সমালোচনার মুখে আবার গৌতম গম্ভীর। দল নির্বাচন নিয়ে ধারাবাহিকতার অভাব নিয়ে প্রাক্তনের অভিযোগ, 'ভারতীয় দল নির্বাচন নিয়ে কী হয়েছে আমি জানি না। সিডনিতে সবুজ উইকেট। সেখানে দুই স্পিনার! উলটোদিকে অজি পেসারদের দেখুন। ভারতীয় ব্যাটারদের সারাক্ষণ চাপে রাখল। আমরা সেখানে দুজন স্পিনার নিয়ে খেললাম।'

প্রাক্তনের মতে, গত দুই অজি সফরে সঠিক উইনিং কম্বিনেশন বেছে নিয়েছিলেন রবি শাস্ত্রী, রাহুল দ্রাবিড়রা। দুই প্রাক্তন হেডকোচই প্লেয়ারদের ওপর ভরসা দেখিয়েছেন। যদিও গম্ভীর জমানায় উলটো ছবি। নিয়মিত দলবদল, ভুল নির্বাচন-খেসারত চুকোতে হয়েছে ভালোমতোই।

মঞ্জরেকার বলেছেন, 'রাহুল দ্রাবিড়ের সময়ে প্লেয়াররা ব্যর্থ হলেও থিংকট্যাংক সবসময় পাশে থেকেছে। কথায় কথায় বাদ দেওয়া হয়নি। আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। গৌতম গম্ভীর হেডকোচ হয়ে আসার পর পরিস্থিতিটাই বদলে গিয়েছে। অ্যাডিলেডে একটা খারাপ পারফরমেন্সের জন্য হর্ষিত রানাকে বসিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সিডনিতে ও দারুণ কার্যকর হত।'

'ব্যাটিং অর্ডার নয়, কোচদের বদলাও'

সিডনি, ৫ জানুয়ারি : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি।

দুই দেশের দুই কিংবদন্তির নামাঙ্কিত সিরিজ। ম্যাচের নির্ণায়ক দিনে মাঠে হাজির দুজনেই। যদিও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ অ্যালান বর্ডারকে। বিজয়ী অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন। অথচ, ব্রাত্য সুনীল গাভাসকার! মাঠে থেকেও দর্শক!

অপমানিত হয়ে চুপ থাকেননি গাভাসকার। কড়া ভাষায় মুখ খুলেছেন টেস্ট ইতিহাসের প্রথম দশ হাজার রানের মালিক। বলেছেন, 'পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে থাকলে ভালোই লাগত। এটা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। অস্ট্রেলিয়া-ভারতের মধ্যে সিরিজ। ভারতীয় বলেই হয়তো আমাকে ডাকা হয়নি।'

সিরিজের শেষ দিনেও কমেন্ট্রি বক্সে ছিলেন। সেখানে বসেই প্রত্যক্ষ করেছেন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। গাভাসকার বলেছেন, 'আমি তো মাঠেই ছিলাম। ডাকতেই পারত। কোন দল জিতল, তার ওপর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নির্ভর করে না। অস্ট্রেলিয়া যোগ্য হিসেবে জিতেছে। বন্ধু বর্ডারের সঙ্গে আমিও কামিন্সের হাতে ট্রফি তুলে দিতে পারতাম।'

এমন কিছু ঘটার ইঙ্গিত অবশ্য আগেই পেয়েছিলেন। গাভাসকার বলেছেন, 'আমাকে বলা হয়েছিল, ভারত যদি সিরিজ ড্র করে বা হেরে যায়, তাহলে ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে আমাকে প্রয়োজন পড়বে না। কথাটা শুনে খারাপ লেগেছিল। তবুও মনে হয়েছিল...। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি যখন, দুইজনেরই উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল।'

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে তোপ 'অপমানিত' সানির

গাভাসকারের তোপের পর ভুল স্বীকার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। বলা হয়েছে, 'সুনীল গাভাসকার, অ্যালান বর্ডার, দুইজনকেই ডাকা উচিত ছিল। আমাদের ভুল হয়েছে। আসলে ঠিক ছিল, ভারত জিতলে গাভাসকার বিজয়ী অধিনায়কের হাতে ট্রফি তুলে দেবেন। অস্ট্রেলিয়া জিতলে বর্ডার।'

> পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে থাকলে ভালোই লাগত। এটা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। অস্ট্রেলিয়া-ভারতের মধ্যে সিরিজ। ভারতীয় বলেই হয়তো আমাকে ডাকা হয়নি।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

সিডনি টেস্টের ময়নাতদন্তে সুনীল গাভাসকার। রবিবার।

এদিকে, গাভাসকারের রোষের মুখে গৌতম গম্ভীরও। সিরিজ শেষে দাবি করেন, ব্যাটিং অর্ডার নয়, বদলে ফেলা উচিত কোচদেরই। গম্ভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর ১০টি টেস্টে ৬টিতেই হেরেছে ভারত। এরমধ্যে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা। এবার দশ বছর পর বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হাতছাড়া।

গাভাসকারের প্রশ্ন, 'কোচরা কী করছে? নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে ৪৬ রানে অলআউট হয়েছিলাম। তখনই ব্যাটিংয়ের হাল বোঝা গিয়েছিল। প্রশ্ন, অজি সফরের আগে কোচরা তাহলে কী করল? কোনও উন্নতি হল না কেন? সবাই ব্যাটারদের দুষছে, প্রশ্ন করছে। কিন্তু কোচদের কেন প্রশ্ন করা হবে না? ওদের পারফরমেন্সের জবাবদিহি চাওয়া উচিত।'

গাভাসকারের যুক্তি, প্রতিপক্ষের সেরা বোলারদের কীভাবে সামলাতে হবে, তার কোনও পরিকল্পনাই ছিল না। শুধু ব্যাটিং অর্ডার বদলে গিয়েছেন গম্ভীররা। এখন মনে হচ্ছে ব্যাটিং অর্ডার নয়, কোচদেরই বদলে ফেলা দরকার। সামনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তারপর ইংল্যান্ড সিরিজ। শুধু থ্রো ডাউন করিয়ে লাভ হবে না। টেকনিক ও মানসিকতায় বদল দরকার।

বিরাট কোহলিদেরও একহাত নিয়েছেন। বারবার ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। যদিও কে শোনে কার কথা? কটাক্ষের সুরে গাভাসকার বলেন, 'আমরা ক্রিকেটের কী জানি? কিছুই তো পারি না। পয়সার জন্য শুধু টিভিতে বকবক করি। আমাদের পরামর্শকে পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ইরফান পাঠান বা আমরা এমনি বকবক করি। এক কান দিয়ে শোনো, আরেক কান দিয়ে বের করে দাও।'

সিরিজ সেরা ট্রফি পেয়েও মন ভরছে না জসপ্রীত বুমরাহর।

স্টিভেন স্মিথ আউট হওয়ার পর বিরাট কোহলি। দর্শকদের ফাঁকা দুই পকেট দেখিয়ে বোঝাতে চাইলেন কোনও স্যান্ডপেপার নেই।

বিরাট-রোহিতরাই ঠিক করবে ভবিষ্যৎ : গম্ভীর

সিডনি, ৫ জানুয়ারি : দশ টেস্টে ছয় হার। কোচ গৌতম গম্ভীরের জমানায় ভারতীয় ক্রিকেটের হলটা কী?

গম্ভীর কোচ হওয়ার ছয় মাস পর দেখা যাচ্ছে, তাঁর কোচিং কেরিয়ার ক্রমশ দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছে। দল নির্বাচনে গলদ, কম্বিনেশন চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে সমস্যা, দলের সাজঘরের বন্ডিং নষ্ট হওয়ার অভিযোগ- কোচ গম্ভীরকে নিয়ে সমস্যা বেড়েই চলেছে। সিডনি টেস্টের বাইশ গজ ছিল সবুজ। সেই পিচে কোচ গম্ভীর জোড়া স্পিনারে দল নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কেন? সেই প্রশ্নেরও সঠিক জবাব কোথাও নেই। আজ সিডনিতে সিরিজের শেষ টেস্টে হারের পাশে সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার গ্লানির সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে না পারার যন্ত্রণা নিয়ে গম্ভীর হাজির হয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। সেখানে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন তিনি। তার মাঝে সব ক্রিকেটারকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার ডাক দিয়েছেন কোচ গম্ভীর। বলেছেন, 'আমি সবসময়ই চাই সব ক্রিকেটারই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলুক। সম্ভব হলে নিয়মিতভাবে খেলুক ঘরোয়া ক্রিকেটের সব ম্যাচ। এমনটা করা গেলে লাল বলের ক্রিকেটে আরও ভালো করতে পারব আমরা।'

কোচ গম্ভীরের কথায় আগামীদিনে জাতীয় দলের সব ক্রিকেটার ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিতভাবে খেলবেন কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার হতাশায় ডুবে থাকা ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, রোহিত-বিরাটের কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ। তাঁরা আর কতদিন খেলবেন? কবে অবসব নেবেন? ভারতীয় ক্রিকেটমহলের খবর, রোহিত-বিরাটরা ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলার পরিকল্পনায় ডুবে রয়েছেন। আর কোচ গম্ভীর বলছেন, 'আমি কারোর ভবিষ্যৎ নিয়ে বলতে পারব না। রোহিত-বিরাটদের ভবিষ্যৎ ওদের উপরই নির্ভর করছে। ওদেরই ঠিক করতে হবে ওরা কী চায়। আমি শুধু একটাই কথা বলতে পারি, ক্রিকেটের প্রতি ওদের আবেগ ও সাফল্যের খিদে একইরকম রয়েছে। আমি নিশ্চিত, ওরা যাই সিদ্ধান্ত নিক না কেন, সেটা ভারতীয় ক্রিকেটের ভালোর জন্যই হবে।' সিডনি টেস্টে অধিনায়ক রোহিত খেলেননি। তাঁর না খেলার সিদ্ধান্ত থেকেই জসপ্রীত বুমরাহ বাদে বাকি বোলাররাও নিয়মিত হতাশ করেছেন। তারপরও বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হারের পর বিস্তর পজিটিভ দিক দেখছেন কোচ গম্ভীর। তাঁর কথায়, 'যশস্বী জয়সওয়াল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, আকাশ দীপদের কাউকে নিয়ে আলাদাভাবে কিছু বলতে চাই না। আমাদের দলের অনেকেই প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া সফরে এসেছিল। তার মধ্যেও ওরা সেরাটা দিয়েছে। সিরিজ হারলেও আমাদের জন্য অনেক পজিটিভ দিক রয়েছে। ক্রিকেটের তিন বিভাগেই আরও উন্নতি করে আমাদের সামনে তাকাতে হবে।' অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেই ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ। ফেব্রুয়ারি-মার্চে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এমন অবস্থায় টিম ইন্ডিয়ার আগামীর পরিকল্পনা নিয়ে গম্ভীর বলছেন, 'পাঁচ মাস পর ফের টেস্ট খেলব আমরা। তার আগে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছু বদলাবে। দেখা যাক কী হয়।'

সবাইকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার বার্তা

শুরু হয়েছিল অবসর জল্পনা। কোচ গম্ভীর এব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলছেন, 'রোহিতকে নিয়ে আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল সকলের। একজন অধিনায়ক নিজের আগে যদি দলের জন্য কোনও সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তার মধ্যে ভুল রয়েছে বলে আমি মনে করি না। মনে রাখবেন, সিদ্ধান্তটা রোহিতের ব্যক্তিগত।'

স্যর ডনের দেশে টিম ইন্ডিয়ার শক্তিশালী ব্যাটিং বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

মণিলাল মজুমদার : দাদুর জন্মদিনে জানাই প্রণাম। - মেঘ ও বৃষ্টি, 'মণিরেখা', নবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

সালাহদের থামাল লাল ম্যাঞ্চেস্টার

স্যাভিনহোর প্রশংসায় গুয়ার্দিওলা

লিভারপুল, ৫ জানুয়ারি : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুরন্ত ছন্দে থাকা লিভারপুলকে ২-২ গোলে রুখে দিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। লিগ টেবিলে ১৪ নম্বরে থাকা লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে ৫২ মিনিটে এগিয়ে দেন লিসান্দ্রো মার্টিনেজ। ৭ মিনিটের মধ্যেই সেই গোল শোধ করে দেন কোডি গাকপো। ৭০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে মহম্মদ সালাহর করা গোলে ২-১ করে নেয় লিভারপুল। কিন্তু তাদের জয়ের আশায় জল ঢেলে দেয় ৮০ মিনিটে আমাদ ডিয়ালোর গোল। এই ড্রয়ের পরও ১৯ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে লিভারপুল এক নম্বরে থেকে গেল। ২০ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ১৩ নম্বরে উঠে এসেছে।

ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে ৪-১ গোলে হারিয়ে নতুন বছরের সূচনা করেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। জয়ের নায়ক ২০ বছরের ব্রাজিলিয়ান উঠতি তারকা স্যাভিনহো। সিটির চারটি গোলের দুইটিতেই স্যাভিনহোর অবদান রয়েছে। এহেন প্রতিভাবান ব্রাজিলিয়ানকে নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তিনি বলেছেন, 'স্যাভিনহোর খেলায় আমি খুশি। ওর মধ্যে বিশেষ কিছু রয়েছে। শনিবারও দুইটি গোলে ওর অবদান রয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'তবে স্যাভিনহোকে আরও আক্রমণাত্মক হতে হবে। ওকে প্রচুর উন্নতি করতে হবে।'

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে সমতায় ফিরিয়ে আমাদ ডিয়ালো। রবিবার।

সিটির জয়ের দিন চেনা ছন্দে দেখা গেল বেলজিয়াম মিডিও কেভিন ডি ব্রুয়েনকে। শনিবার ক্লাবের হয়ে ৪০০তম ম্যাচটি খেলেন তিনি। এই ম্যাচে একটি অ্যাসিস্টও করেছেন এই বেলজিয়ান তারকা। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'মাঝখানে লিগের বিরতিতে দলের ফিটনেসে অনেক উন্নতি হয়েছে। দল ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে।' নিজের পারফরমেন্স নিয়ে ডি ব্রুয়েন বলেছেন, 'কয়েকমাস চোট-আঘাতে ভুগেছি। তবে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছি। ফিটনেসেও অনেক উন্নতি করেছি। এখন প্রায় ৯০ মিনিট খেলার জায়গায় চলে এসেছি।'

এদিকে, ম্যান সিটি জিতলেও ড্র করেছে আর্সেনাল। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের বিরুদ্ধে প্রথমে এগিয়ে গেলেও পয়েন্ট নষ্ট হয়েছে গানার্সের। এই নিয়ে ম্যাচের পর আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছেন, 'প্রথমার্ধ আমরা দুর্দান্ত খেলেছি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে সেই পারফরমেন্স ধরে রাখতে পারিনি।'

জোড়া গোলের সেলিব্রেশন বার্সেলোনার রবার্ট লেওয়ানডস্কির।

লেওয়ানডস্কির দাপটে জয় বার্সেলোনার

মাদ্রিদ, ৫ জানুয়ারি : কোপা ডেল রে-তে সহজ জয় পেল বার্সেলোনা। তারা চতুর্থ ডিভিশনের দল বারবাস্ট্রোকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে। দলের হয়ে জোড়া গোল করেছেন পোলিশ গোলমেশিন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। বাকি দুই গোল এরিক গার্সিয়া ও পাবলো টোরের।

এদিকে, খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন নিয়ে সমস্যায় বার্সেলোনা। স্যালারি ক্যাপের সীমাবদ্ধতার জন্য ড্যানি ওলমো ও ভিক্টর রোকুকে ২০২৪ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন করাতে পেরেছিল তারা। তার মধ্যে নতুন করে বাকি মরশুমের জন্য রেজিস্ট্রেশন করাতে পারেনি। এই বিষয়ে লা লিগা ও স্প্যানিশ ফেডারেশনের কাছে আবেদনও করেছিল বার্সেলোনা। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের ডেডলাইন পেরিয়ে গিয়েছে। আপাতত আদালতে রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য আবেদন করেছে কাতালান ক্লাবটি।

ডার্বিতে ৫ গোল বাগানের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগের ডার্বিতে মোহনবাগান ৫-০ গোলে হারাল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। বাগানের হয়ে হ্যাটট্রিক করে প্রেম হাঁসদা। বাকি দুই গোল হাওকিপ ও আলি হাসানের।

অন্য ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ৪-০ গোলে হারিয়েছে অ্যাডামাস ইউনাইটেডকে। লাল-হলুদের হয়ে জোড়া গোল করেন শেখর সর্দার। বাকি গোলগুলি আসে প্রিয়াংশু প্রধান ও পালিবা লাইখুরামের থেকে। পাশাপাশি বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-০ গোলে জয় পেয়েছে বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে।

হঠাৎই অজুহাত অস্কারের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : এতদিন সুপার সিক্সে যাওয়ার কথা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে গেলেও এদিন হঠাৎই ব্যাক গিয়ার অস্কার ব্রুজোঁর। প্রথমদিকের টানা হারই তাঁর দলকে প্রথম ছয়ে যাওয়ার লড়াই থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে বলে মন্তব্য লাল-হলুদ কোচের।

নতুন বিদেশি ডার্বির আগেই

কার্লোস কোয়াদ্রাতের সময়ের মতোই চোট সমস্যা থেকেই গেছে ইস্টবেঙ্গলে। মাদিহ তালাল আগেই পুরো মরশুমের জন্য ছিটকে গিয়েছেন। কিন্তু ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সাউল ক্রেসপো সম্পর্কে সুখবর শোনান ইস্টবেঙ্গল কোচ। সাউলের চোট তেমন গুরুতর নয়, তিনি জানুয়ারির শুরুতেই ফিরবেন। কিন্তু এই স্প্যানিশ মিডিয়োর এখনও দেখা নেই। তিনি নাকি ভিসা সমস্যায় আটকে গিয়েছেন। নতুন বিদেশি নেওয়ার ব্যাপারেও শোনালেন আশার কথা, 'মাদিহর পরিবর্তে একজন বিদেশিকে আমরা নিচ্ছি। তার নাম ডার্বির আগেই ঘোষণা হবে। আর সাউলও এর মধ্যেই চলে আসবে। আসলে স্পেনে বড়দিনের জন্য লম্বা ছুটি ছিল বলে একটু দেরি হচ্ছে।' শৌভিক চক্রবর্তীরও মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে গোড়ালির চোটের জন্য না থাকা নিশ্চিত। ফলে মাঝমাঠে আনোয়ার আলি ও জিকসন সিংকে রেখে ডিফেন্সে দুই বিদেশি হেক্টর ইউস্তে ও হিজাজি মাহেরকেই নামাতে হবে।

আপাতত ডার্বি নিয়ে নয় বরং ছন্দে না থাকা মুম্বই সিটি এফসি-কে হারিয়ে মনোবল বাড়ানোই প্রধান লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, 'ওরা লিগের অন্যতম সেরা ও শক্তিশালী দল। একটা নির্দিষ্ট স্টাইলে খেলে। দুই প্রান্ত ব্যবহার করে বেশি। তবে

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম মুম্বই সিটি এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

ওদের শক্তি ও দুর্বলতা জানি। সেই অনুযায়ীই পরিকল্পনা করব। যা কার্যকর করতে হবে ফুটবলারদের।' আগের ম্যাচে মুম্বই যেমন বিধ্বস্ত হয়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে তেমনি ইস্টবেঙ্গলও আটকে গিয়েছে হায়দরাবাদ এফসি-র মতো দুর্বল দলের বিপক্ষে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রথম ছয়ে থাকা নিয়ে আবারও একবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইস্টবেঙ্গলের বাকি থাকা ১১ ম্যাচের পাঁচটাই জানুয়ারিতে। এই মুহূর্তে ৬ নম্বর দলের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে তারা। তাই আসন্ন ম্যাচগুলির মধ্যে দুই-একটা ম্যাচ হারলেই যে কাজটা কঠিন হয়ে যাবে, সেকথা স্বীকার করে নিয়ে ব্রুজোঁ বলেছেন, 'আগেই বলেছিলাম ডিসেম্বরে কিছু পয়েন্ট সংগ্রহ করে রাখতে পারলে প্রথম ছয়ের দৌড়ে থাকতে পারব। তবে এখন যদি আবার পয়েন্ট না পাই তাহলে কোনও আশা থাকবে না। আসলে লিগের প্রথম সাত ম্যাচে পয়েন্ট না পাওয়া আমাদের অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে। এখনও হয়তো পারি কিন্তু সেটা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। চোট-আঘাত, পারফরমেন্স, রেফারিং। গত চার-পাঁচটা ম্যাচে যা খেলেছি তার থেকেও ভালো খেলতে হবে।' প্রথমদিককার খারাপ ফলের জন্যই তিনি প্রথম ছয়ে না পৌঁছালেও নিজেদের ব্যর্থ বলবেন না বলে জানান, 'সেরা ছয়ে না পৌঁছালেও এই মরশুমে আমাদের ব্যর্থ বলা যাবে না। কারণ টানা সাত ম্যাচে পয়েন্ট না পেয়েও আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। সমর্থকদেরও এই লড়াইয়ের জন্যই গর্বিত হওয়া উচিত।' সুপার সিক্সের কথা বলে তিনি নাকি ফুটবলারদের উপর বাড়তি চাপ দিতে নারাজ।

ঘটনা হল, দিন যায়, বছর যায়, ইস্টবেঙ্গল এবং তার কোচদের মানসিকতা, কথাবার্তা ক্রমশ হুবহু মিলে যায়। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ম্যাচে জয় আসে কিন্তু সমর্থকদের সত্যিকারের গর্ববোধ করার মতো কিছু দিতে পারেন না কেউই। তাই মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ যদি সোমবার জিতেও যায় ইস্টবেঙ্গল, তাহলেও উজ্জ্বল ভবিষ্যতেই স্বপ্ন দেখলে ফের স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

সুপার সিক্সে পৌঁছানো নিয়ে সংশয়ে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। ছবি : ডি মণ্ডল

মন্থর ব্যাটিংয়ে ডুবল বাংলা

বাংলা-২৬৯/৭ মধ্যপ্রদেশ-২৭১/৪ (৪৬.২ ওভারে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র পর বিজয় হাজারে ট্রফি। বঙ্গ ক্রিকেটে চাপের মুখে বিপর্যয়ের চেনা ছবি।

হায়দরাবাদের উপ্পলের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে আজ বিজয় হাজারে ট্রফির গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে আচমকাই মুখ থুবড়ে পড়ল বাংলা দল। টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে মন্থর ব্যাটিংয়ের সুবাদে ২২ বল বাকি থাকতে ছয় উইকেটে ম্যাচ হারল বাংলা। এই ম্যাচ হারের ফলে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার স্বপ্নভঙ্গ হল বাংলা দলের। বদলে এখন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে হবে মহম্মদ সামিদের। আগামীকাল হায়দরাবাদ থেকে বরোদা উড়ে যাচ্ছে বাংলা দল। ৯ জানুয়ারি বরোদায় হরিয়ানার বিরুদ্ধে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলবে বাংলা।

একেবারে পাটা উইকেট। ব্যাটিংয়ের জন্য আদর্শ। এমন সহজ পিচে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে স্রেফ মন্থর ব্যাটিংয়ের সুবাদে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৬৯/৭-এর বেশি করতে পারেনি সুদীপ ঘরামির (৯৯) বাংলা। পরিসংখ্যান বলছে, ৫০ ওভারের ম্যাচে অন্তত ২৫ ওভার ডট বল রয়েছে বাংলার ইনিংসে। আধুনিক ক্রিকেটে যা অপরাধ। শেষদিকে ব্যাট হাতে সামি ৩৪ বলে অপরাজিত ৪২ রানের ইনিংস না খেললে বাংলার স্কোর ২৬৯ হত না। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে রজত পাতিদারের অপরাজিত ১৩২ ও শুভম শর্মার ৯৯ রানের সুবাদে অনায়াসে ম্যাচ জিতে যায় মধ্যপ্রদেশ। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে একরাশ হতাশা নিয়ে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, '২৬৯ স্কোর হিসেবে হয়তো খারাপ নয়। কিন্তু উপ্পলের পাটা পিচে এই রানটা ৩০০-র বেশি হওয়া উচিত ছিল। মাঝের দিকে আমাদের ব্যাটারদের মন্থর ব্যাটিং ডুবিয়ে দিয়েছে।'

প্রি-কোয়ার্টারে প্রতিপক্ষ হরিয়ানা

শুধু মন্থর ব্যাটিংই নয়, বাংলার বোলাররাও আজ হতাশ করেছেন। সকালে খেলা শুরুর আগে আচমকাই ঘাড়ে টান ধরেছিল মুকেশ কুমারের। তাই তাঁর পরিবর্তে কনিষ্ক শেঠকে খেলাতে হয়। বল হাতে হতাশ করেছেন কনিষ্ক। সামি একটি উইকেট পেলেও বল হাতে তিনিও ব্যর্থ। বাংলার বাকি বোলাররাও রজত-শুভমদের রানের গতি থামাতে পারেননি। হতাশ কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'ছেলেরা চেষ্টা করেনি, এমন নয়। কিন্তু সেটা ম্যাচ জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। আমাদের আরও সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল। বিশেষ করে ব্যাটারদের।'

হেনরির দাপটে জয় কিউয়িদের

ওয়েলিংটন, ৫ জানুয়ারি : প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ওডিআই সিরিজ শুরু করল নিউজিল্যান্ড। সৌজন্যে ম্যাট হেনরির আগুনে বোলিং। ১০ ওভারে ১টি মেডেন সহ মাত্র ১৯ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। হেনরির দাপটে শ্রীলঙ্কার ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ১৭৮ রানে। ওপেনার আবিষ্কা ফার্নান্ডোর অবদান ৫৬ রান। কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন জানিথ লিয়াঙ্গে (৩৬) ও ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা (৩৫)। জবাবে ২৬.২ ওভারে ১ উইকেটে ১৭৮ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় কিউয়িরা। উইল ইয়ং (৯০) ও রাচিন রবিন্দ্র (৪৫) ৯১ রানের ওপেনিং জুটিতেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

ফলোঅনের পর সেঞ্চুরি মাসুদের

কেপটাউন, ৫ জানুয়ারি : দক্ষিণ আফ্রিকার ৬১৫ রানের জবাবে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান অল আউট হয়ে গেল ১৯৪ রানে। বাবর আজম (৫৮) ও মহম্মদ রিজওয়ান (৪৯) ছাড়া কেউই প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। কাগিসো রাবাদা ৫৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। এরপর ফলোঅন করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক শান মাসুদের সঙ্গে বাবর (৮১) ওপেনিং জুটিতে ২০৫ রান তুলে দেন। তৃতীয় দিনের শেষে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ২১৩ রান তুলেছে। ক্রিজে মাসুদের (১০২) সঙ্গে খুররম শাহজাদ (৮)।

বড় রান করার মন্ত্র জানে বিরাট : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : সময়টা ভালো যাচ্ছে না ভারতীয় ক্রিকেটের। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের লজ্জার সঙ্গে আজ যুক্ত হল বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে হার।

ব্যাটাররা রানে নেই। জসপ্রীত বুমরাহ ছাড়া বাকি বোলিংও অচল আধুলির মতোই। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপ ফাইনালেও যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ টিম ইন্ডিয়া। গৌতম গম্ভীরের কোচিংয়ে দুঃসময় চলছে। এমন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী? বিরাট কোহলির মতো তারকা ব্যাটার কীভাবে একই ভুল বারবার করেন? অধিনায়ক রোহিত শর্মার সিডনি টেস্ট না খেলার সিদ্ধান্ত কীভাবে দেখছেন?

> টেস্ট ক্রিকেটে ভালো ব্যাটিং করতে না পারলে ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা থাকে না। ১৭০ রান করে টেস্ট জেতা যায় না। ধারাবাহিকভাবে অন্তত ৩৫০-৪০০ রান করা খুব প্রয়োজন।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

আজ দুপুরে কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব ও জেএসডব্লিউ সিমেন্টের পরিচালনায় আয়োজিত দুই দিনের ফুটবল প্রতিযোগিতার আসরে বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি রোহিতদের মিশন অস্ট্রেলিয়ার ব্যর্থতা নিয়ে মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়া হোক বা অন্য কোনও প্রতিপক্ষ দল, টেস্ট ম্যাচের আসরে ১৬০-১৭০ রান করলে ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। পরিসংখ্যান বলছে, স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে ব্যর্থ শক্তিশালী ভারতীয় ব্যাটিং। সৌরভ সেই বিষয় তুলে ধরে আজ বলেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেটে ভালো ব্যাটিং করতে না পারলে ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা থাকে না। ১৭০ রান করে টেস্ট জেতা যায় না। ধারাবাহিকভাবে অন্তত ৩৫০-৪০০ রান করা খুব প্রয়োজন।'

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। পাশাপাশি দলের অনেক ব্যাটারের শট বাছাই নিয়েও চলছে বিতর্ক। সৌরভ নিজেও পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। মহারাজের কথায়, 'ক্রিকেট দলগত খেলা। দল হিসেবে পারফর্ম করা জরুরি। তাছাড়া টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও ক্রিকেটারের কথা না বলে পুরো দলের ব্যর্থতার কথাই বলতে হবে।' ঋষভ পন্থকেও কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। তাঁর দায়িত্বজ্ঞানহীন শট নির্বাচন নিয়েও চলছে সমালোচনার ঝড়। সৌরভের কথায়, 'ঋষভ বড় রান পায়নি ঠিকই। কিন্তু শুধু ওকে একা দোষ দেওয়া ঠিক নয়। দলের বেশিরভাগ ব্যাটারই তো ব্যর্থ হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়।'

স্যর ডনের দেশে ভারতীয় ব্যাটারদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে সামনে আসছে বিরাট কোহলির অফ ফর্ম। পারথের দ্বিতীয় ইনিংস বাদ দিলে কোহলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বারবার একই ভুল করে চলেছেন বিরাট। তাঁর সমস্যাটা টেকনিকাল নাকি মানসিক? প্রশ্ন শুনে একটু সময় নিয়ে মহারাজকীয় জবাব, 'বিরাটের মতো এত বড় একজন ক্রিকেটারের কীভাবে বারবার একই সমস্যা হয়, বুঝে উঠতে পারি না আমি। তবে আমি নিশ্চিত, ওর মতো ক্রিকেটার ঠিকই রানে ফিরবে। রানে ফেরার মন্ত্র জানে বিরাট।' অধিনায়ক রোহিত শর্মার ব্যাটে রানের খরাও স্যর ডনের দেশে ভুগিয়েছে ভারতকে। সিডনি টেস্টে নিজেই প্রথম একাদশ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন রোহিত। তাঁর এমন চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নিয়ে সৌরভ বলছেন, 'রোহিতের সিদ্ধান্তটা একান্তভাবেই ওর। এমন ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে মনে রাখবেন, রোহিতও বড় ক্রিকেটার।' গৌতম গম্ভীর কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই কেন টিম ইন্ডিয়ার সাফল্যের গ্রাফ নিম্নমুখী? এমন প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন মহারাজ।

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রবিবার।

জিতল মোদি, টেকনো ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : ১৯তম সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি ক্রিকেটে রবিবার মোদি পাবলিক স্কুল ৪৪ রানে হারিয়েছে শ্রী শ্রী অ্যাকাডেমি স্কুলকে। সুরেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট মাঠে ৮৫ রান করে মোদির রুদ্রবীর সিং ম্যাচের সেরা হয়েছে। ডিপিএস শিলিগুড়ি মাঠে ফুলবাড়ির নারায়ণা স্কুল ৩৬ রানে জিতেছে মবার্ট হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। ৩৭ বলে অপরাজিত ৫৬ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা সিদ্ধার্থ ভগৎ। ডিপিএস শিলিগুড়ি মাঠে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল ১০ উইকেটে শিলিগুড়ির নারায়ণা স্কুলকে উড়িয়ে দেয়। ৫৯ রান করা ছাড়াও আদিত্য সিং ২৯ রানে নিয়েছে ৪ উইকেট। তাকে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত করা হয়। আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল ১১৬ রানে জিতেছে বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। ৬৩ রান করে ম্যাচের সেরা ম্যাক উইলিয়ামের আদিত্য দত্ত।

সুকনা গোল্ড কাপ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : সুকনা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সুকনা গোল্ড কাপ ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে কলকাতা মিলন সমিতি ১-০ গোলে নেপালের রেড হর্স এফসি-কে হারিয়েছে। সুকনা হাইস্কুল মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা গুলফান। সোমবার খেলবে দার্জিলিং ইউনাইটেড এফসি ও দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

অনুজ ভৌমিক
প্রয়াণ : ০৬.০১.২০১৬
অষ্টম প্রয়াণ বার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ স্মরণে
শোকাহত পরিবারবর্গ :-
'অমলযুথী' নবগ্রাম, শিলিগুড়ি-৭

বাবলাতলায় জয়ের সেলিব্রেশনে জিটিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : বাবলাতলা ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সেলিব্রেশন করল জিটিএস ক্লাব। ক্রিকেটার-ক্লাব সদস্যদের উপস্থিতিতে জিটিএসের সভাপতি ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। শুধু এই প্রতিযোগিতাটিতেই নয়, সুপার ডিভিশন ক্রিকেট ও শিলিগুড়ির আইপিএল বলে পরিচিত স্বস্তিকা যুবক সংঘের ক্রিকেটেও তারা অপরাজিত থেকে গত বছর চ্যাম্পিয়ন হয়। এদিন সেই সাফল্য নতুন বছরেও ধরে রাখার শপথ নিয়েছেন ক্লাব সচিব তাপস মৈত্র, ক্রিকেট সচিব দেবাঞ্জন দাস প্রমুখ। জিটিএসের ক্রিকেটার-কর্মকর্তাদের ফুল-মিষ্টি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে এসেছেন দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের সচিব অনুপ বসু, ফুটবল সচিব আশিস বসাকরা। অনুষ্ঠানে এসেছিলেন অগ্রগামী সংঘ, বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব, নবোদয় সংঘ, বান্ধব সংঘ, নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের কর্মকর্তারাও।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য জিটিএস ক্লাবকে অভিনন্দন জানাতে উপস্থিত শিলিগুড়ির বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিরা।

সেমিতে চামুণ্ডা

বারবিশা, ৫ জানুয়ারি : উদয়ন কালচারাল সোসাইটির ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল ব্রিগেড চামুণ্ডা শিলিগুড়ি। রবিবার তারা ২২৩ রানে মেটেলি ব্লু সাফায়ার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে চামুণ্ডা ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৭১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সোনুকুমার সিং ১১৪ রান করেন। ১ ওভারে ছয় ছক্কা হাঁকিয়েছেন অনুভবকুমার সিং। জবাবে সাফায়ার্স ৯.২ ওভারে ৪৮ রানে গুটিয়ে যায়।

সোনাজয়ী দলের সঙ্গে সম্প্রীতি (বাঁদিকে তৃতীয়)।

সোনা সম্প্রীতিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : জাতীয় জুনিয়ার ও ইয়ুথ টেবিল টেনিসে মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল পশ্চিমবঙ্গ। সোনাজয়ী দলের সদস্য ছিল শিলিগুড়ির সম্প্রীতি রায়। সে শিলিগুড়িতে মান্তু ঘোষ ও সুব্রত রায়ের কাছে প্রশিক্ষণাধীন। ফাইনালে সম্প্রীতি না নামলেও পশ্চিমবঙ্গ ৩-১ ব্যবধানে মহারাষ্ট্রকে হারিয়েছে। ফাইনালে পশ্চিমবঙ্গ দলের সিনড্রেলা দাস জোড়া জয় পায়। অন্য ম্যাচটি জেতে নন্দিনী সাহা। দলের কোচ ছিলেন শিলিগুড়ির মৃণ্ময় চৌধুরী। দলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার (চ্যাপ্টার-২) যুগ্মসচিব রজত দাস।

চ্যাম্পিয়ন আলিপুরদুয়ার

রাজ্য মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আলিপুরদুয়ার। - সূত্রধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত মহিলাদের রাজ্য ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আলিপুরদুয়ার। রবিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে কালিম্পংকে। প্রতিযোগিতার চার সেমিফাইনালিস্ট ছিল উত্তরবঙ্গের। সেমিফাইনালে কালিম্পং ১-০ গোলে জিতেছিল কোচবিহারের বিরুদ্ধে। পূজা সাউদা গোল করেন। অন্য সেমিফাইনালে আলিপুরদুয়ার ২-০ গোলে হারিয়ে দেয় উত্তর দিনাজপুরকে। জোড়া গোল জয়তী ওরাওঁয়ের। পরে উত্তর দিনাজপুরকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে কোচবিহার তৃতীয় হয়। আয়োজক দার্জিলিং জেলা কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেয়। উত্তর দিনাজপুরের কাছে তারা ০-১ গোলে হেরে যায়। পুরস্কার তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুরঞ্জন ভট্টাচার্য, দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি পরিতোষ চক্রবর্তী, সহ সভাপতি পরিতোষ ভৌমিক, শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপনকুমার দে প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
পুনে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, পুনে - এর একজন বাসিন্দা ক্রান্তি হনমন্ত গুনালে - কে 10.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94C 06264 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার হৃদয়ে অপ্রত্যাশিত একটি ছাপ ফেলে দিয়েছে। আমি কোনোদিনও কল্পনা করিনি যে আমি কোটিপতি হতে পারবো কিন্তু এটি সম্ভপর হয়েছে শুধুমাত্র ডিয়ার লটারির জন্য। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এমন একটি জনকল্যাণমুখী প্রকল্প পরিচালনার জন্য যা আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।